উপহার।

—•—

অসেচনক

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি, এল্,

হুগলি জজ আদালতের উকীল

মহোদয় প্রাণপ্রতিমেষু।

অভিন্ন হৃদয়,——

আপনার অসমসাহসী বন্ধু গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে, আপনি আমাকে যেরূপ ভাল বাসেন, তাহা স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিলাম, আজ হয়তো ভাবিবেন, ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে।

প্রিয়তম!——যে হস্ত "সারওয়াল্টারস্কট" প্রভৃতি মহাত্মা-গণের লেখনি সম্ভূত-রত্নে সুশোভিত, আজ সেই হস্তে আমার এই পাগলামি!—অনুরোধে—স্নেহে—অবকাশে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন,—আশা!!

সুহৃদ্বর,—মনে ভাবিয়াছি এখানি নবোপাখ্যান, প্রায়ই দেখিতে পাই,—আখ্যায়িকা লেখকেরা স্বীয় গ্রন্থ কাহাকেও না কাহাকে উপহার দেন, আমারও সেই অনুষ্ঠান! (অনু-ষ্ঠানের ত্রুটি নাই!) কিন্তু কাহার নাম কলঙ্কিত করিব? কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া ক্রোধ উদ্দীপিত করিব? ভাবিয়া আপনাকেই উপহার দিলাম, আপনি যদি ইহা পাঠ করিয়া কিছু মাত্র আহ্লাদিত হয়েন, পরম সন্তুষ্ট হইব, নচেৎ তিরস্কার তো করিবেনই না, এই ভরসা!

(মনে জানি) আপনারই

আমি।

ভূমিকা।

—০—

"যত্নেকৃতে যদিন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

মানসিক বৃত্তি বয়সের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়,—একথা যিনি বিশ্বাস না করেন,—করুন, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস; কারণ আমি ভুক্তভোগী! এই গ্রন্থখানি যখন লিখি,—তখন এক এক দিন ভাবিতাম,—কালে আমিও একজন আখ্যায়িকা-লেখক হইব,—আর এখন স্থির সিদ্ধান্ত, এ আমার পাগলামি! যখন যিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, তাঁহারই তখন মনে কিয়ৎ পরিমান্ সাহসও দীর্ঘ আশা হয়, এ কথা শুনিলে আন্তরিক ভাব গোপনকারী অনেক গ্রন্থকার বলিবেন,—"সে তোমার ন্যায় নির্লজ্জের হইতে পারে, আমাদের তো নহে, তাহা হইলে আমরা সভিয়ে ভূমিকা লিখিতাম না!"—কিন্তু আমার অন্তর মুক্তকণ্ঠে বলিবে সে কথা তাঁহার আন্তরিক নহে, তাহা হইলে গৃহের অর্থ নষ্ট করিয়া পরিশ্রমে কাতর না হইয়া সাধারণে প্রকাশ কেন? আমিও যখন গ্রন্থ লিখি, তখন (মনের কথা বলিতে কি) একটু সাহস ছিল, সেই সাহস থাকিতে থাকিতেই এই গ্রন্থখানির প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ অল্পায়ুষ্মতী" "কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, এখন নিশ্চয় জানি,—এটি আমার পাগলামি! তথাপি এ দুঃসাহস কেন? আমার কতকগুলি বন্ধু গ্রন্থখানি দেখিয়া বারম্বার মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়া-

ছেন,-কেবল সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই গ্রন্থ খানি সাধারণে প্রকাশ করিলাম,—লাভ,—পাগলামি-প্রকাশ! যদি কেহ বলেন, "গ্রন্থকারের বন্ধুগুলিরই বা কি রুচি!"—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি বন্ধুর বন্ধুত্বে কখনই বদ্ধ হন নাই, যিনি বন্ধুত্ব কখন করিয়াছেন,—তিনি বলিবেন না, কারণ বন্ধুর মন্দ কি বন্ধুতে বিচার করিতে পারে? তাহাতেত বাতুলের বন্ধু, সুতরাংই——সহৃদয় না হইলে কি বন্ধুত্ব হয়! আর যিনি সহৃদয় নহে,—তিনি অকৃত্রিম বন্ধুও নয়,—কপট বন্ধু—হয়তো উত্তেজিত করিতেছেন।

এখানি কি?—তাহা সাধারণের বিচার স্থল,—আমি কতকটা আখ্যায়িকার অনুরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যদি চ বাঙ্গলা ভাষায় এখনও রীতি দৃঢ় মূলা হয় নাই, তথাপি বাঙ্গলা আখ্যায়িকা লেখক পথ-দর্শক মহানুভবেরা এক এক খানি ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া লইয়া ইতিহাসের একদেশের সহিত যোজনা করিয়াছেন,—আমারও তাহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন, তবে লিখিবার কালীন ঐতিহাসিক ঘটনা লক্ষ্য অল্প, নিজেও নিতান্ত অপটু!

এখানি আমার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড! অনেকেই এ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিবেন,—লেখকের ধন্য আশা! আবার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিবার ইচ্ছা আছে! কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা,—জগতে দুরাশা কাহার নাই?—যে সে আশা প্রকাশ করে সেই বাতুল,—আমিও তো বাতুল! তথাপি দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লেখের অধুনা প্রয়োজন? এখন অনেকে পুস্তক খানি পাঠ করিয়া মনে মনে বলিবেন,—গ্রন্থকার যদি নায়িকার নামে গ্রন্থ লিখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কুসুমিকার নামে গ্রন্থের নাম না রাখিয়া বরং এলাহি-

আন নাম রাখিলে কতক সঙ্গত হইত!—এও কি আমার পাগলামী?—না—যখন গ্রন্থ লিখি, তখনতো পাগলামী দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না!—তবে কি বানভট্টের কাদম্বরীর দৃষ্টান্ত দেখাইব,—তিনি বরং মহাশ্বেতার নামে গ্রন্থের নাম রাখিতে পারিতেন,—কাদম্বরী নাম রাখিলেন কেন? সে দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাহি না, বড় লোকের কথায় আমাদের কথা,—এও তো পাগলামী!—তবে গ্রন্থের নাম কুসুমিকা কেন?—বস্তুতঃই কুসুমিকার প্রণয়ের মধুর ছবিই আমার গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য!—প্রথম খণ্ডে যে সকল নায়ক নায়িকার ছায়া মাত্র আছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাদিগের অনেক ঘটনা প্রকাশ! তজ্জন্যই দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লেখ!—এ ভূমিকারও সেই প্রধান উদ্দেশ্য!

সাধারণে আমি একজন আখ্যায়িকা লেখক বলিয়া পরিচিত হইব,—সে আশা নাই,—কেবল আমার এ পাগলামী! আজ এই পর্য্যন্ত, যদি আবার কখন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে পারি,—দেখা দিব, আবার সাধারণকে জ্বালাতন করিব!—আজ বিদায় ইতি।

কাঁচরা পাড়া।	আমি—গ্রন্থকার—
২৯শেঅগ্রহায়ণ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।	সুতরাং——বাতুল।

পড়ে দেখুন

আমার পাগলামি !!!

কুসুমিকা।

অবতরণ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

উন্নতির অবনতিই প্রবল শত্রু, যেখানে উন্নতি দেবীর আহ্লাদদায়িনী মূর্ত্তি, সেই খানেই নিষ্ঠুরা অবনতি রাক্ষসীর তীব্র দৃষ্টি! যে অট্টালিকায় আজ ধনজন পরিবৃতা উন্নতি দেবীর ছায়া, কখন না কখন দেখিবেন, অবনতি রাক্ষসীর করালগ্রাসে সেই প্রাসাদ ভগ্ন, জ্যোতিঃহীন, অশ্বত্থ-বট-প্রভৃতি বৃক্ষের উর্ব্বরা ক্ষেত্র! সেই অবনতি রাক্ষসীর দ্বারাই আর্য্য জাতিকে দাস-শৃঙ্খলভাগী করিয়াছে! মুসলমানদিগের জয়পতাকা যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উড্ডীন হইতেছিল, দিল্লীর রাজপ্রাসাদ যখন ভারতবর্ষের সার হইয়াছিল, দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলিতেও যখন লোক কুণ্ঠিত হইত না, সেই সময় হইতেই অবনতি রাক্ষসী আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু উন্নতি দেবীর বিমল-জ্যোতিঃ সন্দর্শনে অগ্রসর হইতে পারে নাই! পবিত্র পুণ্যই উন্নতি দেবীর প্রবল সেনাপতি! ক্রমশঃ যবনদিগের অন্তর হইতে পুণ্যের ছায়া লোপ পাইতে লাগিল, আর সম্রাট্ আক্বরের

ন্যায় ধর্ম্ম মূর্ত্তি দিল্লীর সিংহাসনে নাই! পুরুষ পরম্পারা হইতেই ক্রমশঃ মুসলমান্ দিগের প্রভাব হীন হইয়াছে! স্বার্থপর ভ্রাতৃভাব বিরোধী পাপ-মূর্ত্তি নরাধম-গণ সিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছে! পিতার পুত্রকে, স্বামীর পত্নীকে, পুত্রের পিতাকে, ভ্রাতার ভ্রাতাকে, বন্ধুর বন্ধুকে, পরস্পর কাহার ও কাহাকে বিশ্বাস নাই! ক্রমশঃ গৃহ বিচ্ছেদ! আরেঙ্গজিবের সময় হইতেই যবন-রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা! অবনতি রাক্ষসী সেই সময় হইতেই দিল্লীর রাজ ভবনে আশ্রয় লইয়াছে! ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ, যখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় আলমগির নাম মাত্র সম্রাট, যখন রোহিলারা, জাতবংশীয়েরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীন হইবার জন্য উত্তেজিত হইয়াছিল, সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই আখ্যায়িকা।

কুসুমিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।——এই কি আমার শেষ প্রণয়!

"কৃত্যয়ো র্ভিন্নদেশত্বাদ্দ্বৈধী ভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলৈঃ স্রোতঃ স্রোতোবহা যথা॥"

কল্পনাময়ী প্রাচীন কবি-লেখনীই অধুনা বঙ্গ কবিকুলের প্রধান সহচারিণী। দেশাচার প্রথার কুসংস্কারে আবদ্ধ ও সাহসহীন বঙ্গ সন্তানগণ আর যে প্রকৃতির বিমলছবি সন্দর্শন করিয়া তাহা চিত্র করিতে যত্নবান্ হইবে সে আশা নাই।

কয়েকজন বঙ্গ সন্তান নিলোর্ম্মিমালি-জলধি-বেষ্টিত নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ বিরাজিত দ্বীপ সন্দর্শন করিয়াছেন? যিনি হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান্ তাঁহারই সে দর্শন একান্ত দুর্লভ। কিন্তু নব-বস্তু-সন্দর্শন-লিপ্সু-মনের নিরতই তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়।

আসুন পাঠক, আমাদের সঙ্গে আসুন, একবার আরব সাগরের নিকট লইয়া যাই! কি পাঠক, আপনি যে তাহাতে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন? সমুদ্র যাত্রায় জাতিপাতাশঙ্কা আপনাকে নিবারণ করিতেছে? আর আপনার সে আশঙ্কা নাই, আপনার দলে অনেক লোক হইবে, আর কিছু দিন পরে আপনারই দল পুষ্ট হইবে। ঐ দেখুন আরব সাগরে স্থবর্ণ দুর্গ দ্বীপটি কি রমণীয়! (এখন যদি ও এ দ্বীপটি অবনতি রাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত, কিন্তু তৎকালে এ দ্বীপ উন্নতি দেবীর মোহিণী ছায়ায় উদ্ভাসিত।) নিবিড়-নীল-নীরদ-নিভ উত্তাল-তরঙ্গ সুশোভিত লবণাম্বু-রাশি পরিখার ন্যায় চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সমুদ্র তট বালুময়, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, প্রদোষ উপস্থিত, সূর্য্যদেব অস্ত শিখরের অন্তরাল হইতে স্বকর দ্বারা পাদপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষিগণ স্বস্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছে; বাগন্তি-সমীরণ সন্ধ্যাকুসুমের সৌরভ অপহরণ করিয়া যেন ভয়প্রযুক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। চৈত্র মাস গত প্রায়। পাঠক মহাশয়! এ সময়ে আপনার কি ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতটির অধিত্যকায় পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষ হয়? দেখুন কি মনোহর ও রমণীয় স্থান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণের স্বচ্ছ-স্ফটিক-সন্নিভ জল বায়ুযোগে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, অষ্টমীর অষ্টকলা চন্দ্রমা পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া সূর্য্যদেবের

ভীষণ কর শ্রবণে যেন দয়ার্দ্র হইয়া প্রজাকুলের রক্ষণোদ্দেশে অমৃতকণা বিতরণ করিতেছেন। বায়ু-সংযোগ-কম্পিত-পল্লব তরুগণ যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিতেছে। এখানে পুত্র শোক-সন্তপ্তা রমণীর হৃদয়ও সুস্থির হয়। পাঠক মহাশয়, আপনি যদি ভাবুক হয়েন, তবে আপনার এই এক ভ্রমণের স্থল; আপনি যদি চিররোগী হয়েন, তবে এই আপনার স্বাস্থ্য-রক্ষার স্থান; আপনি যদি প্রকৃতির শোভা-সন্দর্শন-লিপ্সু হয়েন, তবে এই আপনার নয়নানন্দপ্রদ বস্তু! ঐ শুনুন, পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরস্থ পশুর ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ গোচর হইতেছে। কেন পাঠক,—আপনার মুখ মলিন হইল? অস্ফুট গদ্গদস্বরে কি বলিতেছেন? " আমি বন্য পশু বিরাজিত রমণীর দ্বীপে যাইব না, দুরন্ত প্রাণের ভয় আমাকে বারণ করিতেছে!" বঙ্গ সন্তান হইলে এই আপনার মনের ভাব; আমরা তো এক খনির বটে, আমাদের নিকট আর কতক্ষণ গোপন রাখিবেন? হা মাতঃ বীর-প্রসু রত্ন-ভূমি! আপনার কি বীর প্রসবতাশক্তি একেবারে অন্তর্হ্নত হইয়াছে? আর কি কখন আমরা সাহসের মুখ দেখিব? আর কি কখন আমরা সমর ক্ষেত্রে অসি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষা করিব?

পাঠক মহাশয়! আপনার মনের ভাব বুঝিয়াছি, এখন আর কাজ নাই, আসুন একবার দ্বীপটির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করি। আপনার ভয় নাই, ও হিংস্র পশুর স্বর নয়, গৃহ-পালিত ভয়ানক কুকুরগণ ধ্বনি করিতেছে, শৈলের প্রতিধ্বনিতেই গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ। এ দ্বীপটি জন পরিপুর্ণ। উপত্যকার মধ্যে একটী শিল্পরাজি বিরাজিত, প্রস্তর বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্য; চারিদিকে সশস্ত্রে সৈন্যগণ সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; আগ্নেয়াস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত।

অতি ভয়ানক স্থান, হঠাৎ কাহার সাধ্য প্রবেশ করে। প্রথম দ্বার পার হইলে সম্মুখের সোপান দ্বারা দ্বিতলে যাওয়া যায়, তথায় একটী সুসজ্জিত গৃহে গবাক্ষের সন্নিকটে গজদন্ত বিনির্ম্মিত এক খানি আসনে একটি যুবাপুরুষ হস্তস্থিত যষ্ঠি চিবুকে অর্পণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মধ্যদেশ হইতে রত্ন বিনির্ম্মিত কোষাচ্ছাদিত অসি ভূতল স্পর্শ করিতেছে।

যুবক কি ভাবিতেছেন?—কে জানে,-বীর পুরুষের জয়ই এক মাত্র চিন্তার বস্তু! ইহারও কি সেই চিন্তা? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি! ইহার তো মনে কোন স্থানেই অজয়ের সম্ভাবনা নাই? ঐ দেখুন,-মুখে নিরাশ্বাস চিহ্ন প্রকাশমান? শুনুন অস্ফুট গদ্গদ স্বরে কি বলিতেছেন— "মন,-তুমি এতো ভাবিতেছ কেন? আমি কি চিরকালই প্রিয়ার আন্তরিক কষ্টের কারণ হইব? আমায় কি চিরকালই অসি হস্তে করিয়া সমর ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে হইবে?"

হঠাৎ সম্মুখের দ্বার খুলিল। একজন সমরবেশধারী সামান্য সৈনিকাপেক্ষ্য উচ্চ পদাভিষিক্ত চিহ্ন-ভূষিত যুবা পুরুষ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসনস্থ যুবককে অভিবাদন করিলেন।

"সংবাদ কি?" এই প্রশ্নটি গম্ভীর শব্দে উচ্চারিত হইল, আগন্তুক উত্তর করিলেন—দিল্লীশ্বরের একজন দূতের নিকট হইতে কতক গুলিন পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়, আমাদের সম্পদ বা বিপদ অতি নিকট, যাহাই হউক, পত্রে যাহা লিখিত আছে সকলই নিবেদন করিতেছি।"

আসনস্থ যুবকের মুখে অল্প ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশিত হইল, তিনি সগম্ভীরে বলিলেন—"আর নয়, নিস্তব্ধ হও—পত্র"—আগন্তুক কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে কতকগুলিন পত্র প্রদান করিলেন। যুবক পত্র পাঠ সম্পন্ন করিয়া যেন কিছু উদ্বিগ্নচেতাঃ

হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণে আগন্তুক তাহা অণুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না! তাঁহার চিবুক পুনরায় যষ্টির উপর স্থাপিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই এক খানি পত্র লিখিয়া আগন্তুককে কহিলেন—"সমর কোথায়"?—"আজ্ঞা, তরীতেই আছেন।"-এই উত্তর পাইয়া আগন্তুকের করে লিখিত পত্র খানি সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"এই পত্র খানি সমর সিংহের হস্তে দিবে, ও তোমরা স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকগে, আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আদেশমত সময়ের মধ্যে যেন সকল উদ্যোগ করা থাকে।" আগন্তুক—"আপনিও যাইবেন?" "হাঁ আমি অদ্য রাত্রেই যাত্রা করিব, আমার যুদ্ধ সজ্জা প্রস্তুত রেখ, তোমরা যথাসময়ে বংশিধ্বনি করিও, আর আমার অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করিতে অনুমতি করিও, দেখ,-যেন যাত্রা কালীন সময়সূচক শব্দ করা হয়—" যুবকের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইল। আগন্তুক আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যুবকের মুখ-ভঙ্গি সন্দর্শনে—"যথা অনুমতি" এই কথা বলিয়াই নত-শিরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যুবক অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, ও তাঁহার অভি-প্রায় ফলে প্রকাশ পাইত। তাঁহার দলস্থ দুর্দ্দমনীয় লোক ও তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হইত।

পাঠক মহাশয়! ইহাঁর পরিচয় জানিতে কি আপনার অভিলাষ হয়? এক এক জনের প্রকৃতি পরের সহিত আলাপ করিতে বাসনা করে, এক এক জন পরের সহিত আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। আপনি যদি দ্বিতীয় প্রকৃতির লোক হয়েন, তবে আপনার পরিচয় জানিবার অভিলাষ না হইতে পারে, কিন্তু এই আখ্যায়িকার সহিত যাহার প্রথমা-

বধি শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ তাহার পরিচয় জানা অতি কর্ত্তব্য, তাঁহার পরিচয় না জানিলে আমাদের সকল পরিশ্রম বৃথা।

পূর্ব্বকালে এই দ্বীপে মহারাষ্ট্র জাতীয় কতকগুলি বীরের আবাস ছিল, ইনি তাহাদিগের অধীশ্বর। যখন দিল্লীশ্বরের অবস্থা উন্নত ছিল, তখন এ দ্বীপও তাঁহার অধীনে আসিয়াছিল।—কিন্তু অধুনা দিল্লীশ্বরের হীনাবস্থা দৃষ্টে ইহারা স্বাধীন ভাব অবলম্বন করে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সময় পাইলেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে। বহুকাল হইতেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে অনেক স্থান উত্তপ্ত, তৎকালে ইহাদিগের উৎপাতেও অনেক স্থান উচ্ছন্ন যায়। সে সময়ে এমত এক দিনও ছিল না, যে ইহাদিগের দ্বারা কোন না কোন দেশ ব্যতিব্যস্ত না হইত। ইনি সমর-দক্ষতায় শিবাজীর সদৃশ লোক ছিলেন। এরূপ পুরুষেরা কি রূপ আকার হয় অনেকেই অনুমান করিতে পারেন বটে; কিন্তু, এক এক বীরপুরুষের অবয়ব নিতান্ত শান্ত চিহ্ন শূন্য, ইহাঁর সে রূপ ছিল না। ইহার গঠন নাতি-দীর্ঘ নাতিখর্ব্ব; বর্ণ গোলাপফুলের সদৃশ বটে, কিন্তু কপোলদেশ নিরন্তর রৌদ্র তাপে ঈষৎ কৃষ্ণাভায় বিভূষিত। তাঁহার মুখের আকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিত। কখন অহঙ্কারের, কখন ক্রোধের, কখন চিন্তার, কখন বা প্রেমের চিহ্ন উপলব্ধি হইত। তিনি অধীনদিগের নিকট এমনি তেজীয়ান্ ছিলেন, যে তাহার মুখের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না। তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সঘৃণ, নয়ন সুদীর্ঘ, আরক্ত ও সমবিন্যস্ত পক্ষরাজি সুশোভিত। ভ্রূদ্বয় চক্ষুর নিরতিশয় শোভা ব্যঞ্জক, নাসিকা দেখিলে বোধ হয় তদ্দ্বারাই মুখের এত শোভা। কর্ণ হীরবলয় বিভূষিত। মস্তকে উষ্ণীষ, তাহাতে এক খণ্ড প্রশস্ত

উজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরক সংস্থাপিত ও এক ছড়া গজমতি দ্বারা বেষ্টিত। জরী-রোচিত বহুমূল্য সজ্জা তাঁহার শরীরকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। অবয়ব অধিক স্থূলও ছিল না, অধিক কৃশও ছিল না, কিন্তু কোন স্থানের অস্থি দেখা যায় না। ত্বক্ অকুঞ্চিত, কিন্তু উদরের ত্বক্ কথঞ্চিৎ লোল থাকায় তিনটি বলি ও নিরন্তর চিন্তাসক্ত হেতু চক্ষুঃ-কোণস্থ চর্ম্ম কথঞ্চিৎ কুঞ্চিত ছিল। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত নয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আর দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে জানুস্পর্শ করিত। উরু সুগোল; ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে কোন অঙ্গ কোন অঙ্গকে পরাজয় করিতে পারে নাই। ইহার নাম রণজয় সিংহ; বয়স ৩০।৩১ বৎসর।

যুবক সেই এক ভাবেই উপবেশন করিয়া আছেন. হঠাৎ গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন—তাঁহার আজ্ঞাবাহক অনুচর দ্রুতপদ অশ্বারোহণে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। তিনি পুনর্ব্বার পত্র কয়েকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অধোবদন হইয়া সেই যষ্ঠির উপর চিবুক অর্পণ করিয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিলেন।

তাঁহার মুখে বিস্ময়, ভয়. সাহস, চিন্তা, ক্রোধ ও দুঃখ ক্রমান্বয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। "এ পত্র কি যথার্থ বাদী—হইতেও পারে, আমার কি দুঃসাহস! হঠাৎ শত্রু মধ্যে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইব!" ক্রমশঃ সবিচ্ছেদে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন। আবার এক ভাব; মুখে সাহঙ্কার সাহসের চিহ্ন বর্ত্তমান। সগম্ভীরে অস্ফুটস্বরে কি বলিতে লাগিলেন—সেই স্বর ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করিল। "আমিতো চিরকাল বাঞ্ছা করি—অল্প সৈন্য লইয়া বহু সংখ্যক শত্রুর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতো কতবার

করিয়া জয়লাভও করিয়াছি, এই সুযোগ, দিল্লীশ্বর চারিদিকে ব্যতিব্যস্ত, এসময় অপেক্ষা আর সুসময় কবে হইবে? এখন সর্ব্বত্রই সমরানল প্রজ্বলিত, আমেদকে জয়, করিতে পারিলেই কল্‌কল্‌ অধিকার করা যায়, এবং সুবর্ণদুর্গ চিরকাল স্বাধীন থাকে, এ সময় সাহস না করিলে আর কবে সাহস করিব?—আমার কি ক্ষণ-বিনশ্বর দেহের নাশাশঙ্কা? না!—আমার অনুচরবর্গ কি বিদেশে প্রাণত্যাগ করিবে? তাহারা কি প্রভু বিহীন হইয়া পলাইতেও সমর্থ হইবে না?—এতো অমঙ্গল চিন্তাই বা করি কেন?—যে যুক্তি স্থির করিয়াছি, তাহাতে তো অচিরাৎ জয়ের সম্ভাবনা।"

যুবকের মুখাবয়ব এমন হইল কেন? তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিতেছে, মুখে নিরাশার চিহ্ন প্রকাশমান্! চক্ষু আক্রন্দনোন্মুখ। একি ভাব,—কে বুঝিবে? যিনি সেই দুঃখে কখন নিমগ্ন হইয়াছেন, যিনি সে ভাবের ভাবুক তিনিই যুবকের মনের ভাব সহজে বুঝিতে পারিবেন। এতো সাহসী পুরুষের কেবল সমর চিন্তার এভাব নয়,—যিনি কখন বিদেশে কর্ম্ম করিতে গিয়া প্রাণ-প্রতিমা সহধর্ম্মিণীর সহবাসেচ্ছায় কিছু কাল পরে দেশে আসিয়াই প্রভুর ত্বরিত আহ্বান বার্ত্তা পাইয়াছেন, তিনিই এ ভাবের ভাবুক!

"আমি কি সমর চিন্তায় এতো কাতর? না—প্রিয়তমার মুখের কমনীয় কান্তিই আমার ক্লেশের কারণ। মন,—সমুদ্র যাত্রাপেক্ষা প্রিয়ার সহবাসই কি তোমার অভিমত? আমি অনুচরবর্গের রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইব না?—অবশ্যই হইব। কিন্তু প্রিয়ার নিকট বিদায় লইয়া আসা উচিত, হয় তো এই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়! মনে ছিল—এক্ষণে স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা না করিয়া কিছু দিন প্রিয়ার অভিলষিত

কার্য্য সম্পন্ন করিব। সময় এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধক। আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়, একবার প্রিয়ার নিকটে যাই।"

যুবক উঠিলেন, ও স্বীয় কক্ষস্থ তরবারির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"অসি,—তুমিই আমারপরম মিত্র,—তুমিই আমার পরম শত্রু—যদি আমি তোমার বশীভূত না হইতাম, তবে কি একষ্ট ভোগ করিতে হইত? প্রেয়সী এক্ষণে কি ভাবিতেছেন?—কে জানে?—হয় তো আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় আহ্লাদিতা আছেন। না—তাঁহার ও আমার এক মন; তিনিও আমার ন্যায় অস্থির"। আর অপেক্ষা করিলেন না, গৃহের দ্বার অতিক্রম করিলেন। শেষে এই কথাটি শুনা গেল— "এই কি আমার শেষ প্রণয়?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়িনী মিলনে, তবে—বিদায়!
"যামঃ সুন্দরি,——শোকং বৃথা মা কৃথাঃ।"

প্রণয় সকলের প্রতিই সমান অধিকার করিতে পারে। রণজয়ী সমরশীল পুরুষও প্রণয়ের বশীভূত। যিনি প্রণয়ী, তিনিই প্রণয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। আমাদের প্রধান নায়ক রণজয় সিংহও সেই প্রণয়ের বশীভূত; সৈনিক পুরুষের হৃদয় পাষাণ হইতে কঠিন হইলেও প্রণয় কালীন নবনীতবৎ কোমল ভাব ধারণ করে। রণজয় সিংহ পূর্ব্ব গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। দ্বারে দ্বারপালগণ নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। একটী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদিকের

প্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। যদিচ পার্ব্বতীয় পথ সকল অসম, কিন্তু এ পথটি সে রূপ নহে; ইহা প্রশস্ত, পরিস্কৃত, দ্বিপার্শ্বে পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষপংক্তি বিরাজিত ও ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ; অনতিদূরেই একটী সুদৃশ্য হর্ম্ম্য সেটি পূর্ব্বটির অপেক্ষা সুন্দর এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রহরিবেষ্টিত। চারিদিকে কুসুমতরু সুশোভিত উপবন। স্থানটি অতি রমণীয়! বাটীটি যত নিকটবর্ত্তী হইল, রণজয়ের মুখ ততই ম্লান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অশ্ব দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে যুবক লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে অবরোহণ করিলেন; দ্বারস্থ সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিল, যুবক প্রথম প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেই একটি করুণারসোদ্দীপক বামা-গীত শুনিয়া দাঁড়াইলেন, বোধ হয় তাঁহার গতিরোধ হইল।—গীতটি ক্রমশঃ তাঁহার নিশ্বাসের প্রবলতা ও নয়নের সজলতা সম্পাদন করিল। তিনি ক্ষণেক অচলের ন্যায় থাকিয়া সেই সুললিত গীতকারিণী রমণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কামিনী বহুমূল্য শয্যা- ব্যাপ্ত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন,—কপোলে ন্যস্ত-হস্তা!—বোধ হইতেছিল যেন শোক, দুঃখ ও চিন্তা তাঁহাকে এক কালে আশ্রয় করিয়াছে! যদিও রমণীর চক্ষু অনবরত অশ্রুপাতে অল্প আরক্তিম, বদন কলুষিত; কিন্তু ইহাতে কি তাঁহার মুখের কমনীয় কান্তির হ্রাস হইয়াছে?

সকল গ্রন্থকর্ত্তাই নায়ক নায়িকা বর্ণনে স্বলেখনীকে পরিশ্রান্ত ও মস্তিষ্কের আলোড়ন করেন; আমরা কি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অতিক্রম করিব?—কখনই নহে!—তবে আমাদিগের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে হইবে না, কারণ নায়িকা স্বভাব-সুন্দরী!!!

" ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল গ্রন্থকর্ত্তাই স্বনায়িকাকে জগতমনোহারিণী করিবার চেষ্টা পান, তাহাতে কৃতকার্য্য হন কি না হন, তাহা উক্ত কবিতাংশে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং আমাদিগের নায়িকার মন্দ গঠন ভাঙ্গিয়া ভাল করিতে চাহি না, যথার্থ্যের প্রতিই লক্ষ্য!—তাহাতে যাহার মনোহারিণী হন,—বা না হন!

রমণীটির বর্ণ দুধে-আলতার ন্যায়, কিন্তু সকল স্থল এক রূপ নয়—কপোল, করতল, পদতল, ও অধরৌষ্ঠ প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। ইহা সামান্য দৃষ্টিতেই অনুমিত হইবে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গাপেক্ষা কপোল প্রভৃতিতে অলক্তকের অংশ অনেক অধিক। দ্বিকপোলে কতকগুলি কুন্তল অযত্নে সংস্থাপিত। নয়ন আকর্ণ নয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যাহাকে "পটোলচেরা" বলিয়া প্রশংসা করে তদপেক্ষা অনেক প্রশস্ত; নয়নের অভ্যান্তরস্থ শিরা সমূহ আরক্তবর্ণ, পক্ষ্মরাজি সমবিন্যস্ত ও কৃষ্ণবর্ণ; ভ্রুদ্বয় অতি প্রশংসনীয়, ধনুরসোদর, কিন্তু মধ্যস্থল মিলিত নয়; দৃষ্টি সরলতা ব্যঞ্জক; নাসিকা বিলক্ষণ "টিকল" বলিলেই বর্ণনের শেষ হয়, কিন্তু এক এক "টিকল" নাকে, যে রূপ "গাঁইট" থাকে তাহাতে তাহা নাই; দন্তপংক্তি মুক্তার অনুকরণ, কিন্তু পরস্পর সমবিন্যস্ত,-গজমতির অনুকরণ, সামান্য মুক্তাপেক্ষা অনেক বড়! ওষ্ঠাধর নব সহকার পত্রের ন্যায়, বোধ হয় সততই হাসিতেছেন, সর্ব্ব শরীরে ঘোর চিন্তা ও দুঃখ চিহ্ন প্রকাশ পাইলেও ওষ্ঠাধর বিকসিত কোকনদের ন্যায় নয়ন প্রীতিপদ; কুন্তল কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ, কবরী বন্ধনে কয়েকটি সুবর্ণ পুষ্প, তাতেই কত শোভা! সকল কাব্যকারেই সুন্দরী রমণীকে ক্ষীণাঙ্গী বলেন, কিন্তু আমাদিগের নায়িকা সে রূপ নন, স্থূলাঙ্গী ও নন, গঠন অস্থিমাংস

জড়িত সুগোল, সুকোমল, প্রায় কোন স্থানেরই অস্থি দেখা যায় না। ইহাকে যদি ক্ষীণাঙ্গী বলেন,—বলুন; কিন্তু লতার সঙ্গে উপমা দিবেন না। তবে "কুচভরনমিতাঙ্গী" বটে। অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীবৃন্দে যাহাকে "থোড় থোড়" গঠন বলে, তাই এই। কটিদেশ অতি ক্ষীণাঙ্গীর ন্যায়, কিন্তু নিতম্ব দেখিলে সেটি ভ্রান্তি বোধ হয়; হস্ত পদ যথার্থ "সুডৌল"; নাম—কুসুমিকা বয়স ২০-২১ বৎসর, কিন্তু দেখিতে ষোড়শী অপেক্ষাও ন্যূন বয়স্কা।

রণজয় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে খট্টার নিকট দাঁড়াইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবতীর লক্ষ্য নাই। তিনি পুনরায় একটি গীত গাইলেন, এবার স্বর কিছু অস্পষ্ট, শোক-জড়িত চির-দুঃখ ব্যঞ্জক যুবক ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, লক্ষ্য নাই!—"প্রিয়ে" এই সম্বোধনে কুসুমিকার চৈতন্য হইল। তিনি উঠিলেন ও চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল।

রণজয় কহিলেন—"প্রিয়ে, কাঁদিতেছ?—তোমার গীতগুলি অতিশয় দুঃখসূচক।" "নাথ"—কুসুমিকার রসনা আর বলিতে পারিলনা। ক্ষণেক পরে রণজয়ের মুখে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় জড়িত স্বরে বলিলেন "নাথ,—আপনার বিরহে আমার স্বর্গ কোথায়? আপনি কি বিবেচনা করেন আমি সুখী? কেবল গীতে আমার আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়, নচেৎ আমি ধৈর্য্যাবরণে আবরিত হইয়া দুঃখ গোপন করি, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার চিরদগ্ধ অন্তরে দুঃখের দীপ নিরন্তর জ্বলিতেছে, আপনি কি শান্তি কি পদার্থ জানিবেন না? দেখুন—আপনার এখানে কোন অভাব নাই, অনায়াসে লৌকিক সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, তবে কেন নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকেন?

স্বাধীনতা রত্ন রক্ষা করিতে সযত্ন হওয়া বীরপুরুষের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বৃথা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া পৃথিবীকে নর-শোণিতে সিক্ত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়? নাথ,—আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, আমার অন্তর এত দিনের পর চিরসহচর ধৈর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাই আমার আজ শেষ নিবেদনা! আমার যেমন কপাল! আপনি আন্তরিক ভাল বাসিলেও অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। যিনি আমার নয়নের অন্তর হইলে কষ্টের সীমা থাকে না, যিনি ব্যতীত আমার অন্য আশ্রয় নাই, তিনি নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহে রত!—আপনার হৃদয় পাষাণাপেক্ষাও কঠিন! কিন্তু আর যে এই অবলা আপনার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিবে ইহা একবারও মনে করিবেন না। নাথ!—"রণজয় আর বলিতে দিলেন না, তিনি মুখাকৃতির বিভিন্ন ভাব, চক্ষুর বহির্গমণোন্মুখ জল কতক গোপন করিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"প্রিয়ে, ইহা নিশ্চয় জানিও আমার অন্তর যেমন শত্রুবর্গের কাতরোক্তি-বিমিশ্রিত পরিত্রাণ প্রার্থনায় অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তেমনি তোমার মলিন বদন দেখিলেই ব্যথিত হয়। তোমার বিরহে আমার অন্তরে এক নিমেষও সুখোদয় হয় না, আমি কি আমার বশীভূত?—কিন্তু এখন বোধ হইতেছে আর অধিক দিন তোমায় বিচ্ছেদ-ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, তুমি সাহস অবলম্বন কর, আমি এক্ষণে কিছু দিনের জন্য বিদায় লইব।"

দুঃখিনী কুলীনা সতী রমণী বহুকাল বিরহকষ্ট সহ্য করিয়া স্বামীর মিলন মাত্র তাঁহার কৌলীন্য-সুলভ পরুষবাক্যে যেমন স্তম্ভিত হয়েন, আমাদের কুসুমিকাও সেই বিদায় সংবাদে সেই রূপ হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একটু

উজ্জ্বলতা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল, দেহ থরথর কাঁপিয়া উঠিল, স্বীয় প্রাণেশ্বরের হস্ত গ্রহণ করিয়া বাষ্পাকুলবিস্ফারিত-লোচনে রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সাতিশয় কষ্টে অস্ফুট, গদ্গদ স্বরে বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি!" রণজয় তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়দেশে বসাইলেন, কুসুমিকার অবশ রসনা পুনরায় বলিতে লাগিল;—"আমার কপাল অতি-মন্দ, আমার সুখের অন্ত-দুঃখে শেষ হয়" তাঁহার নয়ন অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, কণ্ঠ বাষ্পাবেগে বদ্ধ হইল ও অনেক কষ্টে বলিলেন,— "আচ্ছা, এখনো যুদ্ধতরি সুসজ্জিত হয় নাই, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, আমি জন্মের মত কিছু বলিয়া লই।"

"প্রিয়ে আমায় সাহ্লাদে বিদায় দেও! তুমি ভীতা হইও না, ইহারা প্রবল শত্রু নহে, আমি ত্বরায় তোমার প্রণয়রত্ন বিচ্ছেদে ভোগ করিব। ঐ শুন, যুদ্ধযাত্রার সমরসূচক শব্দ হইতেছে, তোমাকে এক্ষণে একাকিনী থাকিতে হইবে না, তোমার প্রাণাকাঙ্ক্ষী স্বামী নিকটে থাকিবেনা বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তোমাকে রক্ষা করিবে, তোমার ভগ্নী বাৎসল্য-ভাগিনী-চপলা অনবরত নিকটে থাকিবে, আর আমার সহচরীগণ ভিন্ন কতকগুলি বৃদ্ধা রমণী রাখিয়া যাইব, তাহারা নিরন্তর নব নব উপন্যাসে তোমার মনোরঞ্জন করিবে। প্রিয়ে! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না।" কুসুমিকা [illegible]-সন্তোষ জীবন-বল্লভের গলদেশ বন্ধন করিয়া অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জড়স্বভাব-প্রাপ্তা রসনা মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট কি শব্দ করিল কেহই বুঝিতে পারিল না।

বীরপুরুষের হৃদয়ও প্রণয়ে দ্রবীভূত হয়। বোধ হয় রণজয়

সিংহ আর যুদ্ধে যাইতে পারিলেন না, রণজয় কুসুমিকার মুখে মুখ দিয়া আছেন, কুসুমিকার সকল শরীর অবশ, রণজয়েরও শরীর কতক অবসন্ন! হঠাৎ কামানের শব্দ হইল, এশব্দে অমরসিংহ সমুদ্র-যান হইতে রণজয় সিংহের আদেশমত সময় জানাইলেন,—পুনরায় বংশীধ্বনি! রণজয় চমকাইয়া উঠিলেন! তিনি যে কি করিতেছেন এতক্ষণে তাঁহার জ্ঞান হইল। কুসুমিকাকে চুম্বন করিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। "হৃদয়েশ্বরি! এতো অধৈর্য্য হইওনা, বিদায় দাও!" কুসুমিকার বাক্য হৃত হইয়াছে, তাহা মুখ চিহ্নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সামর্থ হীন। তাঁহার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ রণজয়ের হস্তে স্থাপিত। হঠাৎ বোধ হয়, প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু অল্পনিশ্বাসেও নয়ন বারিধারায় সে সন্দেহ দূরবর্ত্তী। পুনরায় রণতরীতে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রধ্বনি হইল। রণজয় আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া সেই খট্টায় কুসুমিকাকে শয়ন করাইলেন, একবার তাঁহার মুখাকৃতি দেখিলেন, এবং মনে করিলেন, এই আমার শেষ দেখা!—ক্রমশঃ তাঁহার স্কন্ধ-স্থাপিত কুসুমিকার অবশ হস্ত অপসারণ করিলেন। পুনরায় যুদ্ধ-পোতের ধ্বনি হইল। রণজয় অস্থির হৃদয়ে প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিয়া বাষ্প-সেকে তাঁহার নয়ন জল বৃদ্ধি ও কপোল কলঙ্কিত করিয়া অস্ফুট গদ্গদস্বরে "তবে—বিদায়" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুসুমিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধোৎযোগ।—কুসুম-মালা বিসর্জ্জন।

"অসমাপ্ত জিগীষস্য স্ত্রী চিন্তা কা মনস্বিনঃ?
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং ন সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ।"

কুসুমিকার এখনো চৈতন্য নাই, নয়ন মুদ্রিত ও বাষ্পাবে-গোচ্ছ্বাসিত! হস্ত অযত্নে সংস্থাপিত! কেশ-পাশ আলো-ব্যস্ত! হঠাৎ তাঁহার হস্তদ্বয় উর্দ্ধগামী হইল, বোধ হয় প্রাণেশ্বরাশ্লেষই তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু পাষাণ হৃদয় রণঞ্জয় কোথায়? তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, দেখিলেন, জীবনবল্লভ তথায় নাই। তিনি সকম্প শরীরে উঠিলেন, গবাক্ষ নিকটে গেলেন, দেখেন,—রণঞ্জয় বক্র-গ্রীব [illegible] সমুদ্র-পথে যাইতেছেন। রণঞ্জয়ের চক্ষু কুসুমিকার প্রতি পড়িল, তিনি চক্ষু [illegible] কষ্টে ফিরাইলেন,—আর দেখিলেন না। কুসুমিকার নিস্পন্দ নয়ন রণঞ্জয়ের দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আর দেখা যায় না। রণঞ্জয় বক্রপথে চলিলেন। তখন একবার মুখ ফিরাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কুসুমিকা দর্শন ঘটিল না।

রণঞ্জয়ের অসামান্য ধৈর্য্য; তার আমাদের সমক্ষে এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার সেই মলিন মুখ-গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, মুখে উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই তো বীর-পুরুষের চিহ্ন! কে দেখিলে বুঝিবে যে তাঁহার অন্তঃ দুর্ব্বিসহ বিরহ যাতনায় কাতর? তিনি সমুদ্র-যানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সকলই প্রস্তুত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মস্তকাবনত করিল; তিনিও নম্রতা দেখাইলেন; রণতরাঙ্গে পৌঁছিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিলেন এবং

রণতরির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কি লিখিয়া সম্মুখস্থ সমর সিংহকে বলিলেন—"শৈলেশ্বর কোথায়?—আহ্বান কর?" সমর নিকটস্থ দূতকে ইঙ্গিত করিলে সে আশু শৈলেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া আসিল। শৈলেশ্বর মস্তকাবনত করিয়া অভি-বাদন করিলেন, রণজয় মিত্র ভাবে তাঁহার হস্তে লিখিত অনুমতি পত্র দিলেন, এবং বলিলেন "শৈলেশ! এই পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া যথাকর্ত্তব্য কার্য্য সতর্কে সম্পাদন করিবে, বীর সিংহের রক্ষিত তরী পৌঁছিলে তাঁহাকে এই পত্র দেখাইবে, এবং আমার আবাসে দ্বিগুণ রক্ষক নিযুক্ত করিবে. যদি বায়ু অনুকূল হয়, তবে আমি তিন দিবসের মধ্যেই পৌঁছিব, —এই তিন দিন সতর্কতার সহিত দ্বীপ রক্ষা করিবে, দেখ যেন মহারাষ্ট্রীয়কুলে কলঙ্ক না হয়; —আর সময় নাই, ক্ষুদ্রতরী আরোহণ কর, দ্বীপের রক্ষা কার্য্যে আশু যত্নবান্ হও।" শৈলেশ্বর মস্তকাবনত করিয়া—"যথা অনুমতি" বাক্যে বিদায় হইলেন।

রণজয় নিকটস্থ পারিষদবর্গকে আপনার রণপরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন. অনুজ্ঞামাত্র সম্মুখে উপস্থিত। যুদ্ধ বেশে আবৃত হইলেন এবং সগম্ভীরে বলিলেন "সব প্রস্তুত?" "আজ্ঞাধীন দাস সকলই প্রস্তুত করিয়াছে"—এই কথা সমর সিংহ বলিলে রণজয় তরী চালাইতে আদেশ করিলেন। শেষ বিদায়সূচক ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রধ্বনি হইল। রণজয় এই সময় একবারে অধৈর্য্য হইবার মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন; বহু কষ্টে ক্ষণকালেই আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া সমর সিংহকে আহ্বান করিলেন। সমর সিংহ মস্তকাবনত করিয়া নিকটে উপস্থিত; রণজয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ

করিতে লাগিলেন। এদিকে অনুকূল বায়ু সেই অর্ণবপোতকে দ্রুতগামী করিল। সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গমালা বিদারিত করিয়া রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমর-তরী পৌঁছিল। রণজয়ের শত্রু আমেদশাহ আরব্য-সাগর—তটস্থ কন্‌কন্ নগরে বাস করিতেছিলেন, রণজয় নিশ্চয় জানিতেন, তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যায় অধিক, কিন্তু সমরদক্ষতা সাহসপ্রভৃতি তাঁহার সৈন্য বহুগুণে অলঙ্কৃত,-তাহাতে তিনি অসমসাহসী, তাঁহার কিছুমাত্র ভয় লক্ষিত হইল না। প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে একত্র সমবেত করিয়া যুদ্ধের উপদেশ দিতে লাগিলেন: সকলে তাঁহার পরামর্শে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তিনি একটি গুপ্ত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তর পুনরায় একবার প্রণয়িনীর নিকট যাইবার জন্য ব্যাগ্র হইল,- স্বীয় নির্দ্দয়তার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই -যুদ্ধে প্রণয়!--এই পরস্পর অসঙ্গতভাব অন্তরে উদিত হইলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন--"প্রণয়িনি! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলে, সেই নিষ্ঠুর আজ তোমায় পরিত্যাগ করিল। যদি কখন রণজয়ী হই, তবেই তোমাকে আবার অন্তরে আনিব, এখন প্রেমময় নিষ্ঠুরাশ্রয়কুসুমমালা-বিসর্জ্জন!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চপলা হৃদয় তুমি কার?

"——————সৈব——————
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয় শোভা,
ইষ্ট প্রবাসজনিতান্যবলা জনেন
দুঃখানি নূন মতিমাত্র সুদুঃসহানি।"

আমাদের কুসুমকোমলা কুসুমিকা কোথায়?—তিনি কি জীবিতা আছেন? পাঠক মহাশয়! তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি আপনার নির্দ্দয়তার কার্য্য হয় নাই? আপনার সমক্ষে এক জন রমণী মৃত্যুপ্রায়া, আপনি অনায়াসে রাখিয়া আসিলেন!—একি আপনার কাপুরুষতা নহে?—হাঁ; আমাদিগকেও আপনার সহচর বলিতেছেন? কিন্তু আমাদিগেরই বা দোষ কি, আপনারই বা দোষ কি? যাঁহার কুসুমমালা তিনি যদি নির্দ্দয়তা করিলেন আমরা আর কি বলিয়া প্রবোধ দিব? এখন চলুন একবার দেখিয়া আসি, সরলা অবলা পতিপ্রাণা কুসুমিকা কিরূপ আছেন!—বীরপত্নী ধৈর্য্যাবরণে মনের ভাব আবরণ করিতে পারিয়াছেন কি না! একে? এই কুসুমিকা? এক দিবসে এ অবস্থা ঘটিয়াছে!—নির্ম্মল প্রেমে কি না হয়? আহা, আলুলায়িত কুন্তল! মুখ সূর্য্যকর-তপ্ত ছিন্ন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়। চক্ষু অনবরত জলধারায় উদ্ভাসিত,—আরক্ত—বিস্ফারিত! পক্ষ্ম নিম্নে কৃষ্ণ-রেখা! হস্তোপরি গণ্ড সংস্থাপিত! এই এক দিনে বোধ হয় কুসুমিকার বয়স প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণত হইয়াছে! দুই জন মধ্য বয়স্কা রমণী ও এক জন নবীনা কুসুমিকার নিকট উপবেশন করিয়া রহিয়াছে,—ইহারা বোধ হয় পরিচারিকা হইবে!

প্রথমা দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"জয়াবতি, আমরা আর কি বলব! সমস্ত দিন রাত গেল, মুখে একটু জলও দিলেন না! এতে আর কি শরীর বয়? তা ভাই এতো কি ভাল? কত লোকের স্বামী যে চিরকাল বিদেশে থাকে, বৎসরান্তে একবার আসে তো ঢের! তারাও কি এই রকম করে?" দ্বিতীয়া তদুত্তরে বলিলেন, "দিদি, দেখে শুনে অবাক্ হয়েছি, আমিতো ভাই বাপের পুরুষেও কখন এমন শুনিনি!"

কুসুমিকা বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"তোমরা এখনও যাও।" তাহারা বলিল—"বলি উঠবেন না, খাবেনও না?"—"এখনও বিলম্ব আছে," এই উত্তর শুনিয়া পুনরায় সবিনয় স্বরে বলিল, "এমনি করে কি শরীরটা নষ্ট কর্ব্বেন! আর কি বেলা আছে?—কালথেকেতো মুখে জল দিলেন না!"—"এখন তোমরা যাও।" পুনরায় সেই বিরক্ত স্বর। কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারা চলিয়া যায়, কুসুমিকা তৃতীয়াটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"চপলা, তুমি বস!"

পাঠক মহাশয়, মনে রাখিবেন, তৃতীয়াটির নাম চপলা। চপলার সহিত আপনাদিগের অনেকবার সাক্ষাত হইবার সম্ভব,—রণজয় ইহারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। চপলা এক জন মহারাষ্ট্রীয় প্রধান লোকের কন্যা, বাল্য কালে তাঁহার পিতা মাতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় রণজয় পালন করেন, কুসুমিকা তাঁহাকে সোদরা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন, চপলাও নিরন্তর কুসুমিকার নিকট থাকিত। চপলা অতি সুরসিকা! তাঁহার স্বভাব নিরন্তর কৌতুক প্রিয়! যদি এই দুঃখের সময়ে চপলার সহিত সাক্ষাত না হইত, তবে চপলার কথা শুনিয়া কত সন্তুষ্ট হইতেন। আমাদের কপাল, সুসময়ে সাক্ষাৎ করাইতে পারিলাম না, আপনাদেরও কপাল! চপলা অতি চঞ্চলা, যদি চপলার রূপ শুনিতে চাহেন,—শুনুন। চপলার মূর্ত্তি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন, তবে ইহা মনে করিলেই যথেষ্ট হইবে, চপলা আপনার স্ত্রীর ন্যায়সুন্দরী!—কিন্তু সে কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ আপনার স্ত্রী যদি কুৎসিতা হয়েন, আমাদের চপলা তো সে রূপ নহেন, কেন না কুৎসিতা স্ত্রী যেমন আপনার নয়নানন্দদায়িনী, তেমতি অন্যের ঘৃণা

ভাগিনী, আর আমাদের চপলা আমাদের বিশ্বাসে সকলেরই মনোহারিণী! একবার আমাদের সঙ্গে আসুন চপলার রূপ খানি দেখাই।

চপলা সুন্দরী!—পরমাসুন্দরী নয়, কোমল—কমল-নিভ-বর্ণ নয়, তদপেক্ষা কিছু মলিন, সচরাচর যাহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে! কিন্তু বর্ণ স্নেহ মাখান! গঠন সুকোমল, এক-হারার অপেক্ষা কিছু স্থূল, সকল অস্থিই মাংসাচ্ছাদিত, মুখ-খানি সতত হাঁসি হাঁসি। অধোরৌষ্ঠ পাতলা, রক্তবর্ণ—স্বভাবতই যেন রক্তবর্ণে রঞ্জিত: কপোলটি পূরন্ত, কিন্তু "টেবোগালি" নয়! চক্ষুদুটি সচঞ্চল—সুদীর্ঘ! দৃষ্টি কামরসোদ্দীপক ও সতৃষ্ণ, চক্ষুর মধ্যস্থ শিরা সমূহ আরক্ত! জ্ঞ যেন চিত্রকর, পল্লব দুখানি সূক্ষ্ম পক্ষ্মরাজি সমবিন্যস্ত—সতত অস্থির! নাসিকা মুখের মানান সই—ক্রমোন্নত—টিকল, অথচ বোধ হয় অস্থি-শূন্য, মাঝখানে একটি নলক!—দেল্‌ছে,—দুল্‌ছে, মুখের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত কর্চ্চে।—কপোল ক্ষুদ্রায়তন! দীর্ঘকেশ পদ গুল্‌ফ-স্পর্শী, ঘনকৃষ্ণবর্ণ! কর্ণ ক্ষুদ্র,-অবতংশ ভরে ঈষৎ-নমিত! গ্রীবা সুগোল—ক্রমশঃ স্থূল! স্তন দুটি যে "মনি-মেন্টের" মত উচ্চ, তা নয়!—এখনও সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয় নাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইলে বোধ হয় নাসিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে,—ক্রমোন্নত, সুকঠিন,—এই খানেই বিধাতা আর কোমলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তন্নিম্নে তিনটি রেখা; কটিদেশ অতি ক্ষীণ, তা বলে যে বোল্‌তার ন্যায়, তা নয়! নিতম্ব কুলাঙ্গিনীর ন্যায়, বোধ হয়, বিধাতা গঠিবার সময় যা মৃত্তিকা শেষ ছিল সকল গুলিই নিতম্বে রেখেছেন! অঙ্গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—হস্ত পদ প্রকৃত সুন্দরীর ন্যায় বলিলেই বর্ণন শেষ হয়! প্রিয় পাঠক, দেখুন দেখি,

এ মূর্ত্তিখানি মনোমত হয় কি না! বর্ণ কোমল-কমল-নিভ নয় বলিয়া যদি মনোমত না হয়, তবে আমরা নাচার, কিন্তু যদি আপনি ভাবুক হন,—একবার হৃদয়ে কল্পনার সহযোগে এই মূর্ত্তিখানি চিত্র করুন: দেখুন, আপনার চিত্রপট হইতে অন্তর হয়—কি—না।

চপলা কুসুমিকার নিকট উপবেশন করিলেন। কুসুমিকা চপলাকে সম্বোধন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিলেন, "চপলে, আমি অনেক কাল হতে কষ্ট পাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার মন এরূপ কখন হয় নাই!" চপলা বলিলেন, "দিদি, স্ত্রীলোকের অত্যে অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়, তাতে তিনি তো বোলে গিয়েছেন, এবার তিন দিনের মধ্যেই আসবেন।" "হাঁ বটে, কিন্তু আমার মন, নিয়তই অমঙ্গলাশঙ্কা কচ্ছে" কুসুমিকার মুখে এই কথা শুনে চপলা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"দিদি, লোকের স্বভাবই এই নিরন্তর আত্মীয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করে! দিদি, বেলা যায়, এখনও আপনি আহার করিলেন না, এতে শরীর থাকবে কেন?" কুসুমিকা তদুত্তরে কহিলেন,—"চপলে, আর আমার এ শরীরে কাজ কি? যদি চিরকালই এরূপ বিরহ যাতনা সহ্য কর্ত্তে হল, যদি তিনি একদিনও আমাকে ভালবাসা দেখাতে না পাল্লেন, তবে আর বেঁচে সুখ কি? চপলে,—বলতে কি, আমি তোমায় ভগ্নী ও প্রাণতুল্য সখীর ন্যায় জ্ঞান করি, তোমার কাছে বৈ অন্য কারও কাছে মনের কথা বলিনে;—এই দেখ আমার জীবনের শেষ উপস্থিত!" চপলা করুণস্বরে বলিলেন, "—ছি, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? আমি এক বার শৈলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে আসি, তাঁকে কি বলে গিয়েছেন"। কুসুমিকা বলিলেন

"তাই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে শীঘ্র এস।" চপলা "তবে যাই" বলে চলে গেলেন।

কুসুমিকা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে একবার শয্যায় শয়ন করিলেন, পুনরায় উঠে একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া একটি পাত উল্টাইলেন, এখানে কাদম্বরী, অজস্র চক্ষুধারায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সেই অশ্রুবারি পুস্তকের পত্র আর্দ্র করিল। তিনি পুস্তকখানি রাখিয়া,—"কাদম্বরি,—তোমারই প্রণয়!" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শোক-গাম্ভীর্য্য-বাস্প-রোধি কণ্ঠে বলিলেন,—"যে তোমায় কিছু মাত্র স্নেহ কল্লে না, যে তোমার দুঃখের কারণ, তারই জন্য এত! হৃদয়—তুমি কার?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তুমি কার?—তবে আসি।

"ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহ-নির্ণয়োজাতঃ,
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নং।"

কুসুমিকার প্রাসাদ হইতে শৈলেশ্বরের আবাস বাটী অধিক দূর নয়, এক বাটী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু উভয় বাটী পরস্পর বিভাগীকৃত। অদ্য যে বাটীতে শৈলেশ্বর আছেন সেটি তাঁহার নিজ বাটী নয়,—রণজয়ের আরামগৃহ। আজ শৈলেশ্বরই তাহার অধিকারী। গৃহটির চতুষ্পার্শ্বে সুদৃশ্য সুগন্ধি কুসুমবৃক্ষ বিরাজিত, মধ্যে মধ্যে দেবদারু বৃক্ষ, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, এক এক স্থানে এক একটি বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি! গৃহ মধ্যস্থ একটি প্রশস্ত কুটীরের পর আর একটি কুটীর,

যে কুটীরটি নানা সজ্জায় সুসজ্জিত, তন্মধ্যে একখানি রৌপ্যময় সুচারু কারু কার্য্য খচিত বিচিত্র শয্যাব্যাপ্ত পর্য্যঙ্কে শৈলেশ্বর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন—শয়নই বা কেমন করিয়া বলি ?—অর্দ্ধেক শয়ন, অর্দ্ধেক উপবেশন। সম্মুখে একখানি সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য পাত্রে তাম্বুল রহিয়াছে। শৈলেশ্বরের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ বীরতা-ব্যঞ্জক : বর্ণ কৃষ্ণ বলিলেও বলা যায়, কিন্তু আবলুষ কৃষ্ণ নয়—সচরাচর যাহাকে শ্যামবর্ণ বলে এ সেই বর্ণ : কপাল উজ্জ্বল ও প্রশস্ত, তাহাতে বিভূতি ত্রিপুণ্ড্র, মধ্যে চন্দন টিপ ; নয়ন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু সুদীর্ঘ নয়, আকর্ণ হইলে আরো চারি আঙ্গুল দীর্ঘ হইত ; নাসিকা সম্পূর্ণ টিকল নয়, কিন্তু মুখের মানান সই ; শ্মশ্রু ও গুল্ফ উভয়ই সুদৃশ্য ; কর্ণ নিরন্তর বীরবালা-ভরে ঈষৎ নমিত। গলদেশ রুদ্রাক্ষ মালায় অতি সুন্দর দৃশ্য, তাহার নিম্নদেশে শঙ্খাভ কণ্ঠা ; গঠন দোহারা, কিন্তু বীরপুরুষোচিত হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় অতি কোমল, বাস্তবিক স্থানে স্থানে প্রস্তর-বৎ কঠিন ; উদর বড় নয় ; বক্ষস্থল প্রশস্ত, কোন মহাকবি আপনার গ্রন্থের নায়ককে যে 'কপাট বক্ষ' বলিয়াছেন, সে শব্দ এখানেও সঙ্গত, বক্ষস্থলে অল্প লোম ; বাহুপদ প্রভৃতি দৃষ্টে বোধ হয়, ইঁনি এক জন প্রসিদ্ধ বীর। শয্যা পার্শ্বে সুদীর্ঘ রত্নখচিত কোষাচ্ছাদিত অসি। তিনি তাম্বুল চর্ব্বন করিতে-ছিলেন, আর অন্যমনস্ক হইয়া মধ্যে মধ্যে কি ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দ্বারে চপলা ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়া।" শৈলেশ্বর বলিলেন, "ত্বরায় লইয়া আইস!" তৎক্ষণাৎ দাসী প্রস্থান করিল। শৈলেশ্বরের মুখে পূর্ব্বে যে চিন্তার চিহ্ন ছিল, এক্ষণে আর এক ভাব—হর্ষ, সন্দেহ বিমিশ্রিত অদ্ভুত ভাব। কি ভাব, তাহা এক্ষণে জানিবার

আবশ্যক নাই, অনুমানে বা হয়। ক্ষণবিলম্বে দাসী সঙ্গে চপলা প্রবেশ করিলে শৈলেশ্বর উঠিয়া বসিলেন, এবং সাহ্লাদে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "চপলে! অসময়ে যে?" চপলা একটু মুখ মুচকে হেঁসে বলিলেন, "ভাল আহ্বান শিখেছেন, একটা মানুষ এলে বসতেও বলতে হয়।" শৈলেশ্বরও একটু হেঁসে বলিলেন, "রূপসী, ঐ আসন খানি দেও।" "আর আপনার লৌকিকতায় কাজ নাই, যথেষ্ট হয়েছে, পরমাপ্যায়ীত হলাম,"—বলিয়া চপলা খট্টার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শৈলেশ্বর, "তবে চপলে এখন কেন?" চপলা, "কেন,—আস্‌তে নাই?" শৈলেশ্বর, "তুমি আস্‌বেনা তো আস্‌বে কে? তবে চপলে বলি আছ কেমন? এখন তোমার সাক্ষাৎ দুর্লভ!" চপলা, "মন্দ থাক্‌ব কেন, কি হয়েছে? সুখ দুঃখ আপনার হস্তায়ত্ত্ব!" শৈলেশ্বর কহিলেন, "কে বল্লে চপলে সুখ দুঃখ হস্ত্যায়ত্ত্ব? তাহলে আমার মন সুস্থ নয় কেন?" চপলা, "তুমি নির্ব্বোধ" বলিয়া নিকটস্থা রূপসীর দিকে চাহিলেন। দুই বার রূপসীর নাম হইল, পাঠক মহাশয়, বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন দাসীর নাম রূপসী; রূপসীর চেহারা খানি কি দেখিবেন? রূপসীর নাম বিরাজিনী, কিন্তু তাহাকে যে ভাবেই হউক সকলে রূপসী বলিয়া ডাকে। এই বার আমাদের অন্তর কাঁপিতেছে, যাহার নাম রূপসী তাহার রূপ বর্ণন সহজ ব্যাপার নয়; কিন্তু পাঠক মনোরঞ্জন করিতে আমাদের সাধ্য মত চেষ্টা, সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখি সেই রূপ খানি আপনাদিগের নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিতে পারি কি না।

পূর্ব্ব কবিদিগের প্রদর্শিত পথই আমাদের অবলম্বনীয়, তাঁহাদের উপমার দ্রব্যই আমাদের উপমা!—এ বলিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, কতক কতক স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করি। রূপসীর মুখ খানি পদ্মের ন্যায়, অন্য কবিরা যেমন একদেশ গ্রহণ করেন আমাদেরও সেই এক দেশ,---পদ্মের বীজকোষ আমাদের একদেশ, বালিকা কালে রূপসীর মুখ মা শীতলার কৃপায় ঠিক পদ্ম বীজকোষের অনুকরণ হইয়াছে, বোধ হয়, তাহাতেই শৈলেশ্বর মধ্যে মধ্যে অরবিন্দনিভাননা বলেন। চন্দ্রের সহিত একদেশেও তো রমণীর মুখের সহিত উপমা হইয়া থাকে, আমাদের কি সে উপমা হবে না? কেন, চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আমাদের রূপসীর মুখে তেমনি মেছেতা! নাকটি বাঁশীর মত, কিন্তু সামান্য বাঁশী নয়, বাঁশের যে এক রকম মুখে বাজাবার বাঁশি আছে, ঠিক তাহার মুখের মত! তাতেও আবার কারিকুরি,---মা শীতলার কৃপা! চক্ষু দুটি আকর্ণেতে। অনেক কবিই বলেছেন, রূপসীর চক্ষুদুটি আনাক, এটি নূতন, সব পুরাতনও ভাল নয়, নাভীর গভীরতা এই খানেই রক্ষা হয়েছে; কর্ণ---গৃধিনীগঞ্জিত, তাহার কর্ণের মত না হউক, তাহার ডানার মত, এও একদেশ,—তত বড় না হক, তাহার প্রতিরূপ; ঠোঁট দুখানি তেলাকুচার ন্যায়, কিন্তু কাঁচা তেলাকুচা, বরং তদপেক্ষা নীলবর্ণ, তেমনি আয়তন; দাঁতগুলি মুক্তার মত, কিন্তু সামান্য মুক্তা নয়, বিধাতা আপনার গলার জন্য এক ভরির উপর এক একটি মুক্তা গড়েছিলেন, শেষে ছিদ্র কর্ব্বার সময় ভেঙ্গে যাওয়ায় রূপসীর বদনে রদনের কার্য্য করেছেন: কেমন বসাবার তারিপ, কোনটি সম্মুখে ঝোলান, কোনটি হেলান, আহামরি তারই বা কি শোভা, "খোলার ভিতরে যেন খৈয়ের আকার!" বিলক্ষণ ক্ষীণাঙ্গী, সকল অস্থিই দেখা যায়; হস্ত পদ লতার ন্যায়,—তা আর বলিতে হবে কেন, যে ক্ষীণাঙ্গী; স্ত্রীলোকের নিতম্ব বড়

হইলেই সুন্দরী হয়, কিন্তু রূপসীর সেইটি হয়নি, বোধ হয়, বিধাতা রূপসীকে গঠিবার জন্য যে মৃত্তিকা করিয়াছিলেন, তার মধ্যে নিতম্বের মৃত্তিকা গুলি উদরের রাখা হইয়াছিল, শেষে জমাট বেঁধে যাওয়ায়, নিতম্বের মাটী উদরেই রয়েছে; বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, কিন্তু বিধাতার কারু কার্য্য করিতে হইবে, খাঁটি সোণায় তো ভালহয় না, তাই খাদি সোণা দিয়াছিলেন, শেষে অগ্নি সন্তাপে যে রূপ হইল, আবার রসান করিলে যদি মোহিত হন, তাই আর রসান করা হয়নি। কেমন পাঠক, রূপসীর মোহিনীছবি আপনার মন হরণ করিতে পেরেছে? তবু আপনি রূপসীর প্রকৃত ছবি দেখিতে পেলেন না, আপনার কপাল!

শৈলেশ্বর রূপসীকে সম্বোধন করে বলিলেন, "রূপসী, চপলা এলেন বসিতে বল্লেনা।" রূপসী, "উঁহাদেরই ঘরকন্না, ঠাকরুণ, আসনখানা দেক?" চপলা বলিলেন, "না রূপসী, তোমার আর যত্ন কর্‌তে হবে না, তোমার কর্ত্তার কথাতেই যথেষ্ট হয়েছে!" শৈলেশ্বর এই কথায় একটু হাঁসিয়া চপলার মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া সস্নেহ ও সানুনয় স্বরে বলিলেন, "তোমার আহ্বান কি চপলে? তুমি কি আমার অন্তর হতে অন্য স্থানে আছ? আমার হৃদয়পটে তোমার মোহিনী ছবি কি অঙ্কিত নয়?" চপলা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া একটু হাঁসিয়া শৈলেশ্বরের মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পুর্ব্বক রূপসীর দিকে কটাক্ষ করিলেন; এ কটাক্ষের ভাব কি? যিনি রসিক, তিনিই বুঝিয়াছেন। এই ভাব, রূপসী যে এখানে! চতুর শৈলেশ্বর চপলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রূপসীকে কহিলেন, "রূপসী, গোটা কতক পান সেজে আন দেখি!" "যাই" বলিয়া রূপসী চলে গেল। চপলা মনে করিলেন "পান তো যথেষ্ট রয়েছে, আমি একাকিনী পুরুষ সন্নিধানে, আর আমার থাকা

অনুচিত।” শৈলেশ্বর সচকিতে বলিলেন, “তোমার মনের ভাব আমি এত দিনে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, যাহা হউক চপলে অসময়ে যে?” চপলা তদুত্তরে কহিলেন, “আমাদের অধীশ্বর ভাল লোকের হাতে সকল ভার অর্পণ করে গিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী দিবা রাত্রি রোদন করিতেছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ, আপনি আমোদে মত্ত?” “কেন তিনি কি এখনও আহার করেন নি! চপলে!—এরই নাম প্রণয়!” বলিয়া শৈলেশ্বর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় বলিলেন, “তাঁকে বলগে আমাদের মহারাষ্ট্র কুলগৌরব আগামী কল্যই আসিবেন, তিনি যেন বৃথা চিন্তা না করেন।” চপলা বলিলেন, “তবে আসি!” “কেন?—এখনি যাবে কেন?” শৈলেশ্বর এই কথা সচকিতে বলিয়া চপলার মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। “কেন?—এই যে আপনি বলিলেন,—তাঁকে বলগে! বিশেষ প্রভুর সহধর্ম্মিণী উপোষিতা, আমার এখানে থাকা ভাল হয় না।” “চপলে, বলিতে কি, তোমার অদর্শন আমার পক্ষে যত দূর কষ্টকর তেমন ইহজগতে আর কিছুই নয়। শৈলেশ্বরের এই কয়েকটি কথা শুনে চপলার মুখে আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হইল। তিনি সেই আনন্দ স্বরে “তবে কি আমায় ভালবাস?” এই প্রশ্নটী করিয়া শৈলেশ্বরের মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। শৈলেশ্বরের মুখেও অতুল আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ হইল; তিনি চপলার নিকট সরিয়া আসিয়া বলিলেন। “চপলে এত দিনে বুঝিলাম, বিধাতা আমার অনুকূল, আমি যদি ভালবাসি, তবে তুমি কি আমায় ভালবাস?” পাঠক মহাশয়! দেখুন, চপলার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, শৈলেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, উভয়ের নয়ন উভয়ের মুখোপরি সংস্থাপিত, উভয়ের চক্ষু

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আহারোদ্যোগ—আমি কি আমার?

"বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যহায় ধীরতাং।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিণাং॥"

চপলা শৈলেশ্বরের নিকট হইতে কুসুমিকার গৃহ দ্বারে উপস্থিতা হইয়া দেখেন কুসুমিকার বামকরে গণ্ড সংস্থাপিত, নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত ও বিস্ফারিত, মন যেন ধ্যানধারণা করিয়া রহিয়াছে। কোন কবি বলিয়াছেন,—"বিয়োগিনীর লক্ষণ যোগিনীর মত," কিন্তু আমাদিগের কুসুমিকার সে সকল থাকিতেও নয়ন নাসিকোপরি সংস্থাপিত নয়; ঐ দেখুন দৃষ্টি উর্দ্ধ দিকে! চপলা কুসুমিকার নিকট গেলেন, কিন্তু কুসুমিকা তাহা জানিতে পারিলেন না! এ আশ্চর্য্য ভাব! চক্ষু মুদ্রিত নয় অথচ দৃষ্টি হীন! চপলা বলিলেন,—"দিদি শৈলেশ্বর"—চপলার রসনা আজ শৈলেশ্বরের নাম করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইল।—"শৈলেশ্বর বলিলেন—আগামী কল্যই আসিবেন, আপনি অত ভাবিতেছেন কেন? আপনি আহার করেননি শুনে তিনি আমাকে কত বল্লেন!" কুসুমিকা চপলার সকল কথা শুনিতে পাইলেন না, সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন,—"চপলে, কি বলিতেছ?" চপলা—"আপনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছেন? শৈলেশ্বর বলিলেন তিনি আগামী কল্যই আসিবেন!" কুসুমিকা—"কে আসিবেন চপলে? চপলা—"আমাদের রাজপুত্র কুল গৌরব, এই দ্বীপের বা পৃথিবীর অধীশ্বর, যিনি আপনার এই দশা করিবার কর্ত্তা!" কুসুমিকা চপলার মুখে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কোন কথা বলি-লেন না! চপলা পুনরায় বলিলেন,—"তবে এখন উঠুন

এখনও তো মুখে জল দেন নাই, এই খানেই কি আহার কর্ব্বেন?" কুসুমিকা বলিলেন,—"এখনও বিলম্ব আছে, আচ্ছা শৈলেশ্বর কি বলিলেন, তিনি আগামী কল্যই আসিবেন!" "হাঁ, তিনি বলিলেন। আর আপনি এখনও আহার করেন নি শুনে আমাকে কত অনুরোধ কল্লেন!" চপলার এই কথা শুনিয়া কুসুমিকা বলিলেন,—"তবে বুঝি আমি আহার করিনি শুনেই একথা বলে থাকবেন?" চপলা বলিলেন না, তিনি নিশ্চয় বল্লেন, আগামী কল্যই আসিবেন, এখন আহার করুন!" কুসুমিকা বলিলেন,—"তবে কল্যই আহার করিব!" "এও কি কথা? না খেয়ে শরীরটা নষ্ট করিবেন কেন? এ রকম শুনিলে লোকে কি মনে করিবে! তিনিই বা আমাদের আসিয়া কি বল্বেন?" "তবে আন"—কুসুমিকার এই কথা শুনিয়া চপলা চলিয়া গেলেন। কুসুমিকা পুনরায় বামকরে গণ্ড সংস্থাপন করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে পুনরায় জলধারা পতিত হইতে লাগিল, কপোলবাহি জলধারা উরস কুচদ্বয় সিক্ত করিয়া ক্রমশঃ আসন স্পর্শ করিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল! নিশ্বাসরুদ্ধ—ক্ষণ বিলম্বে দীর্ঘ শ্বাস। "কাল কি আসিবেন! এবারেই বা কি হবে! তিনিতো এই সে দিন এসে-ছিলেন; আবার কোথায় যাবেন! না, আমি এবার যাইতে দিব না, তা কোন বারেই বা যাইতে দিয়ে থাকি? না, এবারেতো বলেছেন আর এখন কোন খানে যাইবেন না, অনেকবারইতো ওকথা বলিয়া থাকেন! প্রণয়িণীর অনুরোধ—দাসীর অনুরোধ রাখিবেন না! মহারাষ্ট্রীয়দের নিকট যুদ্ধের অনুরোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; যাহা হউক এবার তিনি আসিয়া যদি কোন স্থানে যাইতে চাহেন, তবে আমি তাঁহার সম্মুখেই এই চিরদগ্ধ জীবন বিসর্জ্জন দিব! তিনি কি কাল আসিবেন?

হৃদয়, একথা তোমার একবারও বিশ্বাস হইতেছে না! কুসুমিকা সবিচ্ছেদে অস্ফুটস্বরে সুদীর্ঘ-নিশ্বাসে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলেন। চপলা খাদ্যদ্রব্য হস্তে তিন জন রমণী সহ পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা রাখিয়া যাও!" তাহারা গৃহের একপার্শ্বে খাদ্যপূর্ণ পাত্রগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। চপলা কুসুমিকাকে বলিলেন,—"দিদি, মুখে জল দিন!" কুসুমিকার তখন হৃদয় অস্থির, তিনি বিস্ফারিত নয়নে চপলার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কি বলিতেছ!" "আপনি অতো অধৈর্য্য হইলেন কেন?" "আপনার কি সকলই পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আপনি যে আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, আপনি বৈ আমার আর কে আছে? আপনি যদি নিরন্তর এই ভাবে থাকেন, তবে আর আমার জীবনে সুখ কি! আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য!" চপলার এই কয়েটি কথা বলিতে বলিতে চক্ষুতে অশ্রুচিহ্ন প্রকাশ হইল। কুসুমিকা চপলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"চপলে আমি কি আমার!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা—শিব-শম্ভু।

"শম্ভো মহেশ করুণাময় শূল-পাণে,
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশ-নাশিন্,
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকঃ,
ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি!"

চপলা যখন আছেন কুসুমিকার আহার করিতেই হইবে; এখন আর এখানে থাকা উচিত নয়, একবার রণজয়ের যুদ্ধ তরী দেখিয়া আসা যা'ক, লেখকের লেখনী চঞ্চলা—স্বভাবতই

চঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকিতে চাহে না; এখন একেবারে রণজয়ের নিকট যাইতে সমুদ্যত, কিন্তু বোধ হয় অনেকেরই মন চপলার অভিনয় স্থান হইতে যাইতে অনিচ্ছুক। রমণীর অভিনয় স্থান হইতে কোন ব্যক্তি বীর-পুরুষের ভয়ানক অভিনয় দেখিতে বাঞ্ছা করে? বিশেষতঃ আমরাতো বঙ্গবাসী! এই তো সেই সমুদ্র তরী! এই তো সমরসিংহ নম্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন!—এ কে? রণজয়. এ বেশ কেন? মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুরোহিতের ন্যায়, শ্মশ্রু ও গুম্ফে বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত! এই কি সমর বেশ? হইবে—সৈনিক পুরুষের ছলনা বোঝা অতি কঠিন। এখন প্রদোষ! সূর্য্যদেব সমস্ত দিন প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখ আরক্ত; দৃষ্টি তীর; শীঘ্র গমনে বিশ্রাম স্থানাভিমুখে চলিলেন! পক্ষীগণ সূর্য্যদেবকে বিদায় লইতে দেখিয়া তাঁহার কার্য্যপালনের অভিনন্দন স্বরূপ উচ্চৈস্বরে সাধুবাদ আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকস্থ কুসুম হইতে পুষ্পগন্ধ হরণ করিয়া বায়ুদেব সেই স্থান আমোদিত করিয়া তুলিলেন। সকলের অবস্থা সমান হয় না, কেবলমালি সমুদ্র সূর্য্য করে তপ্ত হইয়া বাহিরে কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন, এক্ষণে লোহিত কটাক্ষে সূর্য্যদেবকে তিরস্কার করিতেছেন! সেই সময়ে কাল সুলভ গগনমণ্ডল ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইল! বিদ্যুৎপাত, বায়ু সঞ্চালন বন্ধ হইল! রণজয়ের আদেশে সমুদ্র পোতের চতুর্দ্দিকে নঙ্গর গুলি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল! বায়ুর প্রবলতা! মেঘের গর্জ্জন! ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত;—ক্রমশঃ ঝড় উঠিল। সমুদ্র তরঙ্গ বৃদ্ধি! বৃষ্টি!—পোত খানি হেলিতে দুলিতে ও সমস্ত গুণকাষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল; সকলে ব্যস্ততা পূর্ব্বক পোতের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেচনী যন্ত্র দ্বারা জল সেচন হইতে লাগিল। অনে-

ক্ষাকৃত বায়ুর বেগশান্তি, বৃষ্টি বৃদ্ধি হইল! সমরসিংহ বলিলেন,—"আর ভয় নাই! ত্বরায় এ উপদ্রবের শান্তি হইবে!" ক্রমশঃ গগণমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল!—ঝড় ও বৃষ্টির শান্তি!

কৃত্রিম বেশ বিভূষিত রণজয় যুদ্ধ বেশ বিভূষিত সমস্ত সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন.—"আজ তোমাদের গুণ গৌরব বৃদ্ধি হইবে!—তোমরা সকলে বীরবর! সমরসিংহের আদেশ মত কার্য্য করিবে! দেখ, যেন তাহার অন্যথা হয় না!" সকল সেনাপতিরা মস্তকাবনত করিয়া সাহ্লাদে,—"যথা অনুমতি"—বাক্য উচ্চারণ করিলেন। রণজয় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন।—এখনো কি তাঁর স্মৃতিপথে কঠিন হৃদয়ে প্রনয়িণীর মোহিনী ছবি অঙ্কিত আছে? না, তিনি যে কুসুমমালা বিসর্জ্জন দিয়াছেন! তবে রণজয়ের মুখ ওরূপ কেন? ইষ্ট দেবতা স্মরণে কি নয়ন সজল হইয়া উঠিল? না, প্রস্তরে যখন যা অঙ্কিত হয়, তাহা বহু যত্নেও যায় না! রণজয়ের হৃদয় প্রস্তরে যাহা খোদিত, তাহা হঠাৎ যাইবার নহে। রণজয় অল্প হাসিলেন,এ হাসির অর্থ কি? "মন এখনো ভুলিতে পার নাই?" পুনরায় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন, পারিষদবর্গ অনুচ্চ শব্দে জয়োচ্চারণ করিল! সম্মুখস্থ পুরোহিত নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রণজয়,—"পশুপতি," মহারাষ্ট্রীয় কুলের গৌরব বৃদ্ধি করুন ও তোমার সেবকেরা নিষ্কণ্টক হউক"—বলিয়া সকলের মুখেরদিকে চাহিলেন! দেখিলেন, সকলের মুখেই সাহঙ্কার সাহসের চিহ্ন বর্ত্তমান! তাঁহার সাহসের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল! ভাবিলেন আশা-লতা অঙ্কুরিতা। পার্শ্বদেশেই সমরসিংহ উপস্থিত! তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"সমর, সতর্ক থাকিও!" সমরসিংহ

মস্তকাবনত করিলেন। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তখনও চন্দ্রমা কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাঁহার ছবি পশ্চিমাংশে অধিক হেলে নাই! এই সময় একখানি ক্ষুদ্রতরী রণজয়ের অর্ণবযানের নিকটস্থ হইতে লাগিল। রণজয় সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মহম্মদীয় পরিচ্ছদাবৃত এক জন আসিতেছে। সেটি যে তাঁহাদিগের গূঢ় চর তাহা রণজয়ের সেই দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাইল!

তরী খানি রণজয়ের পোতের নিকটস্থ হইল। উপর হইতে রজ্জু নিক্ষেপিত ও উভয় তরী একত্রে বদ্ধও হইল। আগন্তুক রণজয়ের মুখের দিকে তাঁহার অনুমতির আশায় নক্ষত্রকে চাহিয়া রহিলেন। রণজয় বলিলেন, "অজয় কি দেখিলে?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"আজ্ঞা সকলেই আজ আহ্লাদে মত্ত, কনকন নগর নানা সজ্জায় বিভূষিত! সকলেই সহর্ষ চিত্তে আগামী কল্য যুদ্ধের জয় হইবে ভাবিয়া তাহার নিশ্চয়ত্বসূচক নানা গল্প করিতেছে! রণতরী সমূহ রক্ষকশূন্য বলিলেও হয়! কোন সৈনিকই বিশেষ সতর্ক নহে! আমোদ অদ্য প্রমত্ত প্রায়! সুরাপান, নর্ত্তকী নৃত্য প্রভৃতিতে সময়ক্ষেপণ করিতেছে! আমি এত ভ্রমণ করিলাম, কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না! মহারাজ, বলিতে কি ইহাদের মত অসাবধানী সৈনিক পুরুষ আমি কখন দেখি নাই! রণজয় বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়!" "ভবপতি মঙ্গল করুন" বলিয়া ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিলেন! সকলে অনুচ্চশব্দে "ব্যোম শিব" শব্দ উচ্চারণ করিল, পুরোহিত স্বস্তিবাচন পাঠ করিলেন।" রণজয় "শিব শম্ভু!" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রণয়ে কি না হয়?

অগ্নিকাণ্ড—ইহারা কি দস্যু?

"ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্,
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ সক্ষৌদ্রপটলৈরিব।"

পাঠক মহাশয়, চলুন একবার কনকন নগরটি দেখিয়া আসি। আমাদের নায়ক রণজয় যখন অর্ণবপোত হইতে চলিলেন, তখন আর এখানে থাকিয়া কি করিব! আর যখন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, যখন বীরপুরুষের অভিনয় দেখিতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শেষ দেখা চাই! একটু সাহস তো ভাল! চিরকালই তো স্ত্রীপুত্রের মায়ায় বদ্ধ থাকিলেন!

কনকন নগর আজ সুসজ্জিত! এতো শ্রী কেন? ঐ যে সমুদ্রতটে রক্তবর্ণ পতাকা-সুশোভিত সমুদ্র যান সকল রহিয়াছে, ও গুলি কি বাণিজ্য পোত? তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত কেন?—না, আমেদসাহা সমুদ্র যাত্রা করিবেন তাহারই সজ্জা! ঐ গুলি দেখিয়াই রণজয় বিপক্ষ সৈন্য সংখ্যা করিয়াছিলেন! যুদ্ধ সজ্জা!—সৈন্যগণ কোথায়? দেখুন, স্থানে স্থানে অবশ্যই আছে! আমেদ স্বধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণের বাক্যে আপনাদিগের জয় নিশ্চয় করিয়াই অদ্য সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ আমোদ করিতেছিলেন! ঐ দেখুন, প্রশস্ত শিবির! বহুসংখ্যক সৈন্য আমোদে মত্ত, এক জনও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত নাই! সকলে বাল্মীকি রামায়ণের কালনেমীর ন্যায় লঙ্কা ভাগ করিতেছে! কেহ সুন্দরী রমণী লাভ, কেহ অসংখ্য ধন লাভ, কেহ বন্দিশত্রুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবার কল্পনা করিতেছে! কোন কোন উদ্ধত সৈনিক অহ

ঙ্কারসূচক শব্দে—"অনেক দিন পর শোণিতাভাবে তরবারি অপরিষ্কৃত রহিয়াছে, এই এক পরিষ্কৃত করিবার উপায়!" —বলিয়া স্বীয় বীরত্বের উপন্যাস করিতেছে! যে সময়ের ঘটনা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে;—সে সময়ে কনকন দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত, আমেদসাহ নামে এক ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি কনকনে থাকিত, সেই সময়ে রণজয়ের সৈন্যেরা প্রায়ই কনকন লুট করিত, আমেদসাহ চতুর, তাহার যে সৈন্য ছিল তাহাদিগের দ্বারা রণজয়ের অধিকৃত সুবর্ণ দুর্গ আক্রমণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন,—সুবর্ণ দুর্গ সুরক্ষণে রক্ষিত,—দুর্গস্থ দুর্গ বেষ্টিত। সুতরাং তিনি কৌশল করিয়া দিল্লীর বাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—কনকন এক প্রকার সুবর্ণ দুর্গের দস্যুদিগেরই অধিকৃত হইয়া উঠিল, তাহাদিগকে শাসন না করিলে কনকন রক্ষা হয় না, আমার অধীনে সৈন্য সংখ্যা অল্প, সুতরাং রাজধানীর সৈন্য—সাহায্য প্রার্থনা, এখানকার সৈন্যসহ আমি প্রস্তুত রহিলাম তথাকার সৈন্য পৌঁছিলেই স্বয়ং সুবর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিব। দ্বিতীয় আলমগির তখন নাম মাত্র সম্রাট, গাজিউদ্দীনই কর্ত্তা, তিনি আমেদের পত্র পাঠে ভাবিলেন,—রাজ্যের যে অবস্থা এসময় আর সৈন্য পাঠান কর্ত্তব্য নহে, আমেদসাহের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসও ছিল না, সুতরাং প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"এ সময় এখান হইতে সৈন্য পাঠান সম্ভবেনা, তথায় যে সৈন্য আছে তদ্দ্বারা সুবর্ণ দুর্গ আক্রমণ না করিয়া কনকন রক্ষা করিতে যত্নবান থাক,—এখানকার সমরানল কিছু নির্ব্বাপিত হইলেই সৈন্য পাঠান হইবে।—" সেই পত্র যে দূত লইয়া আইসে, রণজয়ের দূতেরা তাহা কাড়িয়া লয়, এবং রণজয়কে দেয়;—আমেদ সাহা পত্রোত্তর

পাইতে বিলম্ব দেখিয়া ভাবিলেন, সৈন্য পাঠানই নবাবের মত হইয়াছে,—দুরাকাঙ্ক্ষ আমেদের মনে ছিল, সৈন্য আসিলেই সুবর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, এবং সেই উৎসাহ বর্দ্ধন জন্যই আজ সৈন্যদিগকে আমোদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

আমেদ কোথায়? ঐ তো একটি সুদৃশ্যহর্ম্ম! চলুন দেখি,— এই যে কয়েক জন রক্ষক স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে! এই স্থানেই বোধ হয় আমেদ আছেন! এই বাটীটি নানা আলোকে সুসজ্জিত, প্রথম কক্ষেই এক খালি বহুশিল্প-পরিচয়প্রদায়ক অমূল্য রত্নরাজি-খচিত সুদৃশ্য সিংহাসনে বহুমূল্য পরিচ্ছদাবৃত এক জন উপবেশন করিয়া আছেন! এনিই কি আমেদ?—হবে! পার্শ্বে দেশে তদপেক্ষাকৃত কিঞ্চিন্ন্যূন পরিচ্ছদ বিভূষিত চারিজন উপবিষ্ট! অতি নিকটে একখানি সুবর্ণগ্রথিত প্রস্তরাসনে সুরার ন্যায় কি রহিয়াছে! আমেদ যে মুসলমান,—একি?—সুরা—না সরবৎ! সুরাই বটে, ঐ যে একটি সুন্দরী ষোড়শী মধ্যে মধ্যে প্রদান করিতেছে! সুরেশ্বরী না হইলে এতো মান কার? ইনিতো মুসলমান, যে হিন্দুজাতির সুরাপানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহারাই বড় ছাড়ে! সুরে,—তোমার মহিমা কার সাধ্য বুঝে, তুমি নর্দ্দামা শয্যাকারিণী, তুমি রাজপুরুষ হৃদয়চারিণী, তুমি নব্য-সভ্যতা-ভাণদায়িনী, তুমি ব্যভিচারদোষ-জননী, তুমি অচেতন-সহচারিণী, তুমি অবক্তব্যবাণীপ্রসবিণী, তুমি অশেষ রোগকুল সৃষ্টীকারিণী, তথাপি সভ্যজনহৃদয়চারিণী!!

আমেদ সাহের বয়স যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু মনে যৌবন রসতরঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে! প্রাচীন কবিরা যৌবনেই রসের প্রবলতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কি তাহা অস্বীকার করিব? কখনই নয়। তবে আমাদের

মতে যৌবনে তরল রস,—দেখিতে অনেক,—সার কম ; কিন্তু বয়সে পরিপাক!—যেটুকু থাকে ঘন,—সার!—যাহার গলে,—তাহার পক্ষে যৌবন কোথায়? আমাদের পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যিনি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই জানেন, একথা কতদূর সঙ্গত! যাঁহার আবার তাহার উপর যুবতী ভার্য্যা,—তিনিতো সেই রসেই হাবুডুবু!—মহাকবি চূড়ামণি জয়দেবের—"দেহিপদপল্লবমুদারং"—তাঁহার মুখস্থ! রসিকের চিরকালই বসন্ত! আমেদ আমাদের কতক অংশে সেই দলের লোক, কিন্তু অভিমানী, অথচ এক এক সময় গম্ভীর! বর্ণ গোলাপ পুষ্পের সদৃশ, কিন্তু পর্য্যুষিত গোলাপ যেমত সঙ্কুচিত ও ঈষৎ মলিন ইহারও সেই রূপ! ঐ দেখুন, বদনমণ্ডলের ত্বক ঈষৎ কুঞ্চিত! গুম্ফ ও শ্মশ্রু সমবিন্যস্ত, বোধ হয় রুক্ষতা পরিহার করিয়াছে, কিন্তু নিরন্তর রঞ্জিত হেতু অবোধগম্য! চক্ষুঃ আকর্ণও নয়, ক্ষুদ্রও নয়। শিরা সমূহ আরক্ত দৃষ্টি অহঙ্কারব্যঞ্জক! নাসিকা সুদৃশ্য, কিন্তু টিকল নয়! কপোল সাতিশয় রক্তবর্ণ, বোধ হয়, রাগরঞ্জিত! গঠন কিছু দীর্ঘ, কিন্তু স্থূল থাকায় তাহা হঠাৎ বোধ হয় না! অন্যান্য অবয়ব পরিচ্ছদাবৃত, অঙ্গুলি সুগঠিত। হস্তের প্রায় সকল অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য রত্নগ্রথিত অঙ্গুরীয়, পার্শ্বে এক খানি সর্ব্ববিধ রত্নাচ্ছাদিত কোষবদ্ধ অসি। সম্মুখে দুইটি সুন্দরী রমণী কোকিলকণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে। আমেদ মধ্যে মধ্যে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিতেছেন! এমত সময়ে একজন দূর হইতে রীতিমত রাজভক্তি দেখাইতে দেখাইতে পার্শ্বদেশে করপুটে দণ্ডায়মান হইল। আমেদ পার্শ্বস্থের প্রতি লক্ষ্য করিবা মাত্র তিনি কহিলেন,—"সংবাদ?" আগন্তুক "জনাব,—সুবর্ণ দুর্গের দস্যুদিগের

নিকট হইতে একজন বন্দী সন্ন্যাসী আসিয়াছে, অনুমতি হইলে রাজদর্শন করে।" বলিবামাত্র আমেদ পার্শ্বস্থের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। পার্শ্বস্থ সঙ্কেতমাত্র-"ত্বরায় লইয়া আইস"—বলিলে আগন্তুক প্রস্থান করিল। পার্শ্বস্থ চারিজন রাজসভাসদ, কিন্তু নিকটস্থ যাহার প্রতি আমেদ দুইবার লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে প্রধান পদাভিষিক্ত মন্ত্রী তাহা বলাই বাহুল্য! তাঁহাদের এই কথোপকথনের সময়ই রাজসঙ্কেতে গীত বন্ধ হইল। আমেদ কহিলেন,—"মামুদ, বোধ হয় ইহার দ্বারা দস্যুদিগের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা যাইবে।" পাঠক মহাশয়, স্মরণ রাখিবেন, পার্শ্বস্থ মন্ত্রীর নাম মামুদ। মামুদ বিনয়াবনত মস্তকে নম্রস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ, যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু এই সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত বন্দী হয় তবেই জানা সম্ভব। শুনিয়াছি, দস্যুরা সাতিশয় চতুর, সতত গূঢ়চর দ্বারা সন্ধান লয়।

এই সময় সন্ন্যাসী ও পূর্ব্ব আগন্তুক সম্মুখে উপস্থিত। সন্ন্যাসী প্রথমতঃ রীত্যনুসারে অভিবাদন করিল। তাহার আকার মলিন, কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, ইহ জগতে তাহার সম্বন্ধে ভয়েয় বস্তু কিছুই নাই! উপবাস ও ঈশ্বরোপাসনায় মলিন। আমেদ বলিলেন,—"আপনিই কি সুবর্ণ দুর্গের দস্যুগণের বন্দী?" "মহারাজ, এই হতভাগাই দস্যুদিগের বন্দী।" সন্ন্যাসীর এই কথায় আমেদ বলিলেন,—"দেখিতেছি, আপনি সন্ন্যাসধর্ম্মাক্রান্ত, আপনি কি জন্য বন্দী হইলেন?" "মহারাজ, দস্যুদিগের নিকট সন্ন্যাসী কে? আমি সনাতন মহম্মদ-ধর্ম্মাক্রান্ত কতিপয় বণিকের সহিত শান্তি দুর্গে যাইতেছিলাম, দস্যুরা বাণিজ্য পোত লুণ্ঠন ও বণিকদিগের সহিত আমাকে বন্ধন করে। আমি মৃত্যুর জন্য ভীত

হই নাই, কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত যে স্বাধীনতারত্ন অপহৃত ও বিধর্ম্মিগণের সহবাসী হইতে হইয়াছিল এই আমার দুঃখ! মহারাজ, তজ্জন্যই আমি নিরন্তর পলাইবার চেষ্টা করিতাম। অবশেষে মহম্মদের কৃপায় এক রাত্রে এক খানি মৎস্যজীবির নৌকা দস্যুদিগের পোতের নিকটস্থ দেখিয়া লম্ফদ্বারা তাহা-দিগের আশ্রয় গ্রহণ করি, অধুনা মহারাজের আশ্রয়ে নির্ভীক হইয়াছি!” সন্ন্যাসীর এই কথার শেষে আমেদ বলিলেন,—“আপনি কি বলিতে পারেন দস্যুরা কি রূপে স্বীয় ভার্য্যা-পুত্রবিত্ত ও আবাস রক্ষার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে? আমা-দিগের যুদ্ধোদ্যোগ তাহারা জানিতে পারিয়াছে, কি না?” সন্ন্যাসী কহিলেন,—“মহারাজ, আমি এক জন সামান্য বন্দী মাত্র ছিলাম, নিরন্তর স্বাধীনতার জন্যই ব্যগ্র থাকিতাম, আমার দ্বারা এক জন গুপ্তচরের কার্য্য হওয়া অসম্ভব, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে দস্যুরা যাদৃশ বিপদ আশঙ্কা জ্ঞান করিয়া আছে, তাহা আমার পলায়নেই অনুভূত হই-তেছে? যদি রক্ষকেরা সতর্কের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিত, তবে কি আপনার আশ্রয় লওয়া ঘটিত? আমার পলায়নেও তাহারা যেরূপ আলস্য করিয়াছে, আপনার গমনেও তদনু-রূপ করিবে। মহারাজ, আমার শরীর নানাকষ্টে অবশ, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অনুমতি করুন, অভয় দান দিন, অধীন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করুক! জগদীশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন।” আমেদ কহিলেন,—“ধার্ম্মিক, অতো অধৈর্য্য হইও না! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এখানে উপবেশন কর, তোমাকে আরো আমার জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার প্রকৃত উত্তর দেও, যদি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাক,—এখনি তোমার জন্য আহারীয় সামগ্রী আমার অনুচরেরা আনিয়া দিতেছে।

যখন এত লোকের আহার হইতেছে, তখন কখনই তোমার আহারের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না! আমি গোলযোগ ভালবাসি না, সকল সুস্পষ্ট বল!" এই সময় সন্ন্যাসীর মুখে কাল্পনিক ভয়ের উদয় হইল, বাস্তবিক তিনি আমেদের সভাকে অত্যন্ত তাচ্ছীল্য করিতেছিলেন। "মহারাজ,—এসকল খাদ্য আমার নয়!" সন্ন্যাসীর কৃত্রিম ভয়বিকৃতস্বরের এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই আমেদ কহিলেন,—"কেন,—তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এ সকল বিধর্ম্মীদ্বারায় পাচিত"; "না—মহারাজ, কিন্তু ফলমূলই আমাদিগের খাদ্য, সুরস সমূহসেবনে বিষয় বাসনার বৃদ্ধি হয়!" সন্ন্যাসীর এই উত্তর শুনিয়া আমেদ বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা না হয় আহার করিবার প্রয়োজন নাই—এক্ষণে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া নির্ভয়ে যাত্রা কর। দস্যুরা কয় খানি যুদ্ধতরী সুসজ্জিত করিয়াছে?"——

আমেদ রাজের বাক্যের অসমাপ্তিতেই চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সমুদ্রতীর আলোকময়! হঠাৎ একজন দূত দ্রুতপদে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার অস্পষ্ট ভয়বিকৃতস্বরে আমেদ শুনিলেন,—"দস্যুরা সমস্ত যুদ্ধপোতে অগ্নি দিয়াছে এবং অসংখ্য সৈন্য অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে!" এই সময় আমেদ ও তৎপারিষদেরা দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত ভাব অবলম্বন করিলেন। আমেদ ক্ষণকাল মধ্যেই দেখেন সন্ন্যাসী তথায় নাই, তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ও সুগভীর শব্দে "সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী কোথায়?—তাহাকে বন্ধন কর, সেই সকলের মূল"—বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আর অপেক্ষা করিলেন না, স্বীয় তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বস্থেরা বংশীধ্বনিদ্বারা সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে সঙ্কেত করিল, দ্বারদেশ হইতে দেখেন আর সে সন্ন্যাসী নাই, এক জন প্রবল বীর, যুদ্ধ-সজ্জায় আবরিত, অসি নিষ্কোষিত, অশ্বোপরি সংস্থিত! কতকগুলি সৈন্য লইয়া যমস্বরূপ ভয়ব্যস্ত সৈন্য সংহার করিতেছে! তিনি এক জন সৈনিকের একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া নিকটস্থ সকলকেই যুদ্ধের আজ্ঞা দিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না, সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে ভয়ানক রবে—"শিব শম্ভু," শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া নগর যেন কম্পিত হইতে লাগিল। আমেদ আগন্তুক অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আর আমেদের সৈন্যমাত্র নাই, সকলেই ভয়ে পলায়মান! যে দুই এক জন অসমসাহসী সামান্য পদাতিক তাঁহার অগ্রসর হইয়াছিল, সকলেই অচিরে আগন্তুকের ভয়ানক যুদ্ধে নিহত হইল। নগরটি স্বপক্ষশোণিতসিক্ত! চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি ও আগ্নেয়াস্ত্রের এবং অগ্নি নির্ব্বাপণের ধূম! আর ভাল দেখা যায় না! মামুদ বলিলেন,—"আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয়, আমেদ সুতরাংই সাহসকে বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন করিলেন।" আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থ বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে নষ্ট করিয়া পূর্ব্ব সভায় উপস্থিত হইলেন।

আগন্তুক কে?—সন্ন্যাসীবেশ, রণজয়?—তা আর বলিতে হইবে কেন? চতুর পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিও নাই, পূর্ব্বের মূর্ত্তিও নাই মুখাকৃতি কান্তি শূন্য! রণজয় একটি বংশীধ্বনি করিয়া সঙ্কেতে

জানাইলেন,—"তোমরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতেছ, কর!" তিনি ক্রমশঃ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হঠাৎ সেই সময় সমরসিংহ কতিপয় যোদ্ধাসহ উপস্থিত হইয়া নতশিরে রণজয়ের নিকটস্থ হইলেন। যুদ্ধকালে কি সকলের আকৃতিই বিভিন্ন হয়? সমরসিংহের মুখও ভয়ানক! অধুনা আমাদের দেশের লোক হইলে এরূপ মূর্ত্তি দেখিলেই মূর্চ্ছাপন্ন হয়! রণজয় সমরকে বলিলেন, "সমর,—যথেষ্ট করিয়াছ, কিন্তু এখনও যথেষ্ট বাকি আছে! আমেদ বদ্ধ না হইলে সকলই বৃথা! আচ্ছা, তরীতে অগ্নি প্রদান করিলে নগরে এখনো কেন অগ্নি না দেও, আর বিলম্ব কেন? কনকন ভস্ম করাইত ভাল!"—বলিবা মাত্রই রাজপুত্র সৈন্যচয় কনকনস্থ যাবতীয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। রাজ প্রাসাদে আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা অগ্নি প্রদত্ত হইল, এবং মুহুর্মুহু ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্রে ভগ্ন হইতে লাগিল! প্রাসাদটি কম্পিত ও অগ্নিব্যাপ্ত!—এই সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে বামাদলের করুণস্বর উত্থিত হইল! সেই স্বর রণজয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়া দিল, রণজয় অস্থির হইলেন! তিনি বারংবার সৈন্যগণকে চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন,— "বোধ হয়, এতো দিনে মহারাষ্ট্র বংশে কলঙ্ক রোপণ হইল! যদি আমাদের এই ব্যাপারে একটিও ভীরুস্বভাবা অবলার মৃত্যু হয়, তবে আর পাপের ইয়ত্তা থাকিবে না!"—বলিবামাত্রই সকলে রমণীকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নবান হইতে লাগিল! রণজয় অপেক্ষা করিলেন না! অগ্নির ভয়ানক উত্তাপ লক্ষ্য না করিয়া দাহ্যমান পথদ্বারা অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তৎসহ আরো কতিপয় বীর প্রবেশ করিয়াছিলেন। রণজয় দেখেন, একটি সুসজ্জিত গৃহে চারি

জন অস্থিরা রোরুদ্যমানা আসন্নমৃত্যুনিশ্চয়া অবলা, তন্মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে অলঙ্কৃতা! রণজয় তাহাদিগকে সংক্ষেপে আশ্বাস বাক্যদ্বারা সামান্যরূপে সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"ভয় নাই, মহারাষ্ট্রীয় দ্বারা অবলাদিগের কিছুমাত্র হানির সম্ভাবনা নাই! এখনো মহারাষ্ট্রীয়েরা মহম্মদীয়ের ন্যায় অধর্ম্মাচারী হয় নাই!" তাহাদিগকে ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া পুনরায়—"রক্ষার্থ স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ পাপকর নয়."—বলিয়াই দ্রুতপদে উদ্ধারের জন্য দুই জনকে লইয়া আসিতে লাগিলেন, এবং সমরসিংহ আর দুই জনকে লইয়া অগ্নিমধ্য হইতে নিরাপদে বাহিরে পৌঁছিলে, রণজয় সাদরে বলিলেন,—"তোমাদের কোন বিশ্বাসীর নিকটস্থ গৃহ আছে? এ লজ্জার সময় নয়, শীঘ্র বল, তথায় রাখিয়া আসা হইবে!" এক জন মধ্যবয়স্কা নম্রবদনে বলিলেন,—"অতি নিকটেই আমাদের এক আত্মীয়ের বাটী, যদি তাহারা অগ্নিদগ্ধ না হইয়া থাকেন, তবে তথায় আশ্রয় লাভ করিতে পারিব।" বলিবা মাত্রই রণজয় সমরসিংহকে আদেশ করিলেন,—"সতর্কে ত্বরায় ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আইস,—দেখ যেন সনাতন ধর্ম্মে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়?" যাইবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য ভূষণভূষিতা রমণীটি তিন চারি বার রণজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সে দৃষ্টিপাতের অর্থ কি?—যিনি কখন সে ভাবে পতিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন! সে দৃষ্টি সরলতাময়, তথাচ এক এক জনের হৃদয়ে ভয়ানক কুটিলতার কার্য্য করে! যাঁহাদিগের অন্তর সরল, তাঁহারা সে ভাব দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন! কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় রণজয়ের পক্ষে কি হয়, তাহা বলা যায় না! যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষের

কখন কি সে ভাব ঘটিয়া থাকে? কি জানি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে রণজয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যখন আর রণজয়কে দেখা যায় না, তখন সেই কামিনী মধ্যমবয়স্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "রোসনজা, ইহারা কি দস্যু?"

নবম পরিচ্ছেদ।

আক্রমণ।———মহম্মদের জয়!

"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যোর্ভয়মিতি যুক্তমিতো
ঽন্যতঃ প্রয়োক্তুম্। অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনংযশঃ কুরুধ্বে।"

কনকনের প্রসাদ সমূহ অগ্নিদগ্ধ, সুবর্ণ-দীপ্তিমান্, অন্তঃপুরে অবলাগণের করুণাময় শব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয় আকুলিত, সকলেই অনুতপ্ত-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্মের ভয়ে শরণাগতদের রক্ষা কার্য্যে ব্যস্ত, সেই সময়ে আমেদসাহ পুনরায় বহুসৈন্য সহ আক্রমণ করিলেন. আমেদ বারম্বার গম্ভীর উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"কি মুসলমানদিগের মধ্যে কি কেহ বীর নাই.-কতিপয় সামান্য দস্যু দ্বারা মুসলমানেরা পরাজিত হইল! আজ কন্‌কন যদি ভূগর্ভে নিহিত হইত, তবে এতো দুঃখ হইত না!"—সৈন্যগণ উৎসাহদম্ভমিশ্রিত গম্ভীর শব্দে বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ,—হঠাৎ আক্রমণে সকলে বিহ্বল হইয়াছিল, নিশ্চয় জানিবেন,—দস্যুর রক্তে "কন্‌কন্ সিক্ত না হইলে কেহই মুখ দেখাইবে না," ক্রমশঃ রাজ-প্রাসাদের নিকটস্থ মহারাষ্ট্রদিগকে আবর্ত্তন করিয়া মুসলমানেরা যুদ্ধ আরব্ধ করিল, যাহারা পূর্ব্বে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, যাহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিল, যাহারা

মহারাষ্ট্রীয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল,—তাহারা সকলেই এক্ষণে দ্বিগুণতর সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল! তখন মহারাষ্ট্রীয়েরা শ্রান্ত;—বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত,—যুদ্ধবেশ-পরিত্যক্ত! এবং ভীরু রমণীগণের রক্ষার্থ ব্যগ্র! তাহারা হঠাৎ আক্রমণে অতুল সাহসকে বিসর্জ্জন দিয়া পলায়নে তৎপর হইল; কেহই যুদ্ধে অগ্রসর নহে, রণজয় সকলকে সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন. এবং ভীষণ দম্ভে কতিপয় সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন! দেখেন, তাঁহার প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গ কেহই নিকটে নাই, সৈন্যগণও পলায়নে তৎপর! যুদ্ধে জীবন রক্ষার উপায় অত্যল্প!—সুতরাং প্রথমতঃ শত্রুসৈন্য ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া পলায়নের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন,—সে চেষ্টা বৃথা হইল! শত্রুসৈন্য ব্যূহ এমতই দৃঢ়বদ্ধ যে কিছুতেই রণজয় সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না, তাঁহার সাক্ষিদলবর্গ অচিরেই বিপক্ষ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি অনন্যোপায়, একাকী! ভীষণ মূর্ত্তি! পরিশেষে যুদ্ধে মৃত্যুই স্থির করিয়া প্রবলবেগে বিপক্ষ সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন; সেই সময়ে তাঁহার হস্তস্থ অসি প্রত্যেক নিমেষে বিপক্ষ শোণিতার্দ্রক্ত হইতে ছিল! আমেদ বলিলেন,—"নরাধমকে প্রাণে মারিও না, ত্বরায় বন্ধন কর, যুদ্ধে মৃত্যু রাজদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তি নহে!"—কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না! রণজয় সগম্ভীর বীরত্ব সূচক শব্দে বলিলেন, "প্রাণে না মারিলে তোদের নিস্তার নাই!" সেই শব্দ বিপক্ষ সৈন্যেও প্রতিধ্বনিত হইল! সে সময়ে যে তাঁহার অগ্রসর, সেই ধরাশায়ী! এই সময়ে মামুদ সদম্ভে বলিলেন,—"কাফের, যদি প্রাণে ভয় থাকে ত্বরায় অস্ত্র ত্যাগ কর!"—"মহারাষ্ট্রীয়ের সমরে প্রাণের ভয়,"—বলিয়াই রণজয় মামুদকে লক্ষ্য করি-

বাটীতে আছেন—মামুদের এই উত্তরে আমেদ অশ্ব চালাই-লেন, সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মহম্মদের জয়! মহম্মদের জয়!!"

দশম পরিচ্ছেদ।

এলাহিজান,——দস্যু-দলপতি বন্দী!!

"যথা দোষঃ বিভাত্যস্য জনস্য ন তথা গুণঃ,—
প্রায়ঃ কলঙ্ক এবেন্দোঃ প্রস্ফুটো ন প্রসন্নতা।"

রণজয় যে কয়েকটি রমণীকে অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, বেগম এলাহিজান যে তাহার মধ্যের একটি তাহা আর বলিতে হইবে কেন? আমেদ যাহার অনুসন্ধান লইলেন, রাজপ্রাসাদে সখীবেষ্টিতা তিনি ব্যতীত আর কে? প্রিয়-পাঠক,—চলুন, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি. সুন্দরী যুবতী! নবাবের বেগম! তাঁহাকে দেখিতে কি আপনার অভিরুচি হয় না? "না" বলিলে আমি শুনিনা, আখ্যায়িকা বা নাটক পাঠ করিতে যাঁহার রুচি, তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রাবল্যতা নাই, কে এ কথা বিশ্বাস করিবে?

এলাহিজান কোথায়? পূর্ব্বেই মামুদের মুখে শুনা গিয়াছে, ওমরা আব্দুলের বাটীতে! আব্দুলের বাটীটি মন্দ নহে, কনকনের রাজপ্রাসাদ ও তাঁহার বাটীর শ্রী হরণ করিতে পারে নাই! মর্ম্মর প্রস্তরগ্রথিত, চতুঃপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত! তৃতীয় প্রকোষ্ঠের একটি সুসজ্জিতগৃহে এক খানি পালঙ্কোপরি এলাহিজান বসিয়া আছেন, এলাহিজান নবাবের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, পুর্ব্বে এক জন সামান্যা পরিচারিকা ছিলেন, এক্ষণে আমেদের মনোহরণ করায় তাঁহার বেগম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন,

যে বাটীতে এলাহিজান অগ্নিদগ্ধ হইতে ছিলেন, সে বাটীও প্রকৃত নবাবের অন্তঃপুর নয়, তাঁহার অন্তঃপুর ভিন্ন স্থানে, আজ আমেদ যুদ্ধযাত্রা করিয়া সাগরতটস্থ আরামগৃহে ছিলেন, তাঁহার আবাসগৃহ তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে, মধ্যে মধ্যে আমেদ এলাহিজানকে লইয়া এবাটীতে বাস করিতেন, আজও কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার আশয়ে এলাহিজানকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, আমেদের মনোহরণ করিবার এলাহিজানের সম্পত্তি কি? সৌন্দর্য্যতা? আমেদের অন্তঃপুরে কি তাঁহার ন্যায় সুন্দরী নাই? কে দেখিয়াছে, নবাবের অন্তঃপুর পরিদর্শন করে কাহার ক্ষমতা? কিন্তু তাহা থাকিলেও "যার যাতে পড়ে মন!" আর একটি উপকরণ আছে, চঞ্চলতা! কামাসক্তদিগের মনোহরণ করিবার এই একটি প্রধান উপকরণ! এলাহিজানের রূপটি এই স্থলে চিত্রিত করা উচিত, কিন্তু আমাদের লেখনীর তাদৃশী শক্তি নাই, সেরূপ যে প্রকৃত চিত্রিত হইবে এ আশা নাই, তথাপি কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং যতদূর হয়!

এলাহিজানের বর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপবিনিন্দিত, মুখ্যে! মুখটি কিছু গোল, কপোল স্ফীতই তাহার কারণ। কপোল দুইটি আর কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলে আরো সৌন্দর্য্য হইত; কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি, কে অন্যথা করিবে? কপোল স্বভাবতই লোহিত, তাহাতে নিরন্তর রাগরঞ্জিত হওয়ায় অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়াছে। চক্ষু প্রায় আকর্ণ, কর্ণ স্পর্শ করে নাই বটে, কিন্তু যেরূপ দীর্ঘায়ত, বোধ হয় এই রূপ লক্ষ্য করিয়াই কবিরা আকর্ণ বলিয়া থাকেন, চক্ষুমধ্যস্থ শিরা সমূহ আরক্ত! অভ্যন্তরস্থ গোলকটি বিলক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ ও চটুল; পল্লব দুখানি ঘন কৃষ্ণপক্ষ্মরাজীতে সম বিন্যস্ত; অস্থির! ভ্রূদ্বয় টানা, যেন চিত্রিত, কথা কহিবার সময় ঈষৎ সঞ্চালিত হয়! দৃষ্টি কুটিল,

কামরস-উত্তেজক, তাকাইলে বোধ হয়,—কটাক্ষ করিতেছেন! সে দৃষ্টিতে কার মনোহরণ না হয়? আমেদ কি সাধে প্রণয়িনী করিয়াছেন? যে দৃষ্টি!! নাসিকা টিকল, বোধ হয়,—আর এক সূতা পাতলা হইলে ভাল হইত, কিন্তু মুখের মানন সই! অধরোষ্ঠ পাতলা,—বিলক্ষণ রক্তবর্ণ, তাহা রঞ্জিত নয় বটে, কিন্তু নিরন্তর তাম্বুল ভক্ষণে অতো লোহিত! কর্ণ ক্ষুদ্র, গৃধিনীর কর্ণের শোভা বিশেষ করিয়া কখন দেখি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না,—গৃধিনী গঞ্জিত কি না! নানাবিধ কর্ণাভরণে ঈষৎ নমিত, একটি হীরক "দুল" দুলিতেছে, সেটি শ্বেত বটে, কিন্তু কপোলের ছায়ায় লোহিতাভা প্রকাশ পাইতেছে! ললাট ক্ষুদ্র! কপোলে বিলক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল গুচ্ছ! কবরী বন্ধনে সুবর্ণ বিনির্ম্মিত হীরকমণ্ডিত ফুল! সম্মুখে একখানি অনুচ্চ মুকুট, মধ্যদেশে একটি উজ্জ্বলনীলমণি, চতুষ্পার্শ্বে বহুবিধ বহু মূল্য ভাস্বর প্রস্তর! উপরে মুক্তাশ্রেণী, সে অলঙ্কারটি মুখের শোভা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে! গলদেশ বর্ত্তুলাকার, ক্রমোন্নত তিনটি রেখা বিরাজিত! তাহাতে গজমতি কণ্ঠী! মধ্যদেশে একখানি দীপ্তিময় হীরক, তাহার চতুষ্পার্শ্বে রক্তবর্ণ প্রস্তর! গঠন ক্ষীণাঙ্গিনীর ন্যায় নয়, একহারার অপেক্ষাও স্থূল; সুকোমল! এরূপ গঠনে কি রূপ হস্ত পদ হয় সহজেই অনুমিত হইবে। কোন কবিবর "রামরম্ভা জিনি ঊরু, কদলি-কান্তের গুরু" ইত্যাদি বর্ণন এ নায়িকার সম্পূর্ণ সঙ্গত! স্তন দুইটি প্রায় আট অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ, কঠিন! উদর স্থূল নয়, কিন্তু ত্রিবলি আছে! মধ্যদেশটি বিলক্ষণ ক্ষীণ, সে স্থানটি লক্ষ্য করিলে ক্ষীণাঙ্গিনী বলা যাইতে পারে, নিতম্ব স্থূল, যুবক-কুল মনোহর! হস্ত পদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, লোহিতাভ শ্বেতনখর সুশোভিত সুচারু অঙ্গুরি গ্রথিত, রাগ রঞ্জিত, নানা বহুমূল্য

সৌন্দর্য্যময় ভূষায় বিভূষিত! সর্ব্বাঙ্গই প্রায় একটি নীলবর্ণ পরিচ্ছদাবৃত, উপরে একখানি সূক্ষ্ম সুকারুকার্য্য পরিচায়ক সুবর্ণ ফুলময় উত্তরীয় বা ওড়না! ক্ষীণাঙ্গিনী নয়, আমাদের দেশের সুন্দরী না হইতে পারে, কিন্তু পাঠক,--একবার যদি আমি সেই সদৃষ্টি স্মিতমুখের কথা শুনাইতে পারিতাম, তবে বুঝিতাম,—আপনারা তাহাকে সুন্দরী বলেন কি না? এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন কি না?

এলাহিজান সন্দিগ্ধচিত্তা চিন্তাকুলা ও অন্যমনস্কা হইয়া একবার উঠিলেন, গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বারে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, আবার পালঙ্কে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এই সময়ে আমেদসাহ সসৈন্যে রণজয়কে বেষ্টন করিয়াছেন, এলাহিজান, নবাবের বেগম একাকিনী কেন? তাহার প্রকৃত উত্তরের অধুনা অপ্রয়োজন! সময়! কোমলা এলাহিজানের হৃদয় তো প্রস্তরময়? নচেৎ, যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রাণ রক্ষার কি চেষ্টা করিলেন? তাঁহার জন্যই তো রণজয় প্রবল শত্রু মধ্যে অসহায়! তাঁহার হৃদয় কি রূপ কে জানে? সময় আসুক, মন হঠাৎ জানা যায় না সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পায়---সময়ে জানা যাইবে।

একটি রমণী আসিয়া প্রবেশ করিল, এলাহিজান ব্যস্ত স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--"রোসনজা,--কি দেখিয়া আসিলে?" রোসনজাহা আনন্দ প্রকাশক স্বরে উত্তর করিল,- "আর ভয় নাই, আমাদের সৈন্য, দস্যুদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, অন্য কি,--নবাব সাহেব স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, দস্যুরা সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিতেছে, যে দস্যু আমাদিগের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার কি দুঃসাহস, একাকী এখনো ভয়ানক সংগ্রাম করি-

তেছে। শুনিলাম, তিনিই নাকি দস্যুদলের অধিপতি!” এলাহিজান কেবল সবিস্ময় ভয়ে বারংবার—“য়াঁ্যা—য়াঁ্যা”—করিলেন! তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখ মলিন হইয়া গেল, রোসনজাহার বাক্যের সমাপ্তিতে বারংবার বলিলেন,—দস্যু সে?—কারা দস্যু?” রোসনজাহা সেই ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, তিনি এলাহিজানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“বেগম,—একি ভাব? এ সংবাদে হর্ষ হওয়া দূরে থাকুক, দেখিতেছি,—আপনার মুখ মলিন হইল! আপনি কি নবাবের অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন? সে ভয় নাই,—যদিচ প্রথমতঃ আমাদিগের সৈন্যেরা নিতান্ত ভীরুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আর সে রূপ নাই, আমি যেমত যুদ্ধের ভাব দেখিয়া আসিলাম,—তাহাতে অচিরে আমাদের জয় হইবে!”—এই সময়ে রণজয় বন্দী হইলেন, সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সেই জয়ধ্বনি এলাহিজানের হৃদয়ে আঘাতিত হইল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন! এলাহিজান পুনরায় আগ্রহ-প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—“তবে কি সকলেই বন্দী হইয়াছে!” “আমি দেখিয়া আসি নাই, কিন্তু যে দস্যু অসমসাহসে আমাদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সে যে অচিরে বন্দী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যদিচ তাহার সাহস যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি অসাধারণ, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ কতক পলায়ন করিয়াছে, কতক নিহত হইয়াছে, একাকী সমরে কে অসংখ্য সৈন্য জয় করিতে পারে? বেগম,—সেই দলপতি,—সুতরাং তাহার বন্দীতেই সকল দস্যু বশীভূত হইবে! এবং কনকনে শান্তিসংস্থাপন হইবে!”—রোসনজাহার এই কথার অনবসানেই এলাহিজান ভগ্নকণ্ঠে দুঃখ-প্রকাশক স্বরে বলিলেন “তাঁহাকে বন্দী করিবে

কি প্রাণে মারিবে, কেমন করিয়া জানিলে ?” “তাহার স্থিরতা নাই বটে, কিন্তু সেই দলপতি, সকলেরই আজকার এই দুর্ঘটনায় ভয়ানক রাগ হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে সমরশায়ী করিবে বোধ হয় না, বিশেষতঃ সকলেই দস্যুদিগের আজকার এই অত্যাচারে সমূহ রাগত, যাহাই হউক, অদ্য অবশ্যই মঙ্গল হইবে, মহম্মদ অবশ্যই কৃপাদৃষ্টি করিবেন, যে প্রকারে হউক দস্যুদলপতির প্রাণ নাশ ও দস্যুদল বিচ্ছিন্ন অবশ্যই ঘটিয়াছে !”—রোসনজাহার এই কথায় এলাহিজান বলিলেন,—“দস্যু কে ?—ইহারা না তোমার নবাব ? যে ভীরু শত্রুরমণীর প্রাণ রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত, যে একাকী সম্মুখ সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর অগ্রসর, সে ? —না,—যে অসংখ্য সৈন্যে এক জনকে বধ করিতে ব্যগ্র, আপনার প্রাণ রক্ষার্থ অন্তঃপুর রক্ষা করিতে অক্ষম, সে দস্যু ?” রোসনজাহা এলাহিজানের কথায় অবাক্, তাঁহার অশ্রু ঝাঁপিয়া উঠিল, মৃদু অথচ বিস্ময় সূচক স্বরে বলিল,—“বেগম,—আজ একি ভাব, নবাবের মঙ্গল কি তোমার প্রার্থনীয় নয় ?”—এলাহিজান বলিলেন,—“রোসন,—আমি জানিতাম,—তুমি সরলা তোমার দয়ার শরীর, এই কি তোমার সরলতা ?—এই কি তোমার দয়া ?—যে প্রণয় লালসায়”—এই কথায় শেষ না হইতে গৃহের দ্বার মুক্ত হইল, একজন সমরবেশধারী সুন্দর যুবককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রোসনজাহা সচকিতে মৃদুস্বরে বলিলেন,—“ওমরা আসিতেছেন !”—আগন্তুক ওমরা আবদুল,—তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—“রোসন,—আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, অভাবনীয় অচিন্তনীয় অতিথি আমার গৃহে, অথচ আমি সন্ন্যাসী, নবাবের বেগমের আতিথ্যের উপযুক্ত দ্রব্য আমার গৃহে থাকা অসম্ভাবনা, তবে

বেগমের আমার প্রতি দয়া আছে,—তজ্জন্যই ভরসা; যদিও রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রতি কৃপা করিয়া অদ্য অতিথি সৎকার গ্রহণ না করিলে সাতিশয় দুঃখিত হইব। আপনি দাসীদিগকে বলিয়া আমার অবস্থোপযোগী নবাবের বেগমের অনুপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ আহারের উদ্যোগ করুন,—দাস বেগমের নিকট নিতান্ত বাধ্য হইবে!"—রোসনজাহা এলাহিজানের মুখে সম্মতি সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"দাসী আপনারই, আজ্ঞাবাহিকা!" এলাহিজান কোন কথা কহিলেন না,—বরং সম্মতি সূচক দৃষ্টিপাত করিলেন,—রোসনজাহা চলিয়া গেল! এলাহিজান আবদুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কি—যুদ্ধে জয়ী নাকি?" "হাঁ সকল স্থলেই কেবল এক জায়গায়"—এলাহিজান আবদুলের এই সহাস্য উত্তরে বাধা দিয়া বিরক্ত অথচ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"বর্ত্তমান যুদ্ধের সংবাদ?" আবদুল সচকিতে এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"দস্যুদলপতি বদ্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ দস্যুই পলায়ন করিয়াছে, কতকগুলির শোণিতে কনকন সিক্ত হইয়াছে,"—এলাহিজান নিস্তব্ধ, ক্ষণ বিলম্বে ভগ্নকণ্ঠ স্বরে বলিলেন,—"দস্যুদলপতি বন্দী?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস!————আমি জানি না?

"নোদ্দামং হসতি ক্ষণাৎ কলয়তে হ্রীযন্ত্রণাং কামপি,
কিঞ্চিদ্ভাব গভীর বক্রিমলবস্পৃষ্টং মনাগ্ ভাষতে,
সভ্রূভঙ্গমুদীক্ষতে————————————"

"আবদুল কে?" পাঠক মহাশয়েরা এ প্রশ্ন করিতে পারেন, কারণ আমাদের অন্তরও এই প্রশ্ন করিতেছে.— বিশেষতঃ এই আখ্যায়িকার বিষদতা সম্পাদনার্থ আবদুলের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য, কেবল আবদুলের কেন, এক ইতিহাসে এলাহিজানেরও ইতিবৃত্ত বলা হইবে!

কনকন নগরই আবদুলের জন্মভূমি, আবদুল এক জন ধনীর সন্তান, এবং এলাহিজানের খুল্লতাতজ ভ্রাতা. মুসলমানদিগের পিতৃব্য-কন্যা-বিবাহ প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, বাল্যকালে সেই প্রথানুসারে আবদুলের সহিত এলাহিজানের বিবাহ হইবার কথা হয়। কিছুদিন পরে জ্ঞাতি বিবাদে এলাহিজানের পিতার সহিত আবদুলের পিতার মনান্তর সূত্রে সে সম্বন্ধ উচ্ছিন্ন হয়, অথচ বাল্যাবধি এলাহিজানের সহিত আবদুলের একত্র সহবাসে উভয়ের অন্তরে প্রেমের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন এলাহিজানের পিতার সহিত আবদুলের পিতার বিবাদ গাঢ় হইয়া উঠিল,—এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত থাকিল না, তখনও এলাহিজানের ও আবদুলের প্রণয়ের কিছু মাত্র ন্যূনতা হয় নাই এলাহিজানের পিতা ইহাতে আপনার অমঙ্গল আশঙ্কায় আবদুলকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিলেন। আবদুল সে নিষেধ তিন দিন মাত্র মনে রাখিয়াছিলেন, শেষে উভয়ের অদর্শনে উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করিলেন। সেই সংবাদে এলাহিজানের পিতা আরও কুপিত, ও সন্দিগ্ধ হইয়া আবদুলকে যথেষ্ঠ তিরস্কার করতঃ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আবদুলের পিতাও এতৎসংবাদে আবদুলের প্রতি যথেষ্ট তিরস্কার করেন,—আবদুলের মাতা বলিয়াছিলেন,—

"কেন,—আপনার মেয়ে সামলাতে পারেন না;"—আবদুলের পিতা বলিলেন,—"ও নির্ব্বোধই বা যায় কেন? ও যদি পুনরায় যায়, তবে আমি উহার মুখ দেখিব না!"—আবদুল অত্যন্ত তিরস্কৃত ও লজ্জিত হইয়া কয়েক দিন আর এলাহিজানের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এলাহিজান এই কয়েক দিবস নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন। যদিও এলাহিজান তাঁহার পিতা মাতার একমাত্র অপত্য, সুতরাং যৎপরোনাস্তি স্নেহভাগিনী; কিন্তু জ্ঞাতি বিবাদ কি ভয়ানক, তিনি সেই কয়েক দিন সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে কেবল তিরস্কার শুনিতেন! উভয়ের অন্তরে প্রণয়ের ছবি অঙ্কিত না হইলে প্রণয়ের গাঢ়তা হয় না। যদিও তখনও তাঁহারা কৈশোর বয়সে পদার্পণ করেন নাই, যদিও তখনও তাঁহারা স্মরের শরের শরব্যের উপযুক্ত হন নাই, কিন্তু তথাপি পরস্পরের তদানীন্তন অবস্থা দেখিলে নানা সন্দেহ হইত! এরূপ বিচ্ছেদও অধিক কাল ঘটে নাই, পরস্পর অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, শেষে এলাহিজান আবদুলকে এক পত্র লিখিলেন,—"প্রিয় ভ্রাতঃ,—তোমার পক্ষে আমার পিতার বা পিতৃব্য মহাশয়ের তিরস্কার অধিক কষ্টের কারণ, কি আমার সহিত অসাক্ষাৎ অধিক কষ্টের কারণ? যদি প্রথমটি অধিক কষ্টের কারণ হয়, তবে চির দুঃখিনী হতভাগিনী আশাবদ্ধ স্নেহ ভাগিনী অধীনা ভগিনী শেষ বিদায় লইতেছে,—আমার অপরাধ ভুলিয়া যাও, কখন না কখন স্নেহে হউক অস্নেহে (লিখিতে লেখনী চাহে না,—কি করি সুতরাং লিখিতেছি) হউক আমাকে স্মরণ করিও,—এলাহিজান নাম যেন জগতে কখন না কখন তোমার জিহ্বা হইতে ধ্বনিত হয়! আর ভাই,—দ্বিতীয়টী অধিক কষ্টজনক হইলে অদ্য সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরের পশ্চাতের উদ্যানে আসিয়া

সাক্ষাৎ করিবে।"—এই পত্র আবদুল দুই তিন বার অভি-ভাবে পাঠ করিলেন, তাঁহার মেধা পূর্ব্বের অপমান বিস্মৃত হইল। সেই দিনই এলাহিজানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—উভয়ে প্রথম দর্শনে কেবল রোদন করিলেন। পুনরায় নিত্য উভ-য়ের দেখা হইতে লাগিল। দুই চারি দিবস পরেই এলাহিজানের মাতা সমস্ত জানিতে পারিয়া স্বীয় স্বামীর নিকট বলিলেন। তিনি পুনরায় উভয়কেই যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণয়ের কি অদ্ভুত গতি, কিছুতেই পরস্পর অদর্শন সহ্য হইত না, শেষে এলাহিজানের পিতা অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহার একজন বন্ধুর অন্তঃপুরে তাঁহাকে রাখিয়া আইলেন, অতি অল্পদিন পরেই এলাহিজানের পিতা মাতার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই এলাহিজানের পিতা তাঁহার পিতৃ বন্ধুর সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এলাহি-জানের পিতা এলাহিজানের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট সমস্ত বিভবাদি রক্ষার ভার সহ সমর্পণ করিলেন, বৃদ্ধ বারম্বার বলিলেন, কুমারী দুঃখিনী, আমি চিরকাল কষ্ট দিয়াছি,—আজ চলিলাম, জন্মের মত চলিলাম, ইহার গর্ব্ভধারণীও মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা,—বন্ধো!—তুমিই এখন ইহার রক্ষক,—ইহার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা করিও!"—আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু পতন হইতে লাগিল!—এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া চিরজীবনের শেষ করিলেন!—এলাহিজান শোক বিহ্বলা,—তাঁহার মাতাও একে পীড়িতা, আবার শোকে আচ্ছন্না, স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনিও শোকের শান্তি করিলেন,—এলাহিজান পিতা মাতার বিচ্ছেদে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন,—তখন এলাহিজানই তাহার পিতার অতুল

বিভবের অধিকারিণী, কিন্তু তাহার পিতৃ-বন্ধু ছলনা-জাল বিস্তার করিয়া সকল বিষয় স্বায়ত্ত্ব করিল, এবং এলাহিজানকে আপন অন্তঃপুরে সামান্যভাবে বন্দিনীর ন্যায় রাখিল। তখনও এলাহিজানের অন্তর হইতে আবদুলের প্রণয় অন্তর্হিত হয় নাই,—তিনি তাঁহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধুর আচরণ বুঝিতে পারিয়া আবদুলকে একমাত্র আত্মীয়বোধে বারংবার পত্র লিখেন, কিন্তু আবদুলও স্বীয় জনকের মৃত্যুতে পৈত্রিক বিষয় রক্ষার জন্য বিদেশে থাকায় একখানিও পত্র পান নাই,—এলাহিজান পিতৃ—বন্ধুর চাতুরি ও তাহার কারণ, আবদুলের পত্র না পাওয়ায়,—আবদুল তাঁহাকে ভুলিয়াছেন,—সুতরাং জগতে তাঁহার আর কেহ আত্মীয় নাই,—ইত্যাদি বোধে নিরন্তর অশ্রু-বর্ষণেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন!

বিশ্বাসঘাতকের ফল ফলিল;—এক দিনে হয়, এক বৎসরে হয়, যত দিন পরেই হউক না কেন, পাপের ফলই ফলে, এই বাক্যের স্বার্থকতা হইল! পাঠক,—আজ দেখিতেছ;—পাপাচারী নারীহত্যাকারী সুখে কালযাপন করিতেছে,—জীবিত থাকিলে কিছু দিন পরে দেখিবে তাহার কি অবস্থা হয়, পাপের পরিণাম ভয়ানক! ইহ জগতে এক দিন না এক দিন ফলিবেই ফলিবে! এলাহিজানের পিতৃবন্ধুর সেই সময় উপস্থিত হইল! এলাহিজানের পিতৃবন্ধু রাজ-বিদ্রোহী অপরাধে দিল্লীশ্বরের আদেশমতে সপরিবারে আমেদের কারাগারে প্রেরিত হইল, তথাপি এলাহিজানের সুখসূর্য্য উদয় হইল না। তিনি সামান্য পরিচারিকার ন্যায় আমেদ সাহের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। এলাহিজানের দিন দুঃখেই যায়!—কিন্তু “চরম দুঃখের অবসানেই সুখ”—এই বাক্যের স্বার্থকতা জন্যই হউক বা এলাহিজান সৌন্দর্য্যে রমণী রত্ন, রত্নের প্রকৃত

তেজেই হউক, আমেদের তাঁহার উপর চক্ষু পড়িল! যদিও আমেদের অন্তঃপুরে রমণীর অভাব নাই,—কিন্তু কাম-প্রবৃত্তির তৃপ্তি কিছুতেই হয় না; আমেদ এলাহিজানকেও প্রণয়িনী শ্রেণীভুক্ত করিলেন! কিন্তু এলাহিজানের অন্তর তাহাতে কিছুমাত্র সুখী হয় নাই, তিনি বাহ্যিক চঞ্চল ও আমোদ-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর এক দিনের জন্যও দীর্ঘ সুখ ভোগ করে নাই! এ সময়েও তিনি আবদুলকে বিস্মৃত হন নাই, দৈবক্রমে আবদুল প্রধান ওমরাহ ও সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন, এই কারণেও এলাহিজানের সহিত আবদুলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শুনিতে পাওয়ায় এবং নূতন প্রণয়িনী এলাহিজানের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য আমেদের আজ্ঞা-ক্রমে মধ্যে মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিত! যদিও আবদুলের অন্তর তখন কখন কখন যৌবন-সুলভ কাম-প্রবৃত্তিতে লিপ্ত হইত, কিন্তু আমেদের প্রণয়িনীবোধে সে প্রবৃত্তিকে দমন করিতেন, সুতরাং প্রকৃত ভ্রাতৃভাব ব্যতীত পরস্পরের অন্তর অন্য কোন প্রকারে কলুষিত হয় নাই, অথচ উভয়েই উভ-য়ের প্রতি আশক্ত! এলাহিজানও তাহা প্রকাশ করিতেন না! এক দিন আবদুল ব্যঙ্গ স্বরে বলিয়াছিলেন,—"বেগম,—আমাকে দাস বলিয়া মনে রেখ!" এলাহিজান উত্তরে বলি-লেন,—"সে মনে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার মন নির-ন্তর বলে,—"আবদুল আমার প্রিয় ভ্রাতা!" "যেরূপই হউক,—তবে আমায় ভাল বাস?" আবদুলের স্মিত বদনের এই প্রশ্নে এলাহিজানও অল্প হাঁসিয়া বক্রিমকন্দরে সলজ্জ ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি জানি না!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কারাগার! অদৃষ্টের এই পরিণাম ?

"যদ্দৈবেন ললাটপত্র লিখিতং তৎপ্রোজ্ঝিতুং কঃ ক্ষমঃ।"

প্রিয় পাঠক,—আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করিয়াছি, গত পরিচ্ছেদে আবদুলের ইতিবৃত্ত পাঠে আপনি কি বিরক্ত হন নাই? যদি আপনি প্রকৃত ধৈর্য্যশালী হয়েন, তবে বিরক্ত না হওয়া সম্ভব বটে, যেহেতু পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের সহিত এই আখ্যায়িকার অবশ্যই বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহাহউক পুনরায় রণজয়ের অনুসরণ করা যাউক, আমাদের নায়কের পরিণাম কি ?দেখিতে হইল!

পূর্ব্বেই জানা আছে, রণজয় কারাগারে, যে প্রাসাদে পূর্ব্বে তিনি ভীরু-স্বভাবা রমণীগণের উদ্ধারার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই প্রাসাদের এক দেশের একটি কুটিরে মূর্চ্ছাবস্থায়, তখন তাঁহার প্রকৃত কারাবাসীর ন্যায় সজ্জা হয় নাই, একখানি সামান্য খট্টায় পরিষ্কৃত শয্যোপরি রণজয় শয়ান, আহা,—অদৃষ্টের কি পরিণাম! কে জানে? রণজয় যে বন্দী তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? মহাকবি কালিদাস মদন ভষ্ম সময়ে রতির মূর্চ্ছা যেমত উপকারের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রণজয়ের পক্ষেও সেই রূপ, যে রণজয় সদম্ভে বলিয়াছি-লেন,—জীবিত থাকিতে বন্দী করিতে পারিবে না, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিরস্ত্র শব্দে জ্বলিয়া উঠে, তাহার কুল-গৌরব আমেদের গৃহে বন্দী! হঠাৎ এ শব্দও রণজয়কে আকুলিত করিত সন্দেহ নাই। একজন মুসলমান সৈনিক রণজয়ের নিকটে, মুখে জল সিঞ্চন করিতেছে, চক্ষুদ্বয় ধৌত করিয়া দিতেছে, রণজয়ের মস্তকে উষ্ণ শোণিত কিছু শীতল হইতে লাগিল,

জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্বভাবস্বরূপ হস্ত দৃঢ়-মুষ্টি করিলেন, এই সময়ে একজন সৈনিকসহ এক দীর্ঘ শ্মশ্রু গম্ভীর আকৃতি সৌম্য দর্শন মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিল। সিঞ্চনকারী কুণ্ঠিত ভাবে অভিবাদন করিয়া সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। আগন্তুক বলিলেন "না জলসিঞ্চন কর!" সে পূর্ব্বমত কার্য্য করিতে লাগিল। উভয়ে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, আগন্তুক সৈনিক বলিলেন,—"হাকিমজি জীবনের আশা আছে?" অপর আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"প্রাণের আশঙ্কা নাই, কোন স্থানে প্রাণ হানিকর আঘাত হয় নাই, তবে মূর্চ্ছাই অধুনা প্রবল!" দ্বিতীয় আগন্তুক হাকিম, তিনি এই কথার অবসানে সেবাকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সকল ক্ষত ও আঘাতের স্থানে রীতিমত ঔষধ দিয়া বাঁধা হইয়াছে তো? ইহার মধ্যে কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে? না যে অবস্থায় দেখিয়াছ,—এখনও সেই অবস্থা?" সেবাকারী উত্তর করিল,—"সকল স্থানেই যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি যাহা দেখিয়াছি, প্রায় সেই অবস্থাতেই আছেন, কেবল মধ্যে একবার হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইয়াছিল।" হাকিম আগন্তুক সৈনিককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তবে মূর্চ্ছা অচিরেই নষ্ট হইবে,—এক্ষণে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাও!" সেবাকারী এক মাত্রা ঔষধ লইয়া রণজয়ের মুখ-ব্যাদান করিয়া ঢালিয়া দিল! ঔষধ অধিকাংশই দুই কস বহিয়া পড়িয়া গেল! আগন্তুক সৈনিক হাকিমকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। রণজয় অল্প অল্প চাহিলেন! তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি প্রায় লোপ হইয়াছিল! অনেকক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে হাকিমের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন! হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আছেন কেমন?" রণজয় তাহার উত্তর

না দিয়া সেই ভাবে হাকিমের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কোথায়?" "সে কথা ক্ষণপরে শুনিতে পাইবেন!"—হাকিমের এই উত্তরে অন্যমনস্ক হইলেন! অনেক ক্ষণ পরে পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিল! তিনি সেই বিস্ফারিত নেত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্ত, শিরা সমূহ স্ফীত! ক্ষণপরে পুনরায় হাকিমকে বলিলেন,—"আপনি কে?" হাকিম অতিবিচক্ষণ, তিনি মনে স্থির জানিয়াছিলেন,—রোগী স্বীয় অবস্থা জানিতে পারিলে নিতান্ত কাতর হইবে, এরূপ অবস্থায় অধিক কাতর হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, সুতরাং তিনি বলিলেন,—"উদ্বিগ্ন হইবেন না, ক্ষণপরে জানিতে পারিবেন, আপনি পীড়িত, আমি চিকিৎসক!"—"আ-মি-পী-ড়ি-ত,-চি-কি-ৎ-স-ক!! আ-মি-কো-থা-য়?" রণজয়ের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা সবিচ্ছেদে মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল! হাকিম বলিলেন,—"আপনি কোথায় তাহা এক্ষণে জানিবার অপেক্ষা নাই! পরে স্বতঃই জানিতে পারিবেন!" রণজয় তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না, তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহাকে আকুলিত করিল, মুখ আরক্ত অথচ মলিন হইয়া উঠিল! হাকিম পার্শ্বস্থ অনুচরের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আর এক মাত্রা ঔষধ দেও!" সে ব্যক্তি ঔষধ লইয়া রণজয়ের মুখের নিকট গিয়া বলিল,—"ঔষধ সেবন কর!"—"ঔষধ!—তোমরা যবন, যবনের সংস্পর্শ জল!" সেবাকারী বিরক্ত স্বরে বলিল,—"যবন এখন তোমার প্রভু!"—হাকিম তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ঔষধে দোষ কি?,—আমি অনেক হিন্দুর চিকিৎসা করিয়াছি,—তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি,—ঔষধার্থে—যাবনিক অশন ও পান আপনাদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে!"—"হাঁ ঔষধ!-

ইহাতে কি উপকার হইবে?—আমার জীবন এক্ষণে মূল্যবান নহে!"—রণজয়ের এই উত্তরে হাকিম কহিলেন,—"মহাশয়, আত্মহত্যার ইচ্ছা,—ইহাতো আপনাদিগের ধর্ম্মের অনুমত নহে!—আপনি মহাত্মা ধার্ম্মিক, আপনার এ কি কথা?"—"সত্য,—কিন্তু জীবনে ভার বোধ হইলে আত্মহত্যাও অভীষ্ট হইয়া উঠে,—যাক,—আপনাকে বিরক্ত করা আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু মহাশয়,—এ ঔষধ সেবনে আমার কি উপকার হইবে!" রণজয়ের কথাবসানে হাকিম বলিলেন,—"শারীরিক বল-বৃদ্ধিই এ ঔষধের শক্তি!"—"বল"—রণজয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া "দেও"—বলিয়া সেবাকারীর হস্ত হইতে ঔষধ লইয়া পান করিলেন। হাকিম পুনরায় কহিলেন,—"কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়?"—"তৃষ্ণা, জল—না মহাশয়,—আপনি বোধ হয় জানেন,—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যবন-সংস্পর্শ দ্রব্য খাইতে নিষেধ!"—রণজয়ের এই কথায় হাকিম বলিলেন,—"আমি বিশেষ জানি। যদিচ আমি তোমাদের ধর্ম্মাক্রান্ত নহি, কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষীও নহি, যে স্বধর্ম্ম-চ্যুত, আমার মতে সেই কাফের! আমাদের এখানে এক জন হিন্দু আছে, তাহার দ্বারা পানীয় আনিয়া দিতে পারি!" রণজয় কৃতজ্ঞতার সহিত হাকিমের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম পার্শ্বস্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করায় সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল। সেই সময় রণজয় হাকিমকে বলিলেন,—"মহাশয়, এ পর্য্যন্ত আমি আপনার ন্যায় সুধার্ম্মিক মুসলমান দেখি নাই, বলিতে কি,—যবন মাত্রেই হিন্দু-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, এই কুসংস্কার আজ আমার অন্তর্হিত হইল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আমার জীবনে শত্রুর প্রয়োজন?"—"তাহা আমি জানি না"—হাকিমের এই কথার অবসরেই একজন সৈনিকসহ সেই পরিচারক পুনঃ-

ভ্যন্তরে প্রবেশ করিল!—সৈনিকের হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও পানীয়! তাহার আকারাদি দর্শ ন মুসলমান বলিয়াই বোধ হয়, যেহেতু আমাদের অন্যান্য সৈনিকের ন্যায় তাহার পরিচ্ছদ! সে ব্যক্তি রণজয়ের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"জল পান করুন!" রণজয় তাহার মুখে সন্দেহ-ময় দৃষ্টিপাত করিলেন। হাকিম বলিলেন, সন্দেহ করিবেন না, জিজ্ঞাসা করুন! রণজয় আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি হিন্দু?" "হাঁ—আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, নাম গঙ্গাকিষন!" সৈনিকের এই কথায় রণজয় জল গ্রহণ করিবার কারণ কষ্টে বাম হস্ত বাহির করিলেন,—সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিল,—রণজয় তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় হাকিমের অনুরোধে তাহা খাইয়া জলপান করিলেন। হাকিম বলিলেন,—"আমি আসি!" রণজয় তাহাকে উত্তর করিলেন না। হাকিম ও পরিচারক চলিয়া গেলেন! কেবল গঙ্গাকিষন হাকিমের অনুমতি মত গৃহে রহিল! রণজয় মৃদুস্বরে বলিলেন,—"উঃ,—কি ভয়ানক তৃষ্ণা!"—গঙ্গাকিষন বলিল,—আর জল আনিয়া দিব, রণজয় বলিলেন,—"দেও!" সেও চলিয়া গেল! রণজয় একাকী, এদিক্ ওদিক্ চারিদিক দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন,—গৃহদ্বারে অস্ত্রধারী সৈনিক পরিভ্রমণ করিতেছে! তিনি মৃদু অথচ আকুলিত স্বরে বলিলেন,—আমার জীবনে ইহাদিগের যত্ন কেন?—আমার জীবনে বধ্যভূমি রঞ্জিত করিবে এই কি ইচ্ছা? শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বধ্য হইব? মৃত্যুকালে কি এক জন শত্রুরও রক্ত দেখিতে পাইব না? স্বাধীন জীবন কি অধীন ভাবে যাইবে? আমার অভাবে কি সুবর্ণ দুর্গের স্বাধীনতা যাইবে? মহারাষ্ট্রীয়েরা-হিন্দুরা-আর্য্যবংশীয়েরা কি বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের দাস হইবে? কুসুমিকা,—তোমার

কি হইবে? জন্মের মত তোমার সহিত সাক্ষাৎ ঘুচিল। আমি জীবনে আমেদের কারাগারে বন্দী! হায়,—আমার অদৃষ্ট! এই অদৃষ্টের পরিণাম?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মামুদ ও রণজয়;—বদ্ধ। "রাজ পুত্রের মৃত্যুর ভয় কি?"

"বরং মহত্যা ম্রিয়তে—————
তথাপি নাক্ষস্য করোত্যুপাসনাং।"

রণজয়ের এ অবস্থা দেখিয়া কোন্ বঙ্গ-বাসী আর স্বাধীনতার নাম করিবে? যদি কখন কাহারও অন্তর স্বাধীনতা-প্রিয় হয়, আমাদিগের উচ্ছিন্ন করা অকর্ত্তব্য। প্রিয় পাঠক,-তুমি কি পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাস,—অনেকের স্বভাব এই যে, পরের অনিষ্ট দেখিলেই অতুল আনন্দ ভোগ করে, আপনি যদি সেই স্বভাবের লোক হয়েন, তবে গত পরিচ্ছেদে আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি,—আমাকে পারিতোষিক দেও! আমার এ গ্রন্থ লেখা দেখিয়াও বোধ হয়, আহ্লাদিত হইয়া থাকিবেন, কারণ এতেতো কতক আমার অনিষ্ট! পাঠক,-- আপনি যদি পরের দুঃখে কাতর হয়েন, তবে গত পরিচ্ছেদে আপনার দুঃখোৎপাদন করিয়াছি,--কি করিব ভাই! আমরা নবোপাখ্যানকে যখন অবতরণ করিয়াছি,--তখন শেষ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের এ আশা নাই যে, লেখার ভাবে কাহাকেও হাঁসাইব,—কাঁদাইব,--উত্তেজিত করিব! আমাদের এই নবোপাখ্যান যাহা করে, এ কেবল তাহার ঘটনা! অনেককে সামান্য কথায় ক্ষুব্ধ হইতে, আহ্লাদিত

হইতে ও উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি,—সেই আমাদের ভরসা!

গঙ্গাকিষন জল আনিল, রণজয় জলপান করিয়া কতক সুস্থ হইলেন। তিনি গঙ্গাকিষণের মুখে তাচ্ছীল্যভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"ঠাকুরজি,—তুমি আর্য্য-কুল-সম্ভূত হইয়া কিরূপে যবনের দাসত্ব স্বীকার করিলে?" গঙ্গাকিষণ রণজয়ের মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল,—তাঁহার চক্ষুঃ বিস্ফারিত ও সজল হইয়া উঠিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"যবনের দাস,—হিন্দু-ব্রাহ্মণ যবনের দাস. সময়. অদৃষ্ট,—পাপের পরিণাম!—কে অন্যথা করিবে?"—রণজয় এইউত্তরে বিস্মৃত হইলেন, সেই সময়ে সে-ই পূর্ব্ব পরিচারক প্রবেশ করিল। গঙ্গাকিষণ তাহাকে দেখিয়া রণজয়ের মুখে এরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যে রণজয় সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে এ কথার আন্দোলনে তাহার নিষেধ! সে আসিয়া গঙ্গাকিষণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই!"-গঙ্গাকিষণ চলিয়া গেল! সে ব্যক্তি প্রবেশের অব্যবহিত পরেই রণজয় দেখিলেন, কতিপয় সহ-চর সহ মামুদ সহাস্য আস্যে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মামুদের একজন সঙ্গী উপহাস-সূচক স্বরে বলিল,—"আছ কেমন?—মুসলমানের প্রতি তোমার বড় ঘৃণা। জান এখনও তোমার প্রতি মুসলমানেরা যথেষ্ট সততা করিয়াছে, এ সততা তোমার দুষ্টতার ফলের প্রয়োজক, তোমার শোণিতে বধ্য-ভূমি রঞ্জিত হওয়াই আবশ্যক, রণক্ষেত্র সিক্ত হইলে কন্-কনের কলঙ্ক হইত!" কি? মুসলমানের সততা,—যবনের সততা! মহারাষ্ট্রীয়েরা—বিধর্ম্মী যবনেরা সততার প্রার্থনা করে না, মহারাষ্ট্রীয়েরা যবনের ন্যায় মৃত্যুতে কাতর নহে!"—

রণজয়ের এই সদম্ভ উক্তির অসমাপ্তিতেই মামুদ সহাস্য আস্যে বলিলেন,—"ও কথা ছেড়ে দেও, যদি জীবনের ইচ্ছা থাকে নম্র হও, তোমাদের কর্ত্তৃক অপহৃত সম্পত্তি স্বর্ণ-দুর্গের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে রাজকোষে অর্পণ কর,— আমেদ রাজের পদানত হও!"—রণজয় মামুদের কথায় বাধা দিয়া ভয়ঙ্কর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মহারাষ্ট্রীয়েরা মৃত্যুকে ভয় করে না, অধম বিধর্ম্মীর পদানত!—আজ যদি আমার হস্ত নিরস্ত্র না হইত, তবে জানিতে এ পাপ বক্তার রসনা শীঘ্রই ভূমি স্পর্শ করিত,—তোরা না বীরত্বের ভাণ করিস!—যদি বীর বলিয়া মনে অভিমান থাকে,—এখনো আমাকে অসি আনিয়া দে, তোরা অসি ধর,— যুদ্ধে আমাকে বধ কর!—প্রাণের লোভ ভীরুর নিকট দেখাস,"—এই সকল বলিতে বলিতে রণজয়ের মুখ আরক্ত ভয়াল হইয়া উঠিল। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু পদদ্বয় দুর্ব্বহ লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ, দক্ষিণ হস্ত নিতান্ত আঘাতিত, সুতরাং দুর্ব্বল শীর্ণকায় বদ্ধ শার্দ্দূল শৃগালের উপহাসে যেমন উত্তেজিত অথচ অক্ষম, রণজয়ও সেই মত। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল,—দক্ষিণ হস্তের ঔষধ-বেষ্টন-বস্ত্র ভেদ করিয়া শোণিত দেখা দিল! মামুদ তাচ্ছীল্য ভাবে বলিলেন,—"হতভাগ্য,—তোর মৃত্যু নিতান্তই নিকট, দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, আমি আমেদ সাহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া তোর প্রাণনাশাজ্ঞার পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিতে পারিতাম, তুই রাজদ্রোহী দস্যু বটে, কিন্তু তোর অসমসাহস ও যুদ্ধ শক্তি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তোর প্রাণ রক্ষার জন্য নিতান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; তোর দুরদৃষ্ট তাহার প্রতিবন্ধক!"—"বাধ্য হইলাম, যথেষ্ট অনুগ্রহ!"—রণজয় ব্যঙ্গ

স্বরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া পুনরায় সদন্ত রাগ-স্বরে বলিলেন,—"বিধর্ম্মী, তোদের অন্তর ভীরু,—বাহ্যিকই কেবল বীরতা!—নচেৎ প্রাণ রক্ষার লোভ দেখাইয়া মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট সততা দেখাস,—তোদের ঘাতুককে ডাক, রণজয় মৃত্যুকে ভয় করে না, এক রণজয়ের অভাবে সুবর্ণ দুর্গ অধীনতা স্বীকার করিবে না, এক জন মহারাষ্ট্রীয় থাকিতে কখনই সুবর্ণ দুর্গের স্বাধীনতা যাইবে না!"—"দস্যু,—তোর অন্তর বীরের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এখন চরমকাল, ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, কালই তোর পাপের রাজ-বিদ্রোহিতার ফল ফলিবে"—"এই কয়েকটি কথা বলিয়াই মামুদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন,—বাহিরে যাইবার সময় একজন পার্শ্বস্থ অনুচরকে সঙ্কেত করিয়া গেলেন,—সে রণজয়ের হস্তে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিবার জন্য নিকটস্থ হইয়া রণজয়ের হস্তধারণ করিবা মাত্র তিনি বামহস্ত বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইলেন,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আরও আট জন অনুচর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত! রণজয় দেখিলেন,—আর বল প্রয়োগ বৃথা!—সুতরাং সহজেই হস্তদ্বয় বদ্ধ করিতে দিলেন,—বদ্ধ হইলে সকলেই গৃহ হইতে বাহিরে গেল,—কারাগারের দ্বার বদ্ধ হইল, চাবির শব্দ!"

রণজয় চারিদিক্ দেখিলেন,—"আমি কারাগারে,—যা ভাবিয়াছি, তাহাই ঘটিয়াছে!—আমার অনুচরবর্গ বিদেশে শত্রু-ব্যূহে প্রভুবিহীন হইয়া মারা পড়িল! সুবর্ণ-দুর্গ, এত দিনে বুঝি তোমার স্বাধীনতা গেল! দুরাত্মা যবন আমেদ সুবর্ণদুর্গের অধীশ্বর হইবে,—যবনে মহারাষ্ট্রীয়ের স্বাধীনতা নষ্ট করিল! কাল,—তোর এই কি আন্তরিক ইচ্ছা! তিনি ক্রমশঃ অবশ হইলেন, যবন—দুরাত্মা যবন সুবর্ণ-দুর্গ অধিকার করিবে,

রাজপুত্র অবলাগণ পাপাচারী বিধর্ম্মীর বন্দিনী হইবে,—কুসুমি”—রণজয়ের কণ্ঠবাষ্পে রুদ্ধ হইল, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বন্দিনী—কুসুমিকা বন্দিনী—না—সতীর জীবন থাকিতে যবন স্পর্শ করিতে পারিবে না; আমি পামর, স্ত্রী হত্যার ভাগী! কেন কোমলা কুসুমিকাকে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলিয়া আসিলাম! কেন সুবর্ণ-দুর্গে থাকিয়া সমরোদ্যোগ করিলাম না? কেন অসমসাহসে শত্রুদলে প্রবেশ করিলাম? উঃ!—যবনের কর্কশ উক্তি শুনিয়া তাহার মস্তক ভূতলে স্পর্শ করাইতে পারিলাম না!-এখনও কি কুসুমিকার জীবন আছে, ঈশ্বর যেন মৃত্যুকালে আমাকে কুসুমিকা স্মরণ করাইয়া অশ্রু-পূর্ণ নয়ন করাইও না,—এই দগ্ধ-হৃদয়ের পাপীর শেষ ভিক্ষা,-দেখ,—যেন সর্ব্বত্র প্রচার হয়,—“মহারাষ্ট্রীয়ের মৃত্যুর ভয় কি?” চিরকাল যেন মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে,—“মহারাষ্ট্রীয়ের মৃত্যুর ভয় কি?” জগতে যেন চিরকাল প্রতি-ধ্বনিত হয়,—“মহারাষ্ট্রীয়ের মৃত্যুর ভয় কি?”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।——“ছি আমার আশা!”

“ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ত্তয়সি মাং?”

“জগতে সুখী কে?” এ প্রশ্ন করিলে নিরন্তর পরিজন-পালনাশক্ত দরিদ্র বলিবেক,—ধনী, নানা যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগী বলিবেক,—নিরাময় ব্যক্তি! আত্মীয়-বিচ্ছেদ-তপ্ত শোকী বলিবেক,—অশোক প্রাপ্ত! বিলাসেচ্ছু নিঃস্ব বলিবেক,—

মধুকর-নিকর-চুম্বিত সুগন্ধি-কুসুমিত লতোপগূঢ়-আরাম-গৃহ-স্থিত গণিক-জন-পরিবৃত সুরস সুরা-সেবিত বাবু! নিরন্তর ধর্ম্ম সন্ধিৎসু বলিবেক,—ধর্ম্মাত্মা যোগী! যেই যাহা বলুক না কেন,—আমাদের মতে ভার্য্যার অকৃত্রিম প্রণয়ই সকল সুখের নিদান! যে সে সুখ ভোগ করিয়াছে,—সেই জানে! প্রেয়সী ললনার মধুর হাঁসি,—চটুল চারু-চক্ষু ভঙ্গি, প্রেমময় আলিঙ্গন,—যে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে,—জগতে সুখ কি? অকৃত্রিম প্রেম, মধুর শান্তমূর্ত্তি রসময় প্রেম! যে প্রেমে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র আচ্ছন্ন,—সেই অমূল্য প্রেম! প্রিয় পাঠক,—কখন সে প্রেম সে সুখ ভোগ করিয়াছ? যদি সে সুখ ভোগ করিয়া থাক,—তবে তুমিও আমার মতের পক্ষপাতী! যদি সে প্রেম সে সুখ না ঘটিয়া থাকে,—তুমি তবে কখনই প্রকৃত সুখের মুখ দেখ নাই! আমাদের নায়ক রণজয় সে সুখ ভোগ করিয়াছেন,—চরম সুখের অবসানে দুঃখ আছেই আছে,—যে রণজয় নিষ্ঠুরতার দাস হইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে কুসুম-মালা বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন, আজ কিন্তু সেই কুসুম-মালা হৃদয়ে কল্পনার সহযোগে সরোদনে গ্রহণ করিয়াছেন!

রণজয় কারাগারে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা তাঁহার অদূরবর্ত্তী;—হস্ত পদ দুর্ব্বহ লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার যদি সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হইত তবে আর এ সকল কষ্ট ভোগ করিতে হইত না,—অনেকে এইরূপ অবস্থায় পড়িলেই বলে,—কষ্ট ভোগের জন্যই মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন! রণজয়ের মৃত্যুর ভয় নাই,—বীর-পুরুষের মৃত্যুভয় কোথায়? তিনিতো মৃত্যুকে অগ্রসর করিয়াই রণকনে প্রবেশ করিয়া ছিলেন,—তবে তাঁহার অন্তর কাঁপিতেছে কেন? চক্ষু আরক্ত সজল কেন? রণজয় কি কাঁদিয়াছেন? তাঁহার কি "মহারাষ্ট্রীয়ের মৃত্যুর ভয় কি?"—

এই সদম্ভ উক্তি স্মরণ-শক্তি হারাইয়াছে? না,—রণজয় এতো প্রাণের জন্য কাতর নয়,—কুসুমিকা! যে কুসুমিকা এত দিন তাঁহার হৃদয়কে আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়াছিল,—সেই কুসুমিকাই কষ্টের কারণ! যিনি অদৃষ্ট না মানেন মানুন, কিন্তু আমরা বলি,—অদৃষ্ট প্রত্যেক পদে পদে প্রতীয়মান, যে গাণ্ডীব ধনু এক সময়ে কুন্তী-হৃদয়-নন্দন মহাবীর অর্জ্জুনের অতুল আনন্দ-প্রদ একমাত্র অবলম্বন ছিল,—সেই গাণ্ডীব ধনুঃই এক সময়ে সেই গাণ্ডিবী খ্যাত বীরবর অর্জ্জুনের বিষম ভার বোধ হইয়াছিল। আজ রণজয়ের পক্ষে সেই রূপ, তিনি এক্ষণে বীর-পুরুষোচিত সুবর্ণ-দুর্গের স্বাধীনতা নষ্টের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন, কুসুমিকার মোহিনী-মূর্ত্তি সেই আলুলায়িত কুন্তলদাম, আরক্ত-সজল-নয়ন-সুশোভিত সুচারু বদন মণ্ডল হৃদয়ে অঙ্কিত,—যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই মোহিনী-মূর্ত্তি! তাঁহার পূর্ব্বের প্রেম মধুর আলাপ স্মরণ হইতে লাগিল! এখন তাঁহার চিরকালের অভ্যস্ত গম্ভীর ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহার ধৈর্য্যাবরণ প্রবল-বাত্যায় দূরগত হইয়াছে, তাঁহার রসনা অস্পষ্ট স্বরে বারংবার-"কু-সু-মি-কা—কু-সু-মি-কা"—শব্দ সবিচ্ছেদে উচ্চারণ করিতেছে! রণজয়কে যদি সে সময়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিত,—সূর্য্য উদয়ে তুমি কালকবলে নিপতিত হইবে, তুমি ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতেছ কি,—ছি,—কুসুমিকা কি তোমার ইষ্ট দেবতা?"—রণজয় বোধ হয় বলিতেন,—স্বর্ণ প্রতিমা প্রেমময়ী কুসুমিকা ব্যতীত এ সময়ে আমার অন্য স্মরণীয় দেখি না! তাঁহার একমাত্র হৃদয় কুসুমিকার চিন্তাতেই পূর্ণ,—আর অন্য চিন্তা আসিলেই বা স্থান পায় কোথায়?—তিনি সকল চিন্তা বিস্মৃত হইয়া কেবল কুসুমিকার চিন্তাতেই রত!—

"বন্দিনী,—যবনের হস্তগতা! মহারাষ্ট্রীয় রমণী যবন-কর-স্পর্শিতা! উঃ--কি ভয়ানক, শৈলেশ! তুমি কি জীবন থাকিতে অবলাগণকে যবনের হস্তে সমর্পণ করিবে?—সমর কি জীবিত,—তুমি কি জীবনে আমার ন্যায় শত্রু ভবনে বন্দী! এ সংবাদ কি স্বুবর্ণ-ছুর্গে পৌছিবে না! সতীর জীবন কতক্ষণ বিধবা অবস্থায় থাকিবে? শৈলেশ্বর,—সংবাদ পাইয়া থাকতো অগ্রসর হও, নারী-বধে ভয় করিও না, কুসুমিকাকে সংবাদ দেও?—কেন কুণ্ঠিত হইতেছ?" রণজয় যথন কল্পনার সহযোগে এই সকল প্রলাপ উচ্চারণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সূর্য্যদেব অরুণকে অগ্রসর করিয়া উদয়-পর্ব্বতের শিখর দেশে উত্তীর্ণ হইলেন, বাসন্তী রজনী নিষ্ঠুরভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কনকন হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিল, সময় কাহারও হাতে ধরা নয়, এ মূল্যবান্ বাক্য কথনই মিথ্যা নহে! ঈশ্বরের নিয়ম কে অন্যথা করিবে? মামুদ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—রজনী প্রভাতে রণজয়ের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হইবে? সূর্য্যদেব কি রণজয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য কিছু বিলম্ব করিতে পারিলেন? পতিপ্রাণা পোঢ়া সতী বিরহান্তে স্বামি-সহবাসের সময়, চোরেরা চৌর্য্যকার্য্যের সময় যতই কেন দীর্ঘযামিনীর সূর্য্যদেবের অনুদয়ের প্রার্থনা করুকনা, সূর্য্যদেব যথা সময়ে উদয় হইবেনই হইবেন! ঐশ্বরিক নিয়ম কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করে না! কারাগৃহের গবাক্ষে ভগবান্ সহস্র রশ্মির কিরণ পড়িল, রণজয় চম্‌কাইয়া উঠিলেন"—"আর বিলম্ব নাই, এখনি আমেদের দূত বধ্য ভুমিতে লইয়া যাইবার উদ্দেশে আসিবে, এখন কাতর হওয়া অকর্ত্তব্য!—কুসুমিকা, নিষ্ঠুর হৃদয় রণজয় জন্মের মত এ জীবনের মত তোমার নিকট বিদায় লইতেছে, তোমার সহিত

আর দেখা হইল না, চিরকালই তোমার সহিত নিষ্ঠুরতা করি-য়াছে, কেন নবনীতবৎ কোমল হৃদয়ের সহিত পাষাণ হৃদয়ের প্রেম হইল? কুসুম,—কোন পাপে তোমার এমন নিষ্ঠুর আশ্রয় হইল!”—“মৃত্যু,—আর বিলম্ব কেন? যাতনা অসহ্য! প্রাণ একটু পূর্ব্বে নির্গত হও! পাপদেহে থাকিতে আর ইচ্ছা কেন? আমি কি তোর জন্য কাতর হইব,—যখন কুসুমিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন তোরে পরিত্যাগ করিতে কাতর? ছি,—মহারাষ্ট্রীয়ের সকল যন্ত্রণা সয়, প্রাণের মায়া এ কথা সহিবে না! তবে আমার চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে কেন?—তবে হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? কুসুমিকা,—শেষ অবস্থায় কুসুমিকার মুখ দেখিতে পাইলাম না, সুবর্ণ দুর্গের স্বাধীনতার জন্য কোন উপায় করিতে পারিলাম না,”—হঠাৎ গবাক্ষ হইতে এক খানি কাগজ পড়িল, রণজয় আবার চমকাইলেন,—এ কি?—তিনি আস্তে আস্তে কাগজখানি তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু উভয় হস্তই বদ্ধ, বহু কষ্টে পত্রখানি লই-লেন! তাহাতে কয়েক ছত্র লেখা,—“জীবন রক্ষক! সহজে তোমার জীবন যাইবে না,—হতাশ্বাস হইও না। যে রমণীকে তুমি মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিবে!”—একবার দুই-বার তিনবার পাঠ করিলেন,—এ কি!—আশা!—শত্রু-শিবিরে কারাগারে প্রাণের আশা! এ পত্র কে কাহাকে দিলে! কারা-গৃহে,—একমাত্র কারাবাসীর গৃহে আমাকে ব্যতীত কাহাকে দিবে! স্ত্রীলোকের ন্যায় অক্ষর, যাহাদের অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছি,—তাহাদেরই এক জনের!—স্ত্রীলোকের দুরাত্মা যবন আমেদের নিকট হইতে চিরশত্রু রণজয়কে উদ্ধার করিবার আশা!”

পাঠক,—চির পরিতৃপ্ত হৃদয় মৃত্যু-প্রার্থী রণজয়ের মুখ দেখ, জগত মনোহারিণী মোহিনী আশা চপলার ন্যায় মধ্যে মধ্যে রণজয়ের মুখে ক্রীড়া করিতেছে! রণজয় আবার পত্র-খানি পড়িলেন!—"এখনও আমার জীবনের আশা, রমণীর দ্বারা জীবন লাভের প্রত্যাশা! আমি বীর,—আমি মহারাষ্ট্রীয়ের অধীশ্বর,—আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমার আবার এখনও প্রাণের আশা,—"ছি আমার আশা!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম-প্রকাশ।—আমি তোমারি!

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং।
————————————কি মিহোত্তরেণ?"

প্রিয় পাঠক,—কারাগারে আর কতক্ষণ থাকিবে?—চল,-একবার এলাহিজান ও আবদুলের কথোপকথন শুনিয়া আসি,—নবাবের বেগমকে যুবকের নিকট একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছি, চল,-তাহাদের ভাব ভক্তি দেখিয়া আসি।

আবদুল এলাহিজানকে দস্যু-দলপতির বন্দী সংবাদে মলিনা দেখিয়া বিস্মৃত! আবদুলের অন্তর সংশয়ে নিমগ্ন হইল, তিনি এলাহিজানের মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন,--কিছু বলিবার ইচ্ছা,-ভরসা হয় না; সংশয়ে আকুলিত হইয়া বলিলেন,—"বেগম"—এলাহিজান আবদুলের কথায় বাধা দিয়া দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"ভাই,-তুমি কি একেবারে সম্পর্ক ভুলিয়া গেলে? আমায় কি তোমার বেগম সম্বো-ধন যুক্তি যুক্ত? আমায় আর বেগম সম্বোধন করিও না!—" আবদুল এই কথায় কিছু কুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার হৃদয় দ্বি-

গুণতর সংশয়ে নিমগ্ন হইল! তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"আপনার সহিত সম্পর্ক সুতরাংই আমার ভুলিতে হইয়াছে!"—আবদুলের নয়ন সজল হইল,—একটু নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় বলিলেন,—"যে দিন আপনি নবাবের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন,—সেই দিনই আমার সুতরাং সব ভুলিতে হইয়াছে, সেই দিনই আমি আশা বিহীন!"--আবদুল আর কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি সচকিত, স্তম্ভিত ও অপ্রতিভ! এলাহিজান বলিলেন,—"আবদুল, ভ্রাতঃ! নবাবের হৃদয় অধিকার!-সময়,-অদৃষ্ট! যে সময়-যে অদৃষ্ট তোমার বিরহে দগ্ধ করিয়াছিল, যে সময় যে অদৃষ্ট বিশ্বাস—ঘাতকের অন্তঃপুরে বন্দিনী করিয়াছিল, সেই সময় সেই অদৃষ্টই আমাকে আমেদের প্রণয়িণীভুক্ত করিয়াছে! আশা-বিহীন!—এই কি তোমার ভালবাসা?" "এলাহিজানের চক্ষুঃ হইতে অশ্রু জল পড়িল,—আবদুল অধৈর্য্য হইলেন, তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর,—ম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগ্নি,--তবে কি তোমার অন্তর আমেদকে ভাল বাসে না?"—"তাহা আমি বলিতে অক্ষম,—তুমি বিবেচনা কর, তোমার নিরাশ অন্তঃকরণ বিবেচনা করুক।"—এলাহিজান সেই ম্লানমুখে একটু হাসিয়া এই কয়েকটি কথা বলিলেন। উভয়ের চক্ষুঃ আহ্লাদে ভাসিল, উভয়ের মুখে সংস্থাপিত হইল!—"আবদুল,-ভাই,-তোমার কি বালককালের সে সকল কথা স্মরণ আছে?—বাটীর পশ্চাতের সেই উপবনে উভয়ে যখন কুসুম চয়ন করিয়া পরস্পর মালা গাথিয়া পরাইয়া দিতাম, উভয়ে যখন একত্রে কুসুমের ঘ্রাণ লইতাম, যখন লতামণ্ডপের শিলাপটে তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তোমার স্নেহপূর্ণ মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শয়ন করিতাম,—তখন আমি যে রূপ আনন্দসাগরে ভাসিতাম,—তাহা স্মরণ আছে?

তুমি এখন কনকনের প্রধান ধনী,—পৈত্রিক ধনেই অতুল ধনের অধীশ্বর, কনকনের সর্ব্বে সর্ব্বা,—কনকনের অধিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সুতরাং তোমার অন্তর আহ্লাদে নিরন্তর মগ্ন,—তোমার সে সকল কথা স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সুখভোগ ফুরাইয়াছে, আমি সেই পর্য্যন্ত আর সুখের মুখ দেখি নাই,—আমার হৃদয়ে সে সকল কথা অঙ্কিত! আমি আমেদের বেগম নহি, লোকে—নবাবের বেগমেরাই আমাকে ব্যভিচারিণী দাসী বলিয়া উপহাস করে! তোমাদের নবাব আমাকে প্রণয়িণী সম্বোধন করিয়াই চরিতার্থ করিয়াছেন,—বিবেচনা করেন। আজতো আমি ভস্মসাৎ হইতাম,—আমার নাম কেবল কাহার ও কাহারও অন্তরে জাগরূক থাকিত, নবাবের কি সদয় ব্যবহার, কি মধুর প্রেম! কৈ আমাকে উদ্ধারের কি কিছু মাত্র উপায় করিয়াছিলেন? তোমরা যাহাদিগকে দস্যু বল তাহাদের কৃপা না হইলে আর কি তোমার সাক্ষাতে আজ মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতাম? অনেক দিন মনে করিতেছি,—তোমাকে সকল কথা—শেষ কথা—বলিব! সময়াভাব, উভয়ের নির্জ্জনে দর্শনাভাব! আজ বুঝিলাম,—তুমিও আমার আশা ত্যাগ করিয়াছ! আমার জীবন অতি অল্পকাল এ দেহে বাস করিবে, আর অধিক দিন এ জীবন ধারণ করিতে পারি না। তোমার নিকট শেষ প্রার্থনা,—শুনিবে?"—এলাহিজান আবদুলের হস্তে হস্তার্পণ করিলেন, আবদুলের শরীর কণ্টকিত হইল, আবদুলের আর প্রতিশ্রুত করিতে হইবে কেন? তাহার মন নিরন্তরই এলাহিজানের প্রতি অর্পিত!—কেবল ভয়ে লজ্জায় দুরাকাঙ্ক্ষাবোধে মনের ভাব মনেই রাখিয়াছিলেন!—"কি বল,—তোমার কি প্রার্থনা? আমার জীবন আমি তোমার প্রার্থনায় অনায়াসে

অক্লেশে দিতে পারি!—আবদুলের অধৈর্য্য ভাবের এই কথা শুনিয়া এলাহিজান বলিলেন,—"আবদুল,—তুমি বিবাহ কর নাই কেন,—আমার ইচ্ছা;—তুমি শীঘ্র বিবাহ কর, আমি দেখিব,—আমোদ করিব,—জীবনের শেষ আশা ত্যাগ করিব!"—আবদুল উত্তর করিবার চেষ্টা করিলেন,—তাঁহার রসনা কথা কহিতে পারিল না! গদ্গদস্বরে অস্ফুট প্রেম-মধুরস্বরে ক্ষণবিলম্বে বলিলেন,—"এ অনুরোধটী রক্ষা করিতে পারিলাম না,—আমার অন্তর আর প্রণয় উপভোগ করিতে কাতর! একবারকার প্রেমেই সে চিরকাল ভারাক্রান্ত!—আর কি বল,—আমি শুনিব!"—"আর এক অনুরোধ,—আমার জীবন যদি তোমার যত্নের সামগ্রী হয়,—তবে যে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন,—তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিবে!"—এলাহিজানের এই কথায় আবদুল বলিলেন,—"আমার চেষ্টায় কি হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তোমার অনুরোধে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি! তোমার কথায় আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব! বন্দীর জীবনের আন্তরিক যত্ন করিব,—কিন্তু কত দূর সিদ্ধ হইবে তুমিই জান,—তোমার অনুরোধ নবাব যদি রক্ষা না করেন, তবে যে আমার কথা শুনিবেন, এ আশা বৃথা! ভগ্নি,—দুইটীই তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা,—আমার বিবাহে তোমার লাভ?—আমার অন্তর আমি যতদূর জানি; অন্যে ততদূর জানা সম্ভব নহে; আমি বলিতে পারি,—আমার বিবাহের কথায় অন্তর কেবল রোদন করে,—বিবাহ:—সম্বন্ধ,—জাতি বিবাদ,—প্রতিজ্ঞা—স্মরণ হইলে আমার অন্তর আকুলিত হয়! দস্যুর প্রাণরক্ষার চেষ্টা;—প্রত্যুপকার,—কৃতজ্ঞতা—এই বটে;—কিন্তু তাহা অভাবনীয়—অচিন্তনীয়; আজকার ঘটনা স্মরণ করিলে কনকনের কে দস্যুর জীবন

রক্ষার যত্ন করিবে?"—আবদুলের কথার পরি-সমাপ্তিতে এলাহিজান কহিলেন—"আমি জানি,—তোমার যত্ন উভয় কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারে,—যাহা হইবার হইয়াছে, তুমি স্পষ্টই বলিয়াছ—আমার আশা ত্যাগ করিয়াছ,—তবে আর বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন?——" "অনিচ্ছুক,—আমার ইচ্ছা বিরোধী,—যে প্রণয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলাম তাহার কষ্ট—চিরকাল ভোগ করিতেছি, আমার এখন এই প্রার্থনা,—নবাবের অন্তঃপুরের এক মাত্র অধিষ্ঠাত্রী হও,—কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ রাখিও,—মধ্যে মধ্যে আমায় দেখা দিও,—"তবে তোমার অন্তর কি আমায় বিস্মৃত হয় নাই? আমাদের প্রণয় কি?"—আবদুল এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"প্রাণ শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না, আমার দেহে জীবন থাকিতে শিরায় শিরায় প্রণয় সমান প্রবাহিত হইবে!"—"তবে তুমি কি এক্ষণে আমাকে পাইলে বিবাহ কর? মনে কর,—আমেদ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আমেদ অকালে কালকবলিত হইলেন,—আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিলাম,—তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে?"—এলাহিজান এই প্রশ্ন করিয়া আবদুলের মুখে উত্তর প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন!—আজ আবদুল এলাহিজানের ভাবের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত! যে পর্য্যন্ত এলাহিজানের সহিত আবদুলের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সেই পর্য্যন্তই আবদুলের অন্তঃকরণ এক নিমেষ কালও সুখ ভোগে বঞ্চিত! যতদিন এলাহিজানের সংবাদ না পাইয়াছিলেন,—ততদিন বরং অনেক বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু পুনরায় নবাবের অন্তঃপুরে এলাহিজানকে দেখিয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির! তিনি নিরন্তর এলাহিজানের সাক্ষাতের অভি-

লাষ করিতেন,—কিন্তু যখন দেখা হইত,—তখন তাঁহার অন্তর ঈর্ষার ক্রোধে ক্ষোভে আকুলিত হইত! এক নিমেষও, তিনি এলাহিজানের প্রণয়ের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অথচ নবাবের প্রণয়িণী তাঁহার মনোহারিণী মনে হইলেই তৎক্ষণাৎ আশায় জলাঞ্জলি দিতে চেষ্টা করিতেন! কুহকিনী আশা,—পরিতাপি-জন প্রাণ-রক্ষা কারিণী আশা,—যে আশায় বয়ঃপ্রাপ্ত-সন্তান-নিহত বৃদ্ধকে বিবাহ দেওয়ায়,—যে আশা সমুদ্র-নিমগ্ন ব্যক্তিকে সন্তরণ দেওয়ায়, সেই আশাই আব-দুলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং আবদুল সে আশাকে পরিত্যাগ করিবেন,—এ ক্ষমতা কোথায়? আজ আবদুলের সেই আশা উদ্দীপিতা হইল! তাঁহার অন্তর হাঁসিল,—অনেক দিনের পরে হাঁসিল! প্রণয় আশা আহ্লাদ তাঁহার রসনাকে আক্রমণ করিল, কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন,—বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, তাঁহার চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিল,—মুখের অবয়ব নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-প্রকাশক! মৃদুস্বরে সবিচ্ছেদে বলি-লেন,—আমি তোমারি,—ভগ্নি! আমি তোমার কথার উত্তর দিতে অক্ষম,—আমি তোমারি!"

চিরকালের প্রণয় স্রোতঃ আজ মিশিল,—প্রণয়ের তরঙ্গ উভয়েরই হৃদয়ে আঘাতিত হইতে লাগিল! উভয়ের অন্তর হাঁসিল,—কাঁদিল,—কাঁপিল,—একত্রে অপরিসীম চিরন্ত-দুঃখের-স্রোতকে ফিরাইল! সুখের উৎস বিস্তারিত হইল! উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিলেন,—আজ আবদুল নবাবের প্রণয়িনীবোধে এলাহিজানের সহিত সসম্ভ্রমে যে কথা কহিতেন,—তাহা ভুলিয়া গেলেন! নবাবের প্রণয়িণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন,—আহ্লাদের প্রণয়িণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন,—তাহা বিস্মৃত হইলেন। উভয়েই বাক্য শূন্য,—

উভয়েই নিস্তব্ধ! উভয়েই মৃদুস্বরে অন্তরের ভাব প্রকাশক স্বরে মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমারি!!!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মনের ভাব প্রকাশ!—এই যথার্থ প্রত্যুপকারেচ্ছা?

"————— —————

কং স্ত্রীন মোহয়তি?————"

পাঠক,—কখন প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছ? প্রণয়জল-রাশি কখন তোমাকে আকুলিত করিয়াছে? প্রণয়রসে কখন তোমার স্বর বদ্ধ করিয়াছে? যদি কখন তুমি সে ভাবে পড়িয়া থাক, তবে এলাহিজানের ও আব্দুলের তখনকার মনের ভাব অপরিস্ফুট-প্রণয় সম্শ্লিষ্ট মধুর-বাক্যে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে! এলাহিজান আব্দুলের সহিত বিচ্ছেদের পর আমেদের অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ হইলেও আর আব্দুলের প্রতি অধিক স্নেহ জানান নাই,—অধিক ক্ষণ আব্দুলকে দেখেন নাই,—আব্দুলের সহিত অধিক কথা কহেন নাই, আব্দুলকে দেখিলেই ম্লানবদনে হাঁসিতেন, আব্দুলের মুখে শ্লেষোক্তি শুনিলে বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিতেন। আজ এলাহিজানের মুখ ফুটিয়াছে,—আজ আর সে ভাব নাই, আব্দুল গৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, যদিও প্রথমতঃ একবার আব্দুলের প্রণয়সূচক ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই!—"আব্দুল,—ভ্রাতঃ,—হৃদয়েশ্বর—আমি মরিব,—অনেক দিন স্থির করিয়াছি, মরিব!—কেবল তোমার সহিত একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত এ পাপজীবন

দেহে রহিয়াছে! আমি যদি নবাবের অন্তঃপুর চারিণী না হইতাম,—আমি যদি একজন সামান্য লোকের অন্তঃপুর প্রবেশ করিতাম,—তবে কখন না কখন আমার ইচ্ছা ফলবতী হইবার সুখভোগের আশা থাকিত!—ভাই,-আমি পাপী, আমার রসনা,—আমার কঠিনা চাটুসম্বাদিনী রসনা আমেদকে "প্রাণনাথ" সম্বোধন করিয়াছে,—আমি প্রতিজ্ঞায় স্বতঃই হউক,—বা অগত্যাই হউক জলাঞ্জলি দিয়াছি! মনে পড়ে,-এক দিন লতামণ্ডপে,—আমাদের সেই ত্রিকোণ পুষ্করিণীর লতামণ্ডপে নির্জ্জনে বলিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,——ভাই,—যদি এলাহিজান বিবাহ করে, তবে আবদুলই তাহার বর,—যদি এলাহিজান কাহাকেও পতি-সম্বোধন করে,—আবদুলই তাহার পতি!—আমি সে প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিয়াছি! হৃদয়েশ্বর,—তুমি তো সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর নাই! আমি পাপী,—আমি কেন তোমার চারু-বদনমণ্ডল কেবল দর্শনাশায় নবাবের প্রলোভনে মোহিত হইয়াছিলাম?-আমি কেন নশ্বর জীবন ত্যাগ করি নাই?—আমি অসতী"—এলাহিজানের আক্ষেপ ব্যঞ্জক স্বরের এই সকল কথার অবসানেই আবদুল বাধা দিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে, আমিই পাপী,—আমি কেন তোমাকে সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া অনুতাপ-সাগরে ভাসাইতেছি,—অবলা,—কুল-পিঞ্জরের বিহঙ্গিণী পিতৃ মাতৃ মতানুকারিণী রমণীকে কেন সে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলাম?—তোমার পিতার আমার সহিত নিতান্ত প্রণয়ে অমত জানিয়াও কেন সে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম? কেন তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াও বিদেশে ছিলাম? কেন সে সময় তোমার অনুষ্ঠান করি নাই?—কেন নবাব যখন তোমাকে প্রণয়িণী শ্রেণীভুক্ত করেন,—আমি আপত্তি করি নাই! আমি

কাপুরুষ,—আমি ভীরু! আমাকে লোকে বীর বলে! আমি কনকুনের রক্ষক? অথচ যে আমার হৃদয়েশ্বরীর অধিকার করিল,—যে আমায় চিরদুঃখে মগ্ন করিল,—যে আমার সুখের পথে কণ্টক রোপন করিয়াছে,—তাহারই দাস,—তাহারই আজ্ঞাবহ!”—আব্দুলের চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইল,—বাষ্পবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল,—মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল! এলাহিজানও আবদুলের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন,—“আব্দুল,—তুমি কি আমায় অসতী বোধে অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে?—আব্দুল এলাহিজানের কথায় চম্‌কাইয়া উঠিলেন!—‘ঘৃণা’—তোমার প্রতি ঘৃণা,—আমি জীবন থাকিতে একথা শুনিলাম! এলাহিজান,—প্রণয়িণী, জীবিতেশ্বরি,—হৃদয়েশ্বরি,—তুমি আমাকে তাচ্ছল্য কর, ঘৃণা কর,—আমার অন্তর তোমাকে কখনই ঘৃণা করিতে পারিবে না”—“তবে আমি সহজে আত্মহত্যা করিব না,—তবে আমি সহজে আমার এ চিরদগ্ধ চির কষ্টসহ প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিব না,—আমি তোমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইব এই লাভ, এই আমার এজন্মের সুখ,—এই আমার ইহ জন্মের প্রত্যাশা, এই আমার জীবন ধারণের অবলম্বন!”—এলাহিজানের কথায় আব্দুল আকুলিত হইলেন,—“এলাহিজান,—ভগ্নি,—আত্মহত্যা,—এই কি মনস্থ করিয়াছিলে? আমার জীবনের পরিণাম কি? জগদীশ্বর এ পাপীর অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন—” এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এলাহিজান তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—কে,—রোসনজাহা!”—রোসনজাহা উত্তর করিল,—“বেগম—আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত,—রাত্রিও অধিক নাই!”—“যাও,—আমি যাইতেছি।”—এলাহিজানের কথায় রোসনজাহা বাহিরে গেল! এলাহিজান

আবদুলকে বলিলেন,—"আর অধিক সময় নাই,—এক্ষণেই রাক্ষসের গৃহে যাইতে হইবে, একটী কথা,—দস্যুদলপতিকে প্রাণপণে যে রক্ষা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—তাহা বিস্মৃত হইও না, সহজে জীবন রক্ষকের বিনষ্ট হইতে দিব না,—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার সহায় কেবল তুমি,—আর আমার কেহ আত্মীয় নাই!"—আবদুল এই প্রতিজ্ঞায় চমৎকৃত!—"কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা,—কুলপিঞ্জরের বিহঙ্গিনী অবলার একি প্রতিজ্ঞা,—এ মনস্থ ত্যাগ কর!"—এলাহিজান আবদুলের কথায় বাধা দিয়া আরক্ত বদনে সাহস ক্রোধ বিমিশ্রিত কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"কি নারী জাতি কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়?—নারী জাতির কি কিছুমাত্র সার নাই! প্রত্যুপকার-কৃতজ্ঞতা স্বীকার কি নারী দ্বারা সম্ভবে না? আমরা কি প্রাণের মায়ায় এতো কাতর? জীবন অন্তর্হিত হউক, তথাপি প্রত্যুপকারের চেষ্টা করিব! এ প্রাণ থাকিতে কখনই প্রাণ রক্ষাকারীর জীবন বিনষ্ট হইতে দিব না!"—আবদুল সবিস্ময় চকিতে এলাহিজানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই যথার্থ প্রত্যুপ-কারেচ্ছা!" গৃহের প্রতিধ্বনি আবদুলের কথার অনুকরণ করিয়া বলিল,—"এই যথার্থ প্রত্যুপকারেচ্ছা!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমেদ-দর্শনে।—জীবনে কি সুখ নাই?

"এতৎকাম ফলং লোকে যদ্দ্বয়োরেক চিত্ততা,
অন্যচিত্তকৃতে কামে শবয়োরিবসঙ্গমঃ॥"

আমেদের অন্তঃপুর আজ শ্রীভ্রষ্ট, অধিকাংশ গৃহই অগ্নি-যোগে বিবর্ণ প্রাপ্ত,—ভগ্ন! একটি গৃহে আমেদরাজ-সুবর্ণ-

বিনির্ম্মিত পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট,—মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেছেন, এলাহিজান আমেদের পদতলে, আমেদের মুখ আজ প্রকৃতি অপেক্ষা বিভিন্ন,—বিরক্তি-ব্যঞ্জক,-রাগ-প্রকাশক,—ও ক্লেশ সন্তপ্ত! আমেদসাহ এলাহিজানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"নারী—অবিশ্বাসিনী, নারী—পাপচারিণী!

প্রণয়,—দম্পতিকুল-মনোহারক,—বন্ধুজন-হৃদয় সন্তোষদায়ক বিশুদ্ধ প্রণয় চিরসুখ নিদান! এলাহিজানের সহিত আমেদের সে প্রণয় নয়, যে প্রণয় দম্পতি বিচ্ছেদে পরস্পরের হৃদয় আকুলিত করে,—প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করায় যে প্রণয়ে উভয়ের শিরায় শিরায় আনন্দ-রস প্রবাহিত করে,—যে প্রণয়ে উভয়ের চক্ষু পরস্পরকে একমাত্র দর্শনীয় বোধ করায় যে প্রণয়ে সুখ দুঃখ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া অবস্থিতি করে, যে প্রণয় উভয়ের হৃদয় সমান অধিকার না করিলে চলে না, উভয়ের হৃদয় বিনিময়, স্নেহ-বিনিময়,—যে প্রণয়ের অঙ্গ, যে প্রণয় সহৃদয় সম্পতির ঘটিয়া থাকে,—সরল হৃদয়ের ঘটিয়া থাকে,-সরলতা সে প্রণয়ের অঙ্গ,—আমেদ কখনই সে প্রণয় করিতে জানে না,—আমেদের অন্তর সে প্রণয়ের আধার নয়,—আমেদ চতুর,-কুটিল ও অহঙ্কারী!—এলাহিজানের হৃদয়ও আমেদের সহিত সে প্রণয় করিতে চাহে না,—সুতরাং এলাহিজানও আমেদের প্রকৃতির অনেক অনুসারিণী, উভয়েই বাহ্যিক প্রণয় দেখাইতে ব্যগ্র!—অন্তরে ভালবাসা উভয়েরই নাই! উভয়েই সন্দিগ্ধচেতাঃ,—উভয়েই বিভিন্ন! মৃত্যু নিকটস্থ বৃদ্ধের সহিত যুবতীর প্রণয় যে রূপ সন্দেহময়, ইহাদের প্রণয়ও তদ্রূপ! আমেদ তিনবার এলাহিজানকে আনিতে আবদুলের বাটীতে লোক পাঠান,—কিন্তু এলাহিজান আবদুলের সহিত

কথা কহিতে থাকায় বিলম্ব হইয়াছে, এলাহিজান তিনবার লোক যাইলে আসিয়াছেন, আমেদ একে রণক্ষেত্রের ঘটনায় বিরক্ত,—রাগত, তাহাতে সুরাপানে প্রমত্ত, তাঁহার হৃদয় সন্দেহে রাগে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উপর সুরাপান করিতেছেন, সুরা তাহার ক্রোধকে উদ্দীপিত করিতেছে, তিনি সন্দেহ বিরক্তি-স্বরে এলাহিজানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "নারী অবিশ্বাসিনী,—নারী পাপচারিণী!" এলাহিজান তাচ্ছল্য হাস্য স্বরে বলিলেন,—"জনাব,—নারী কুল-পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, নারী স্বামী মাত্র অবলম্বনা। আজতো নারী অগ্নিদগ্ধা হইত, কেবল যদি সেই বীর পুরুষ আমাকে উদ্ধার—" আমেদ এলাহিজানের কথায় দ্বিগুণতর ক্রোধে বাধা দিয়া বলিলেন,—"অগ্নিদগ্ধা,—বীর,—দস্যু-বীর! দুরাত্মা বিধর্ম্মী কাফের দস্যু বীর! পাপিয়সী,—তুই যদি অগ্নিতে ভস্ম হইতিস্ তবে কেবল আমার ক্ষণকাল একটি সুন্দরী কুচরিত্রা নারীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইত মাত্র! এলাহিজান আমেদের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষু প্রকৃতি অপেক্ষাও চঞ্চল হইল,—"আমি অবিশ্বাসিনী!——যে যাহার আশ্রয় লইয়াছে, তাহার এই সততা, প্রণয়ের এই নিদর্শন। জনাব,—আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে আমি সম্পূর্ণই আপনার অধীনা! সুতরাং [illegible] বলিতে কুণ্ঠিত, সামান্য গৃহস্থেরও রমণী বিপন্না হইলে, সে আপনার প্রাণ দিয়াও তাহার উদ্ধার সাধনে যত্নবান হয়! কিন্তু আপনি কি আমার উদ্ধারের জন্য কিছুমাত্র যত্ন করিয়াছিলেন? কেন,—করেন নাই! যে প্রণয় দম্পতি বন্ধনের দৃঢ় রজ্জু সে প্রণয় আপনি করিতে জানেন না! আমেদরাজ এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া সেই ভাবে বলিলেন,—

"পাপিয়সি,—কলঙ্কিনি,—যথেষ্ট উপদেশ পাইলাম, থাক,—তোর অধিক কথায় কায নাই, আমি বুঝিয়াছি।" এলাহিজান চতুরা—বুদ্ধিমতী, স্বভাবতঃই প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহার সহচারিণী! নবাবের ভাব ভঙ্গি দর্শনে দেখিলেন,—তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিলে অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই! সুতরাং তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ চতুরতা করিলেন!—এলাহিজানের ক্রোধ-সহচর মুখ-ভঙ্গি অন্তর্হিত হইল, চক্ষুর রাগ আরক্ত ভাব অনুরাগে পরিণত হইল! সেই চক্ষুঃ নবাবের হৃদয়কে লক্ষ্য করিল! এলাহিজান দুঃখিতস্বরে,-দুঃখ অথচ অনুরাগ প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—"জনাব,—দাসীর অপরাধ মার্জ্জনীয়,—আপনার প্রণয়সূচক স্নেহেই দাসী আস্পর্দ্ধা পাইয়াছে,-আমার হৃদয় অত্যন্ত দুঃখেই আপনার মান সম্ভ্রমের অনুপযুক্ত কথা কহাইয়াছে! এলাহিজান কাঁদিলেন,-আমেদের মুখে কটাক্ষ শর নিক্ষেপ করিয়া অশ্রু জল মোচন করিলেন,—"জীবনে আপনিই আমার সহচর!" নবাবের সেই ভীষণ মুর্ত্তি কিছু নম্র হইল, এলাহিজানের অস্ত্র নবাবের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিল! আমেদ চিরকালই কামের বশীভূত, সুতরাং তাঁহার সদৃশ লোকের হৃদয়ে কুসুমশর শীঘ্রই আঘাত করে! এলাহিজানের অশ্রুজল সম্পৃক্ত রাত্রি জাগরণ সূচক কষায়িত লোচনে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল!—"এলাহি,-তুমি বুদ্ধি হীনা, দেও সুরা!-এলাহিজান অনুজ্ঞা মাত্র সুরা দিলেন, এক দুই তিন পাত্র উপর্য্যুপরি সুরা প্রদত্ত হইল, আমেদ কহিলেন, "এলাহি,-কাঁদিতেছ?" এলাহিজান আরো কাঁদিলেন, সরোদনে বলিলেন,-"জনাব,-দাসী আপনার নিকট সহস্র অপরাধিনী হইলেও ক্ষমা পাত্রী!" পুনরায় সুরা,-নবাব সুরাপান করিতে করিতে বলিলেন,-"ক্ষমা,—তোমাকে ভাল বাসি,—

নচেৎ এখনও তুমি নিকটে!”—আমেদ অস্পষ্ট ভাবে এই কয়েকটী কথা বলিলেন,—এলাহিজান সেই ভাবেই বলিলেন,—“আমি এতো কি অপরাধ করিয়াছি?”—তখন এলাহিজানের অভীষ্ট সিদ্ধির উপক্রম হইয়াছে,—আমেদ আর কথা কহিতে অক্ষম,—জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত,—বাক্যের সম্পূর্ণ জড়তা!—“প্রিয়ে—তুমি—রাক্ষসী,—পাপিয়সী, চক্ষু তোকে ভাল বাসে, অন্তর কি ভাল বাসে?—তুই পিশাচি!”—সেই জড়তাময় স্বরে এই কয়েকটি অসম্বন্ধ কথা উচ্চারিত হইল, ক্রমশঃ চৈতন্য সমূলে নষ্ট হইল, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

এলাহিজান নবাবকে ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে দেখিলেন,—কি ভাবিলেন,—মৃদুস্বরে সবিচ্ছেদে বলিলেন,—“পাপিয়সী,—অন্তর কি তোকে ভাল বাসে?”—তাহা জানি, দুরাত্মা তোকে চিনি,—আমার অন্তর কি তোকে ভাল বাসে? তবে অগত্যা ভাল বাসা দেখাই মাত্র! আজ সব ফুরাইল,—[illegible] যে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সেই দেব সদৃশ বীর [illegible] নিকট নিধন প্রাপ্ত হইবে,—এ দেহে শোণিত প্রবাহিত থাকিতে হইবে না, প্রাণপণে উদ্ধারের চেষ্টা করিব,—আমার জীবনে চিরকালই কষ্টভোগ করিলাম,—দেখিব—জীবনে কি সুখ নাই!!”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শয়নে!————জাগরে?

“কোপস্তয়া হৃদিকৃতো ময়ি————
সোঽস্তু প্রিয়ং তব——কিমত্র বিধেয় মন্যৎ?”

সূর্য্যদেব আপনার কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, নৈত্যিক

কার্য্যের বাধ্যতায় তাঁহার মুখ ক্রোধ-সূচক আরক্তাভ হইল, ভয়ানক মূর্ত্তির পূর্ব্বভাব,—কিরণ চতুর্দ্দিকে স্ফুরিত,—জগৎ উদ্ভাষিত! নিশাচরেরা অরুণের ছায়া দেখিয়াই পলায়ণ তৎপর!—জীবগণ প্রাত্যাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যগ্র! উদর, স্বার্থ সাধনোদ্দেশি উদর পোষণের জন্য সমস্ত জীবই ব্যগ্র!— পশুকুল আহারান্বেষণে তৎপর হইল,—পক্ষিগণ নিদ্রাভঙ্গ-সূচক ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ করিয়া চারিদিকে চলিল! মনুষ্য-জীবন তদপেক্ষা কষ্টে পতিত! কেহ হয়তো কোন কার্য্য সাধনোদ্দেশে বিদেশে যাইবে, সমস্ত রাত্রি হয়তো নিদ্রা হয় নাই,—চক্ষু নিদ্রায় আচ্ছন্ন,-শরীর অবশ,—কি করে অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিল! আস্তিকেরা ঈশ্বরের স্মরণ করিতে লাগিল! অলস নিদ্রা ভঙ্গেও সহজে শয্যার মায়া ত্যাগ করিতে পারে না,—এ পাশ ও পাশ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল, কিন্তু সূর্য্যদেবকে স্বকার্য্যে অগ্রসর দেখিয়াই সকলেই স্বকার্য্যে ব্যস্ত! অলস উঠিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী! তথাপি বারংবার ইতস্ততের পর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক উঠিতে হইল!

আমেদ এখনো শয্যায়, সুরার মোহিনী মায়ায় মোহিত, অজ্ঞান,-নিদ্রিত!—সুষুপ্তি নয়,—অথচ অজ্ঞান! গৃহ শূন্য,—আর কেহ নাই,—এলাহিজানও নিকটে নাই। রোসনজাহা গৃহ প্রবেশ করিল,—তাহার চক্ষু আরক্ত, নিদ্রা তখনও তাহার চক্ষুঃ হইতে অপসৃত হয় নাই,—পরাধীনা,-দাসী,-ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আসিতে হইয়াছে! পালঙ্কের নিকটে গেল,-আমেদকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিল,—দেখিল সম্পূর্ণ অজ্ঞান! সে পালঙ্কের নিকটস্থ একখানি সুচারু আসনে উপবেশন করিল! আসনে বসিতেই ছিদ্রান্বেষণী নিদ্রাদেবী

বল প্রকাশ করিলেন, চক্ষু ক্রমশঃ মুদ্রিত হইল,—কি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রায়-বিরাম দায়িনী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় লইল! গৃহ নিস্তব্ধ,—এক ঘন্টা-দুই ঘন্টা অতিবাহিত হইল,—গৃহ সেই ভাবেই নিস্তব্ধ!

এক জন প্রৌঢ়া পরিচারিকা গৃহে আসিল,—দেখিল,—আমেদ শয্যায় শয়ান নিদ্রিত,—সিংহাসনে হেলান দিয়া রোসনজাহা অর্দ্ধেক শয়ান অর্দ্ধেক উপবেশনে নিদ্রিত!—পরিচারিকা বিরক্তি-সূচক দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ চাহিল,—অস্ফূট বিরক্ত ও দ্বেষ-পূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিল,—'বেগম,—নূতন বেগম কৈ!—আবার কি রোসনজাহা বেগম হইল না কি? হইতেও পারে,—কাম-প্রবৃত্তি কিছুতেই নিবৃত্তি হইবার নহে,-উঃ,—কি স্পর্দ্ধা,—সিংহাসনে,—নবাবের সিংহাসনে শয়ন! আমিও যে,—এও সে, তবে অহঙ্কারিণীর এতো স্পর্দ্ধা কেন?—এলাহিজান,—ব্যভিচারিণী এলাহিজানের প্রিয়া,—এই কি স্পর্দ্ধার কারণ?—না,—নবাব কি এলাহিজানকে প্রকৃত বেগমের ন্যায় আন্তরিক স্নেহ করেন? কখনই নয়,—তাহা হইলে এলাহিজানের অদর্শনে তাঁহার অন্তর সমধিক কাতর হইত,—তাহা হইলে দস্যু আক্রমণ সময়ে একাকিনী রাখিয়া পলাইতেন না!—পাপাশক্ত নবাব কেবল তাহার কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার আশায়—এলাহিজানকে মৌখিক স্নেহ দেখান! কি কপাল,—এক দিন ঐ এলাহিজান আমার সহিত সখীভাবে কথা কহিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে,—এক দিন আমার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করিয়াছে! আর এখন,—গৌরবে আমার সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ করে! নারীর যৌবনই সুখ দুঃখের কারণ, নারীর যৌবনই শুভাদৃষ্টের প্রযোজক! আমাদের যৌবন নাই,—শুভাদৃষ্টও নাই! রোসন্-

তাহার এখনও যৌবন আছে,—তাই বা শুভাদৃষ্ট ঘটিয়াছে ?”—পরিচারিকা এই সকল কথা এমতি দুঃখিতা ভাবে—দ্বেষ ভাবে—কহিতেছিল,—যে তাহার বাহ্য জ্ঞান শূন্য! সে দেখিতেছে না, তাহার পশ্চাতে কে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছে! তাহার কথার প্রারম্ভেই এলাহিজান গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু হিংসার আক্রমণে পরিচারিকা অজ্ঞান,—হিংসার মহীয়সী শক্তি যখন যাহার প্রতি আক্রমণ করে, তখনই সে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়! এলাহিজান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—নবাব সেই ভাবে শয়ান,—পালঙ্কের নিকটস্থ সিংহাসনে রোসনজাহা নিদ্রিত, সেই সিংহাসন অবলম্বনে পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা কহিতেছে, এলাহিজান সকল শুনিতে লাগিলেন,—পরিচারিকার কথা গুলি তাঁহার মর্ম্মস্থান ভেদ করিল! আর থাকিতে পারিলেন না,—বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“তোর ইচ্ছা হইয়া থাকে নবাবের বেগম হ!”— পরিচারিকা চমৎকৃতা ভীতা,—এলাহিজানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দেখিল তাঁহার চক্ষুঃ আরক্ত, মুখ প্রকৃতি অপেক্ষাও আরক্ত!—আর কথা নাই,—শরীর কম্পিত হইল! এলাহিজান আর পরিচারিকাকে কিছু বলিলেন না,—কেবল—“এখান হইতে অন্য স্থানে যা—” বলিতেই পরিচারিকা কুণ্ঠিত ভাবে চলিয়া গেল। বেলাও অনেক হইয়াছে, এলাহিজান পালঙ্কে উঠিলেন, নবাবের অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন,—ক্রমশঃ নবাবের চৈতন্যের পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত হইতেছে, তিনি মৃদু মৃদু ব্যজনে নবাবের কপাল নিঃসৃত স্বেদবিন্দু অপহরণ করিতে লাগিলেন। মৃদুস্বরে স্বতঃ বলিতে লাগিলেন,—“পত্র খানি যদি অন্যের হস্তগত হয়? বন্দী পাইয়াছে তো?”—এই সময়ে

রোসনজাহা ভীতার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল,—পালঙ্কে নবাবের মস্তকের নিকট এলাহিজান উপবিষ্টা; রোসনজাহার দৃষ্টি সর্তকতে সেই দিকে রহিল! এলাহিজানেরও দৃষ্টি রোসনজাহার উপর পড়িল! এলাহিজান রোসনজাহার ভাব ভক্তি দর্শনে স্পষ্ট বুঝিয়াছেন,—রোসনজাহা কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছে, এলাহিজান স্মিতমুখে বলিলেন,—রোসন,—পাগল হইলি না কি? এক দৃষ্টে কি দেখিতেছিস্!" এতক্ষণ পরে রোসনজাহার চমক ভাঙ্গিল! সে নবাবের সিংহাসনে শয়ন অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিল! এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখিতে ছিল, তাহা স্মরণে দেহ কন্টকিত! বিস্ফারিত-নেত্রে উঠিয়াই নবাবকে দেখিতে লাগিল, এমত সময়ে আমেদের নিদ্রা ভাঙ্গিল,—ভয়ানক শব্দে বলিয়া উঠিলেন,—"এলাহিজান,—পিশাচি!" আরক্ত নেত্রে এলাহিজানের মুখে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলি?—ব্যভিচারিনি,—আবদুল ও দস্যু তোমার নায়ক হইয়াছে?" এলাহিজান আশ্চর্য্যান্বিতা বিরক্ত তাচ্ছল্যভাবে বলিলেন,—"হইতে পারে!" নবাব উঠিয়া বসিলেন, মুখশ্রী ভয়ানক,—রক্তবর্ণ!—"আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম,—পিশাচী,—তুই আবদুলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, এই জন্যই তুই এই খানে থাকিতে ভাল বাসিস্? এই জন্যই তুই আবদুলের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিস্, এই জন্যই আবদুলের বাটী গিয়াছিলি? সেই জন্যই কাল লোক পাঠাইলে আসিতে বিলম্ব করিয়াছিলি?" এলাহিজান বুঝিলেন,—নবাবের তাঁহার উপর দারুণ সন্দেহ উপস্থিত, ভাবিলেন,—"হয়তো তাঁহার নামে কেহ কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, তিনি ক্রুদ্ধ গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন,—"এই কি আমার দুশ্চরিত্রতার প্রমান?"—"যথেষ্ট প্রমান পাইলাম,—কেবল প্রমানেই হইবে না, ইহার উপযুক্ত

শাস্তিও হইবেক অগ্রে তোর নায়কদের শাস্তি হউক!—এলাহিজান অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন,—"শাস্তি—যথেষ্ট হইয়াছে,—আরো?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নে।—অভিসারিকা,—এলাহি-ব্যভিচারিনী!

"প্রায়েণৈব হি দৃশ্যন্তে কামংস্বপ্নাঃ শুভাশুভাঃ।"

আমেদের অন্তর একেবারে এতো দৃঢ় বিশ্বাস কিসে করিল? কি জন্যই বা আমেদ আবদুলকে লক্ষ্য করিলেন? কেহ কি আমেদের নিকট আবদুলের ও এলাহিজানের কথোপকথন বলিয়াছে,—না,—কেহ বলে নাই! কে বলিবে? সে সময়তো কেহই ছিল না, রোসনজাহা কি তবে অনুমান করিয়া উভয়ের ভাব ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছে?—না,—একথনই সম্ভব নহে, এলাহিজান যে রোসনজাহার চিরানুগতা,—হিতাকাঙ্ক্ষিনী! তবে ও ভাব কেন? সন্দেহ!—সন্দেহই মনুষ্যের বিষময় ফল উৎপাদনের নিদান, যাহার অন্তর কখন সন্দেহ আক্রান্ত হইয়াছে, সে বুঝিবে,—সন্দেহ মনুষ্যের কত অনিষ্ট করে,—সন্দেহ মনের পবিত্র-ভাব নাশক,—অনিষ্টচয় সমুৎপাদক,—ভয়াল মুর্ত্তি সানুনাসিক বাক্য সম্পাদিনী প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষ সমাশ্রয়া পেত্নিনী মুর্ত্তি সেই সন্দেহেরই প্রযোজক! কেবল দৃষ্টি নয়,—চিরসংস্কার; অন্ধকার রাত্রে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনাগমনে অশক্ত! প্রাণপ্রতিমা পতিমাত্র অবলম্বনা—সতী রমণী সেই সন্দেহ-কুহকে চিরঅবিশ্বাসিনী রাক্ষসী রূপে পরিণত হয়! একমাত্র স্নেহপাত্র ভ্রাতৃবৎসল সোদরের স্নেহপাশ শিথিল হয়! আজ তুমি সন্দেহকে

হৃদয়ে স্থান দেও,—তাহার ক্ষণপরেই জাজ্বল্যমান্ কারণ সমস্ত সেই সন্দেহ হইতেই সমুৎপন্ন হইবে! সর্ব্ব সন্তাপহারিণী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই সন্দেহকে স্বপ্ন আরো উদ্দীপিত করিবে, যত সন্দেহকে হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্থান দিবে ততই তোমার হৃদয় অস্থির হইবে! চিরকালই আমেদ এলাহিজানের প্রতি সন্দিগ্ধ! গত রাত্রি জাগরণে ক্লেশে আমেদ আজি অসুস্থ,—সে অসুস্থের আরও কারণ সন্দেহ, আজ আর কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই; মামুদ একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন,—তাঁহাকে বলিয়াছেন,—"দস্যুপতির বিচার আগামী কল্য হইবে, যদি পার দস্যুপতিকে লোভ দেখাইয়া সুবর্ণ-দুর্গের কোন স্থানে তাহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার জানিয়া লও,"—মামুদেরও তাহা অভিপ্রায়, বিচক্ষণ মামুদ সেই মতের উপরই নির্ভর করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন! কনকনের সর্ব্বত্রই প্রচার,—"অদ্য আমেদসাহের শরীর অসুস্থ, আগামি কল্যই বিচার হইবে,—দস্যুপতির জীবন এখনো একদিন আছে!"—আমেদের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা আবদুল দুরাকাঙ্ক্ষ কি না? আবদুল এলাহিজানের প্রতি আশক্ত কি না? কিন্তু আবদুলের ভাব-ভক্তি সন্দর্শনে তাহার এলাহিজানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-স্মরণে সে প্রশ্নের উত্তর হৃদয় সম্পূর্ণ মত দিতেছে! সমস্ত দিনই সকল চিন্তাপেক্ষা সেই চিন্তা প্রবলা,—চিন্তার শেষ নাই! এলাহিজানকে আর তাঁহার নয়ন অধিকক্ষণ দেখিতে চাহে না,—তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন,—সে উত্তরগুলিও সন্দেহ উদ্দীপ্তকর, একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এলাহি,—আবদুল তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?" এলাহিজান তদুত্তরে বলিলেন,—"আবদুল তো আমার পর নহে,

তিনি আমার পরমাত্মীয়, চিরকালই আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, তাহাতে এখনতো আপনার বেগম,—তিনি যতদূর সদ্ব্যবহার করিতে হয়,—করিয়াছেন! আবদুলের ন্যায় সৎ-প্রকৃতির লোক কনকনে আর নাই!”—আমেদ নিতান্ত সন্দেহ জনিত বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“আবদুলের সহিত তোমার চিরকাল প্রণয়—না?” এলাহিজান কিছু অপ্রতিভ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—“আবদুলের সহিত প্রণয়,-চিরকাল একত্রে সহবাস,-তিনি আমাকে ভাল বাসেন,—আমিও ভাল বাসি!”—বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিল, মুখ মলিন হইল, রসনা বিরস হইয়া আসিল, জড়প্রাপ্ত স্বরে বলিলেন,—“ভ্রাতৃভগ্নী স্নেহ জনাব,—কখনই যাইবার নহে!” নবাব বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—“যথেষ্ট স্নেহ,—বুঝিয়াছি!” এলাহিজান আর কথা কহিলেন না, তাহার সেই যুবক মনো-মোহন চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিল! নবাব বিরক্তভাবে সুরাপাত্র হস্তে লইয়া অল্পে অল্পে পান করিতে লাগিলেন। আবার এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“দস্যুরা তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?” এলাহিজানের সে কথা ভাল লাগিল না, দস্যু শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে আঘাত করিল, তিনি অসন্তুষ্ট ভাবে সে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—“যিনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি দস্যু নামের উপযুক্ত নহে, তাদৃশ বীর,-উদার প্রকৃতি, কোমল হৃদয় আমি কখন দেখি নাই, শুনিয়াছি,—তিনি এখন কারাগারে, আপনি দেখিয়াছেন কি না,—জানি না, তাঁহার অবয়ব দেব সদৃশ;—তিনি আমাকে যেরূপ অসম সাহসে উদ্ধার করিয়াছেন,—” নবাবের দস্যুপতির প্রশংসা ভাল লাগিল না। তিনি এলাহিজানের কথায় বাধা দিয়া উদ্ধতভাবে বলিলেন

"আমি তাহার বর্ণনা শুনিতে চাহি না, কিরূপে তোমাকে উদ্ধার করিল,—তাহাই বল!" এলাহিজান বলিলেন,—"আমরা গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্নি দেখিয়া রোদন করিতেছি,—জীবনে হতাশ্বাস হইয়া রোদন করিতেছি!—এমত সময়ে তিনি আসিয়া উদ্ধার করিলেন! তাঁহার সে সময়ের কথাগুলি এখনও মনে রহিয়াছে!—জনাব,—দাসী তজ্জন্যই প্রাণ রক্ষাকারীর জীবন ভিক্ষা চায়!" আমেদ সেই বিরক্ত স্বরেই বলিলেন,—"তাঁহার জীবন যাহাতে শীঘ্র না গিয়া ক্রমশঃ যায়, তাহাই চেষ্টা করা হইবে!—সেও কি তোমার মনোহরণ করিয়াছে?" এবার এলাহিজান তাচ্ছল্য বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"হইতেও পারে!" আমেদের মুখ দ্বিগুণতর ক্রোধে চিহ্নিত হইল,—চক্ষু আরক্ত! আর কোন কথা কহিলেন না,—কেবল মধ্যে মধ্যে এলাহিজানকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং সুরাপান করিতে মনোযোগী হইলেন!

সন্ধ্যাসতী যামিনীর প্রবলতা দেখিয়া অন্তর্হিতা, আপনার হৃদয় আপনি শান্ত করিতে চেষ্টিতা,—নিশাচরেরা সন্ধ্যাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাঁসিল, কলকণ্ঠ নিনাদী পক্ষিকুল সন্ধ্যার দুর্দ্দশা না দেখিতে পারিয়াই যেন করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল নিদ্রাদেবী আপনার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মোহিনী-মন্ত্রের শক্তি প্রথম চির অলস বালকগণের পুস্তকের অক্ষরে প্রবেশ করিল! অলস বালক যত পুস্তক দেখিবার ইচ্ছা করে, ততই নিদ্রার মোহিনী মন্ত্রের প্রভাব তাহার নয়নের পক্ষ্মদ্বয়কে মুদ্রিত করে! আমেদ সে সময় শয্যায়, পার্শ্বে এলাহিজান বসিয়া কুণ্ঠিত ও মলিনভাবে সুরা দিতেছেন!—এবং নবাবের অপরিমিত সেবা করিতেছেন, আমেদ সুরার মোহিনী মায়ায় ক্রমশঃ দগ্ধ!—"এলাহিজান,

পিশাচী, ব্যভিচারিণী, পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছে, উহার কুহকে পুনরায় আমি ভুলিব! ব্যভিচারিণী আবদুলের ও দস্যুর উভয়েরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী,—নচেৎ উভয়ের নাম করিতেই অন্যমনা কেন?" এইরূপ নানা আন্দোলন করিতেছেন, যত আন্দোলন করিতেছেন, ততই তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতেছে! সুরার স্বভাবই এই, যাহার যে প্রকৃতি তাহা উদ্দীপ্ত করে! সুরা সেই সন্দেহকে দৃঢ় করিতেছে, নবাবের সুরার মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া অজ্ঞান হওয়ার পরেই তন্দ্রা আসিল,—আমেদ স্বপ্নে দেখিলেন, -এলাহিজানকে যে সন্দেহ করিতেছিলেন, সেই সন্দেহই প্রবল!—এলাহিজান যেন বিশেষ রূপে আমেদের নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন.—তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল আমেদ নিদ্রিত,—তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, আমেদও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে গেলেন,—এলাহিজান কারাগারে বন্দীদস্যুর নিকট উপস্থিত হইয়া দস্যুকে প্রণয়ীর ন্যায় অভিবাদন করিল। বন্দী দস্যু দুঃখিত স্বরে কহিল,—"প্রিয়ে,—আর আমার আশা বৃথা.—ভাবিয়াছিলাম আমেদকে জয় করিয়া তোমাকে লইয়া সুখী হইব, কিন্তু তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না! তোমাকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করার পরেই আমেদ বহু সৈন্যসহ আমাকে আক্রমণ করে,—পরে এখন আমি বন্দী!—দুরাত্মা যবনের কারাগারে বন্দী,—আর জীবনের আশা নাই! এলাহিজান তদুত্তরে তাহাকে যথেষ্ট সাহস দিয়া বলিতেছে,—"ভয় নাই,-আমি তোমাকে উদ্ধার করিব,—আমি উদ্ধারের পথ করিতেছি, আবদুল আমার আজ্ঞাকারী,"——আমেদের আর সহ্য হইল না,—ভয়ানক স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এলাহি—ব্যভিচারিণী!"

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

রাজসভা।——অন্তিমকাল উপস্থিত।

ন কশ্চিচ্চণ্ড কোপানামাত্মীয়ো নাম ভূভুজাং,
হোতারমপি জুহ্বন্তং স্পৃষ্টো দহতি পাবকঃ।

আজ দস্যুপতির বিচারের দিন, রাজসভায় কনকনের প্রধান প্রজামণ্ডলি প্রধান প্রধান সৈনিকগণ সমুপস্থিত!—কিন্তু রাজ-সিংহাসন এখনও শূন্য, আমেদ সভায় উপস্থিত নাই, সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! রাজ-সিংহাসনের পার্শ্বে আবদুল উপবিষ্ট, তৎপার্শ্বে মামুদ, আবদুলই কনকনের বিচারকর্ত্তা, কিন্তু রাজবিদ্রোহী প্রধান বন্দী দস্যুর বিচার আমেদ স্বয়ং করিবেন,—সুতরাং আজ আবদুল সহকারী বিচারক; মামুদের সহিত আবদুল কি কথোপকথন করিতেছেন, দুই জনের স্বরই মৃদু, পরস্পরের কথা অপরের অশ্রাব্য! মামুদ বলিতেছেন,—"আপনার মত আমারও সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়, মহারাষ্ট্রজাতি যেরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়-সম্পন্ন সাহসী, ইহাতে কেবল বন্দী দস্যুপতির প্রাণদণ্ডে যে তাহারা শান্ত হইবে, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে, কেবল কতকগুলি ভুজঙ্গ উত্তেজিত করা মাত্র!—তাহাদের বৈরনির্যাতনেচ্ছা কখনই যাইবার নহে, অথচ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করাইলে কনকনের প্রজাকুলের শান্তি সংস্থাপন হইবেনা!—" আবদুল বলিলেন,—"আমারও তো সেই বক্তব্য,—ওদিকে দিল্লীর যে রূপ অবস্থা, এ সময়ে যাহাতে মিত্র সংগ্রহ হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু আমেদরাজ গত কল্য যেরূপ অপরিমিত সুরা পান করিয়াছেন, তাহাতে আজ যে

তাঁহার কোন কথা হৃদয়ে স্থানলাভ করিবে,—বোধ হয় না।”-মহম্মদ আব্দুলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“আমার মতে আজ বিচার কার্য্য বন্ধ রাখাই উচিত, এরূপ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক,—মহারাষ্ট্রীয়েরা নিতান্ত হীন শত্রু বিবেচনা করা অনুচিত,—তাহারা সকলে সমবেত হইলে যে কনকনের সৈন্যাপেক্ষা অল্প সংখ্যক হইবে, ইহাও বোধ হয় না,—আবার আমাদের সৈন্যাপেক্ষা তাহারা সাহসী, চতুর ও সুশিক্ষিত!——“এই কথার অনবসানেই আমেদসাহ সভায় আগমন করিলেন, সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিলেন, নবাবের চক্ষুঃ তখন সুরার মায়ায় আচ্ছন্ন, তিনি চঞ্চল পদক্ষেপে আসনে বসিয়া সকলকে যথাস্থানে উপবেশন করিতে সঙ্কেত করিলেন, পরে আব্দুলকে লক্ষ করিয়া কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন,—“এখনও দস্যুকে উপস্থিত করা হয় নাই কেন?” আব্দুল নম্রভাবে বলিলেন,—“বান্দা হুজুরের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে, আরও যদি অনুমতি করেন,—আমাদিগের দস্যুর বিচার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে! আমেদ সেই স্বরে বলিতেন,—কি—বল?” আব্দুল মামুদকে লক্ষ্য করিলেন,—মামুদ বিনিত ভাবে বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা গোপনে বলাই বান্দাদিগের অভিপ্রেত; “তাহাই ভাল”—বলিয়াই আমেদ সভামণ্ডপের সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ তৎপার্শ্বস্থ নিভৃত-কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—তৎসহ সে গৃহে কেবল মামুদ ও আব্দুল প্রবেশ করিলেন,—সভাস্থ সকলে কিছু না বুঝিতে পারিয়া পরস্পর অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল!

নিভৃত কক্ষে আমেদসাহ, মামুদ ও আব্দুল পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন আমেদ বলিলেন,—“কি বলিবে,-

বল?" আব্‌দুল মামুদকে লক্ষ্য করিলেন। মামুদ প্রথম বলিলেন,—"রণজয়ের হঠাৎ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করা আমাদিগের অনভিপ্রেত, কারণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার হইতে তাহা হইলে প্রজাকুল কোন মতেই রক্ষা হইবেনা!—আমেদ তাচ্ছল্য হাস্যে বলিলেন,—"তবে কি দস্যুর ভয় করিতে হইবে? দস্যুর সহিত কি সন্ধি স্থাপন করিতে হইবে?" মামুদ বলিলেন,—"বান্দা তাহা বলিতেছে না, মহারাষ্ট্রীয়েরা বীর, মুসলমান কাপুরুষ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত, আমি বাতুল নহি, যে, এ সন্দেহ করিব, কিন্তু তাহারা যেচতুর, অসমসাহসী এ কথা কে অস্বীকার করিবে?—তাহাদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে যদি সহজে রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত!—আমেদ মামুদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমাদিগের কি অভিপ্রায় স্পষ্ট বল!" মামুদ বলিলেন,—বান্দাদিগের মতে দস্যুপতির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা না করিয়া যদি সে বশ্যাতা স্বীকার করে,—তাহার চেষ্টা করা উচিত! মহারাষ্ট্রীয়েরা দস্যু বটে, কিন্তু সত্যবাদী, সে যদি অধীনতা স্বীকার করে, আমি বলিতে পারি,—সুবর্ণ-দুর্গ অধীন হইবে! সুবর্ণ-দুর্গের মহারাষ্ট্রীয়েরা সকলেই দস্যুপতির বাধ্য!"—আমেদ মামুদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"কি বলিয়া রাজবিদ্রোহী দস্যুর জীবন দান করা যাইতে পারে?"—আব্‌দুল তদুত্তরে বলিলেন,—"প্রথম আর তার প্রধান দস্যুরা কেহই নিহত বা বন্দী হয় নাই, তাহাদিগকে বন্দী বা হত করিতে যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট হইবে, প্রজারও নিরন্তর তাহাদিগের দৌরাত্মে পীড়িত হইবে,—এ অবস্থায় দস্যুপতিদ্বারা সে আশঙ্কা নিবারিত হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে। দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহীর পাপের শাস্তি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বটে, কিন্তু সে

বেগমের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, যদি দস্যু রাজ-বিদ্রোহী না হইত, তবে সে কত পুরস্কার পাইত, এক্ষণে বেগমের প্রাণ রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রাণদান করা যাইতে পারে!" আমেদ আবদুলের কথায় সন্দেহ-জনিত স্বরে বলিলেন,—"বেগম কি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন?"—আবদুল কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"অনুরোধ করিবেন কেন,—আজ্ঞা করিয়াছেন! আমার পক্ষে—আপনার আজ্ঞাও যেমত, বেগমের আজ্ঞাও তেমতি মাননীয়!" চিরসন্দিগ্ধ নবাব আব্দুলের কথায় আরো সন্দিগ্ধ হইলেন,—সুরার মোহিনী মায়া এখনও তাঁহাকে সদসৎ বিবেচনা করিতে দিতেছে না, তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল, বিরক্ত ক্রোধ বিমিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—"বেগম দস্যুকর্ত্তৃক তোমার বাটীতে অর্পিত হইয়া বুঝি মনের কথা বলিয়াছে? বেগমের মৃত্যুতে আমি তত কাতর হইতাম না, তোমার বাটীতে দস্যুকর্ত্তৃক অর্পিত হওয়ায় যত কাতর। তুমি বেগমকে যথেষ্ট আদর করিয়াছ!"—আবদুলের দেহে শোণিত খরতর প্রবাহিত হইল, মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল,—বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"বান্দার যথেষ্ট অপরাধ!"—"তাহা আর বলিতে হইবে কেন? আমি জানি, এলাহি ব্যভিচারিণী, সে তোমাকে দেখিতে তোমার সহিত কথা কহিতে চিরকাল ভাল বাসে!"—আমেদের কথায় আবদুল দ্বিগুণতর বিরক্ত হইয়া তাচ্ছল্য ভাবে বলিলেন,—"হইতে পারে,—বেগম আমার পর নহে, এক সময়ে আমিই বেগমের পরমাত্মীয় ছিলাম! দুর্ভাগ্যবতী যদি আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিত, কখনই আপনি এরূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন না!" আমেদ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অধৈর্য্য ভাবে বলিলেন,—"দুরাত্মা,—তুই তবে এলাহির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী!

আব্‌দুলের শরীর কাঁপিতেছে,—চক্ষুঃ আরক্ত, মুখ আরক্ত। রাগ অভিমান্ যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে! মামুদ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন,—দেখিলেন, কথায় কথায় ভয়ানক অনিষ্টের সূচনা হইতেছে! তিনি বিনিত ভাবে আমেদকে বলিলেন,—"বান্দার নিবেদন,—হজুরের শরীর দেখিতেছি নিতান্ত অসুস্থ, নানারকমে বিরক্ত, এক কথায় অন্য কথা হইতে লাগিল! বেলাও অনেক হইয়াছে, আমার মতে অদ্য দস্যুর বিচার বন্ধ থাকুক, আগামি কল্য হইবে!"—আমেদ মামুদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"দস্যুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই!"——মামুদ সেই নম্রভাবে বলিলেন, "হজুরের মত আমরা কেহ খণ্ডন করিব, বিবেচনা করিবেন না, তবে হজুরই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে মত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়াছেন, তজ্জন্য যাহা বলি!—দস্যুর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে তাহার দিগের গুপ্তভাণ্ডারের যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা আবশ্যক। আজ আপনার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, আব্‌দুল সাহেবের শরীরও অসুস্থ! এক কথায় অন্য কথার আন্দোলন হইতেছে, আজ আর কোন বিষয়ের আন্দোলন করা হজুরের ক্লেশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা!"—আমেদ মামুদের কথায়ও সুবর্ণ-দুর্গের সঞ্চিত ধনলাভের প্রত্যাশায় বলিলেন,—"আচ্ছা,—তোমার অনুরোধে অদ্য দস্যুর বিচার বন্ধ রহিল, আমারও শরীর নিতান্ত অসুস্থ বটে, অদ্য সভাস্থ সকলের নিকট এই আজ্ঞা প্রচার কর!"—এই বলিয়াই বিরক্ত ভাবে আমেদ উঠিয়া গেলেন। মামুদ বাহিরে আসিয়া রাজ-আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সকলেই বলিল,—আজও দস্যুপতির পরমায়ুঃ আছে, সভা ভঙ্গ হইল।

আব্‌দুল সেই নিভৃত কক্ষে বিরক্তভাবে বসিয়া আছেন

নিস্তব্ধ, চক্ষুঃরক্তবর্ণ সজল! পুনরায় মামুদ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তিনি আবদুলের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া নম্রভাবে কহিলেন,— "নবাব সুরাপানে উন্মত্ত,—আপনি বিরক্ত হইলে এসময়ে কনকন হতশ্রী হইবে সন্দেহ নাই!" আবদুল মামুদের কথায় বলিলেন,—"কথার ভাব দেখিলেন তো?" মামুদ তদুত্তরে বলিলেন,—"আমি জানি,—সে রাত্রে আমায় স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—তোমরা দস্যুর আগম জানিতে পারিয়াছিলে, তখন সে কথা লইয়া আন্দোলন করিলে আর কনকন দস্যুর কবল হইতে রক্ষা হইত না! নবাবের ক্রোধের পাত্রাপাত্র নাই, উঁহার নিকট মান সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া ভার, এই কনকনে নবাবের সহজ ক্রোধ জন্যই সকলে উঁহার বিপক্ষ! চলুন,—এখন গৃহে চলুন, নবাবের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে,—বোধ হয়,—"অন্তিম কাল উপস্থিত!!"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তপরামর্শ।—আবদুল ও মামুদ।—বিপদেই তো বন্ধুতা!

"তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রয়াতি।"

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, গগণমণ্ডলের মধ্যভাগ ভগবান্ সহস্র রশ্মী অতিক্রম করিয়াছেন,—জগৎ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে বাসন্তি পক্ষী মুক্তকণ্ঠে কলনিনাদে স্বীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে, সেই সময়ে আবদুল তাঁহার বাটীর একটি নিভৃত কক্ষে একখানি পালঙ্কে অর্দ্ধ শয়ান,—অর্দ্ধ উপবিষ্ট,—অন্যমনস্ক,—করে কপোল অর্পিত! গৃহে আর কেহ নাই!—এক এক বার মুখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ম্লান হইতেছে!—একজন পরিচারক গৃহে প্রবেশ করিল, আগন্তুক আবদুলকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে

বলিলেন,—"মহম্মদ আসিতেছেন?—" আব্দুল এত অন্যমনস্ক যে আগন্তুকের কথা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইল না। আগন্তুক পুনরায় বলিলেন "মহম্মদ আসিয়াছেন!"—এবারও আবদুল শুনিতে পাইলেন না। আগন্তুক বিস্মিতভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"মহম্মদ সাহেব দ্বারে!"-আবদুল চমৎকৃত ভাবে আগন্তুকের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন, "মহম্মদ আসিয়াছেন,—পাঠাইয়া দেও!"—আবদুলের কথায় আগন্তুক "যথা অনুমতি" বলিয়া মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণপরে দীর্ঘ শ্মশ্রু বিরাজিত আর এক ব্যক্তি আসিয়া আবদুলকে অভিবাদন করিল, আবদুল আগন্তুককে সযত্নে বসাইলেন!—আগন্তুক নম্রভাবে বলিলেন,—"গোলামকে কি জন্য ডাকিয়াছেন?" আবদুল আগন্তুককে সস্নেহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"মহম্মদ তুমি চিরকাল আমার কার্য্য সযত্নে সম্পাদন কর, তজ্জন্য আমি আজীবন তোমার নিকট ঋণী!" আগন্তুক কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"দাসকে ও কথা বলা অন্যায়, এ দাসের দ্বারা আপনার যদি কোন কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা হইলে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে।" "তজ্জন্যই তো তোমাকে আহ্বান করিয়াছি,—আজ তোমাকে যে কার্য্য করিতে বলিব,—তাহা আর কাহাকেও বলিবার নহে!"—আবদুলের কথায় মহম্মদ বলিলেন,——"যাহা আজ্ঞা করিবেন দাস অকুণ্ঠিত ভাবে সাহ্লাদে প্রাণপণে সাধন করিতে চেষ্টা করিবে!"—আবদুল আগন্তুকের অবয়ব সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,——"মহম্মদ, আজ সন্ধ্যার পর একখানি দ্রুতগামী তরী অতি সাবধানে গুপ্তভাবে রাজবাটীর পশ্চাতের উপবনে রাখাইয়া তুমি অলক্ষিত ভাবে রাজবাটীর পশ্চাতের উপবনের অষ্টকোন লতামণ্ডপে উপস্থিত থাকিবে।—তথায় আমার

নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় তোমাকে যিনি দেখাইবেন, তাঁহাকে নৌকায় তাঁহার অনুমতি মত স্থানে লইয়া যাইও!—কিন্তু একথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়!”—আগন্তুক নম্রভাবে বলিলেন,—“দাসের জীবন যাইলেও একথা প্রকাশ হইবেক না,—আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে দাস আজ্ঞামত কার্য্য বিনাবাধায় সম্পাদন করিবে।”-“তবে এই বেলা কার্য্যসাধনের উদ্যোগ করগে,—কিন্তু দেখ কোন মতে যেন একথা নৌকার নাবিকেরাও না বুঝিতে পারে, তাহারা যেন এ দেশী না হয়, তাহারা যেন কোন সন্দেহ না করে!” আবদুলের কথায় আগন্তুক কহিলেন,—“তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, তবে এক্ষণে নৌকামাত্রই অত্যন্ত সতর্কের সহিত প্রহরিরা অনুসন্ধান করিতেছে;” আবদুল আগন্তুকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“তজ্জন্য চিন্তা নাই,—এই যে নিদর্শন পত্র দিতেছি, ইহা নাবিকদিগের নিকট দিও, তাহারা যত গোপনে পারে, থাকিতে চেষ্টা করিবে, যদি তাহাতেও কোন প্রহরি জানিতে পারিয়া আপত্য করে, ইহা দেখাইলেই আর কোন কথা কহিবে না। আর তোমাকে তো প্রহরিরা সকলেই জানে,—তুমি তাহাদের অজ্ঞাতে উপবনে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তথাপি যদি কোন প্রহরি দেখিয়া আপত্য করে,—তুমি এই নিদর্শন পত্র খানি দেখাইয়া বলিও,—নবাব সাহেব অদ্য আমাকে গোপনভাবে রাজপুরি রক্ষার ভার দিয়াছেন,”—আবদুল এই রূপ বলিয়া মহম্মদের হস্তে দুই খানি নিদর্শন পত্র দিলেন। মহম্মদ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

আবদুল মহম্মদের গমন পর্য্যন্ত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, আগন্তুক দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। আবদুল পুনরায় কপোলে হস্তার্পণ করিলেন। ক্ষণ বিলম্বে মৃদু

স্বরে বলিলেন,—"এলাহি,—আবদুল তোমার আজ্ঞা পালন করিল, তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য এ জীবন পর্য্যন্ত বিস-র্জ্জন করিতে উদ্যত! দুরাত্মা আমেদের অনেক হিত করি-য়াছি, তাহার কার্য্যের জন্য জীবন নাশের আশঙ্কায় জলাঞ্জলি দিয়াছি,—কৃতঘ্ন আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতেও বিরক্ত হইতাম না, কিন্তু তোমার কথায় কোন কার্য্যই অকর্ত্তব্য বোধ করি না, নবাব যখন তোমার উপর কুব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমার অন্তর তোমার প্রণয়ের আশায় হতাশ্বাস হইয়াছিল,—কিন্তু সেই বালককালের প্রণয় কখনই ভুলিতে পারে নাই, তোমার অমঙ্গল এ দেহে প্রাণ থাকিতে ঘটিবে না,—তোমার জন্য সকল ক্লেশই সুখ জ্ঞান করিব!"—আবদুল নিস্তব্ধ,—হৃদয় অস্থির! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"যে কার্য্যে লিপ্ত হইলাম, ইহাতে সৈন্যগণ যাহাতে আমার অমতে কার্য্য না করে, তাহার চেষ্টা আব-শ্যক। আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে—বোধ হয়!—কিন্তু মামুদ সাহ আমার বিপক্ষ হইলে অন্য উপায় নাই! মামুদ চিরকালই আমার বন্ধু,—তিনি কি আমার বিপক্ষ হইবেন? আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন না? তিনিও আমেদের উপর বিরক্ত, যেরূপ ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে যে আমার বিপক্ষ হইবেন,—বোধ হয় না। তাঁহার আসিবার কথা ছিল, কৈ এখনও তো আসিলেন না? নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কি এখনও যান নাই?"—এই সময়ে এক জন দাস আসিয়া অভিবাদন করিয়া, মামুদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করাইল। আবদুল, মামুদ আসিয়াছেন শুনিয়া সস-ব্যস্তে তাহাকে আসিতে বলিলেন। দাস চলিয়া গেল, ক্ষণ-

বিলম্বে মামুদ গৃহ প্রবেশ করিলে আবদুল সাদরে বন্ধুত্বভাবে উপবেশন করাইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নবাবের সহিত কি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন?" মামুদের মুখশ্রী বিবর্ণ, সহসা দেখিলেই বোধ হয়,—মামুদ রাগত,—বিশেষ কোন কারণে রাগত ও চিন্তিত! তিনি আবদুলের প্রশ্নে উত্তর করিলেন,—"হাঁ গিয়াছিলাম!"—আবদুল মামুদের ভাবে ও কথায় স্পষ্ট বুঝিলেন,—নবাব মামুদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই,—অন্তরে কিছু আহ্লাদিত হইলেন,—পুনরায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা হইল? দস্যুর বিচার সম্বন্ধে বা আমার সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল?"—মামুদ স্তম্ভিত, নবাবের সহিত যাহা কথোপকথন হইয়াছে, তাহাই বলিতে আসিয়াছেন,—অথচ বাক্যন্ত্র সহসা সে কথা উচ্চারণ করিতে চাহে না, তাঁহার হৃদয় যে চিন্তায় আকুল হইয়াছিল, সেই চিন্তাই তাঁহাকে স্তম্ভিত করিল! আবদুলের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল,—সেই আগ্রহ ভাবে বলিলেন,—"আমার নিকট বলিতে কি কোন প্রতিবন্ধক আছে?" মামুদ আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না,—আবদুলের কথাটা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল! দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—"জগতে আমার এমত কিছুই নাই, যাহা তোমার নিকট গোপন রাখি,—আবদুল,—ভাই, তুমি কি মনে কর,—তোমার নিকট আমার কিছু গোপন করিবার আছে?"—আবদুল মামুদের কথায় বাধা দিয়া অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন,—"যদি তাহাই মনে করিব,—তবে জিজ্ঞাসা করিব কেন?—আমার মন দুর্ব্বিসহ চিন্তায় অস্থির; সুতরাং ঐ একপ কথা বলিয়াছি,—যদি"—মামুদ আবদুলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ও কথা যাক্,—অদ্য নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় তিনি

অন্য দিনের মত ভাব প্রকাশ করিলেন না,—সকল কথাই বিরক্তি-সূচক, সকল কথাই সন্দেহ-ব্যঞ্জক। দস্যুর বিচার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করায়, বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—তাহার বিচার আর কি,—যাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহাই কর্ত্তব্য!—আমি তাহাতে বলিলাম,—আপনি বিবেচনা করুন, আমাদের মতামত বৃথা! কিন্তু আবদুল সাহেবের ইচ্ছা,—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দস্যুপতির দণ্ডবিধান হয়, কনকনের প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে দস্যুগণের অত্যাচার আর না হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য,—তোমার নাম শুনিয়া নবাব আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—আবদুলের সে উদ্দেশ্য নহে,—এলাহিজানের অনুরোধ রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। ঐ বিচার তো হইয়াই আছে, তৎসহ এলাহিজানের ও আবদুলের ব্যভিচার দোষের বিচার হইবে!"—আমার সহ্য হইল না, আমি বলিলাম,—আবদুলের প্রতি এরূপ সন্দেহ অন্যায়, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এরূপ সন্দেহ করিতে নাই,—কেবল মাত্র এই কয়েকটি কথা বলিয়াছি,—নবাব ক্রোধে অস্থির ভাবে বলিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি,—তুমিও আবদুলের কুহকে মোহিত, আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না,—কাহারও পরামর্শে আমি কায করি না,"—আমি দেখিলাম, নবাবের চরমকাল উপস্থিত,—কোন হিত কথাই তাহার ভাল লাগে না,—সুতরাং অন্তরের ভাব অন্তরে রাখিয়া বিনিত ভাবে বলিলাম,—আপনার যাহা মত, তাহাই আমাদিগের শিরোধার্য্য, আপনি বলিবার অধিকার দিয়াছেন—বলিয়া বলি,—আবদুল একজন সামান্য লোক নহে, তাঁহার উপর সন্দেহ করিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক—নবাব আমার কথায় বাধা দিয়া তাচ্ছল্য হাস্যে বলিলেন,—তবে কি আমার আবদুলের ভয়

করিতে হইবে”—আমি ভাবিলাম,—আর অধিক কথা কহিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নবাবকে—“আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন; আমরা আপনার আজ্ঞাকারী দাস”—বলিয়া অভিবাদন করিয়াই বিদায় হইলাম,—তিনি আর কোন কথা কহিলেন না, মুখে ভয়ানক ক্রোধ ও বিরক্তি চিহ্ন প্রকাশিত হইল।—আমি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছি,—নবাবের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে।”—আবদুল মামুদের কথা গম্ভীর ভাবে শুনিতেছিলেন,—মধ্যে মধ্যে অধৈর্য্য হইয়া বাধা দিবার উপক্রম করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইয়া মুখাকৃতিতে সেই ভাব অস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছিলেন। আকার ইঙ্গিত চক্ষুঃ ও মুখে মানসিক ভাব প্রকাশ পায়, নীতি-শাস্ত্রের এমত অখণ্ডনীয়! যতই কেন ধৈর্য্যাবলম্বী হউক না, মানসিক ভাব কখনই গোপন রাখিতে পারে না, আবদুল বিধিমতে মানসিক ভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখশ্রী অস্পষ্ট জানাইতে চেষ্টা করিতেছে! আবদুল দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—“নবাব যদি আমাকে দোষী বিবেচনা করেন, কি করিব? আমার সাপক্ষে নবাবের বিপক্ষই বা কে হইবে?”—মামুদ আব্‌দুলের কথায় বাধা দিয়া গম্ভীর রাগ প্রকাশক স্বরে বলিলেন,—“তোমার বিপক্ষই বা কে হইবে?—কনকম কি কৃতঘ্নে পরিপূর্ণ? তোমার দ্বারা কনকমবাসিগণের যে উপকার হইয়াছে,—সুরাপায়ী বিলাসী নবাবের দ্বারা তাহা কি কখন হইবে? সে সকল উপকারই কি কনকমবাসিগণের স্মৃতিশক্তির দূরে যাইবে?—আর—আবদুল—তোমার ব্যভিচার না নবাবের!—আমি কি না জানি? বলিতে কি—এলাহিজান তো তোমারই পত্নী, যদি জাতি-বিবাদ না হইত তবে কি তোমাদের বিবাহের

কোন ব্যতিক্রম ঘটিত?”—আবদুল দুঃখিত ভাবে তদুত্তরে বলিলেন,—“নবাবের বিপক্ষে আমার সাপক্ষ হইবে,—তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? মামুদ,—কনকনে তোমার ন্যায় আত্মীয় আমার আর কে আছে,”—আবদুলের দুঃখস্রোতঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল,—জিহ্বার জড়তা হইল!—“ভাই কখন, মনের কথা কি আর কাহাকেও বলিয়াছি, তুমি ব্যতিত, আমার আর দুঃখের অংশী কেহ নাই, কিন্তু বিবেচনা করিয়া বল দেখি,—তুমিই কি আমার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবে?—তুমি কি নবাবের পক্ষ গুরুতর বোধ করিবে না?”—মামুদ দুঃখ ক্রোধ ও বিরক্তি সূচক স্বরে বলিলেন,—“কি দুরাত্মা নবাবের অনুরোধ!—তোমার বিপক্ষ,—জগতে বন্ধুব—অকৃত্রিম বন্ধুর বিপক্ষ, বল না,—এখনি নবাবের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছি, তাহাকে অচিরে ভূগর্ভে নিহিত করিতেছি!”—আবদুলের সেই দুঃখ-ভারাক্রান্ত মুখ হর্ষে উৎসাহে পরিণত হইল।—“ভাই,—তবে আমার ভয় কি?—কনকনে তুমি যদি আমার পক্ষ থাক, নবাবকে আমি লক্ষ্য করি না,”—মামুদ আবদুলের কথায় বাধা দিয়া সেই ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন, “যদি পক্ষ থাক,—সন্দেহ—আমি তোমার কখন বিপক্ষ হইব, ইহাও কি মনে হইয়াছে?”—আবদুল—“দুঃসময় বলিয়া বলি!”—মামুদ সেই গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“বন্ধুর আবার সময় অসময়?—দুঃসময়ে যে বন্ধুতা রাখে না সে কি অকৃত্রিম বন্ধু?—বিপদেইতো বন্ধুতা!”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হত্যা! ।———সয়তানি.—এলা তুই।

“ আরম্ভঃ সংশয়ানামবিনয়-ভবনং পত্তনং সাহসানাং
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাং,
দুস্ত্যাজং যন্মহদ্ভিঃ সুরনর-বৃষভৈঃ সর্ব্বমায়া-করণ্ডং
স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টং?”

রণজয় কারাগারে,—তেজীয়ান্ বন্দী, লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ,-গৃহ-নিরুদ্ধ, দ্বাররুদ্ধ। একটি হীন জ্যোতি দীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছে, রণজয় এখন আর সে রূপ পীড়িত নয়, তাঁহার ক্ষত স্থান যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, কিন্তু শরীর তাদৃশ অসুস্থ নহে, দুই দিন হইতে গঙ্গাকিষণ প্রদত্ত কিছু কিছু আহার করিতেছেন, কেন?—তাহা তাঁহার অন্তর বলিতে পারে? বীরপুরুষের হৃদয় কি সহজে আত্মহত্যা করিতে চায়? তবে যে রণজয় বলিয়াছিলেন,—জীবন থাকিতে মহারাষ্ট্রীয় কারাগারে যাইবে না?—মৃত্যু কি মুখের কথা, নিয়তি যে স্বীকার না করে করুক, আমি প্রত্যেক স্থলেই দেখিয়াছি,—নিয়তি দীপ্তবতী! পতিপ্রাণা সীতা কি বনে প্রাণত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন? কেবল নিয়তি তাঁহাকে মরিতে দেয় নাই! চিকিৎসক বারণ করিতেছেন,—‘তুমি এরূপ ব্যাহ্বার করিওনা,—পরিচারক আত্মীয় গুরুজন পিতামাতা বারণ করিতেছেন,—এরূপ করিলে অকালে কালগ্রাসে পড়িবে,—দিনকতক কষ্ট-কর,—কিন্তু নিয়তি কি তাহা শুনিতে দেয়? যে চিরকাল বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাত, সে নিয়তি চক্রে নির্ব্বোধ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ অমুক ডাক্তার পুত্রশোকে আত্মহত্যা হইলেন,

কে না পুত্রশোক পায়? তিনি তো ডাক্তার,—নিত্যই কত দুর্ভাগ্যের পুত্রশোকে হৃদয় মথিত হইতে দেখিয়াছেন, কত লোককে জ্ঞান দিয়াছেন; অনেকে বলিবে সে নির্ব্বোধ,—আমার মতে তিনি নির্ব্বোধ নহে, নিয়তি তাঁহাকে আত্মহত্যা করাইল,—তাঁহার অপরাধ কি!—রণজয়ের কারাগারে নিয়তি মৃত্যুকবলে দিবে না,—সুতরাংই তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন, যদি মানসিক কিছু স্ফূর্ত্তি পাইতেন, এতদিন পূর্ব্বমত সবল হইতেন!—সেই নিয়তি চক্রেই কি রণজয় বহ্নি-মুখ প্রবিষ্টেচ্ছু পতঙ্গের ন্যায় কনকনে প্রবেশ করিয়াছিলেন?—রণজয়কে কি বধ্য ভূমিতে উপহার দিবার জন্য নিয়তি রাখিয়াছে? কে জানে? নিয়তি ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত,—শেষ না হইলে কে বুঝিবে, কে বলিবে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, জগৎ নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু রণজয়ের নিদ্রা নাই! নিদ্রাদেবী সকলকে আক্রমণ করিতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীলকে ভয় করেন! রণজয় সেই গভীর রাত্রে দুশ্চিন্তায় মগ্ন, তাঁহার জীবনের আশা ফুরাইয়াছে, তথাপি আশা এক এক বার তাঁহার মোহিনী ছায়া দেখাইতেছে!—সকল আশা, জগতের সকল কার্য্য,—সকল ভরসা, শেষ হইয়াছে, তথাপি চিন্তার হস্ত হইতে নিস্কৃতি নাই! কুসুমিকার প্রণয়-সংজড়িত অনিষ্ট চিন্তা উচ্ছ-সিত ভাবে অনিবার্য্য রূপে ভোগ করিতেছেন,—হৃদয় দগ্ধ হইতেছে!

রণজয়ের নানা চিন্তা,—ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন চিন্তা! চিন্তা-সহ তর্ক,—একবার ভাবিতেছেন,—আমাকে আমেদ জীবিত রাখিয়াছেন কেন?—জীবন অন্তর হউক, আমার রক্তে বধ্য-ভূমি রঞ্জিত হউক,—অকাতরে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত, কিন্তু আর

বিলম্ব সহে না!—যবনের মনের ভাব কি? আবদুলই বা কেন আমাকে এত যত্ন করিতেছেন?—তিনি বলিলেন,—নবাবের কোপ তোমার উপর অত্যন্ত, নচেৎ তুমি তাঁহার বেগমকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করার পুরস্কারের স্বরূপ নিষ্কৃতি পাইবার উপযুক্ত!—নবাব যদিও কৃতঘ্ন, কিন্তু তুমি যাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছ, তিনি কৃতঘ্না নহে,—তুমি হতাশ্বাস হইও না!—এ কথার ভাব কি,—তাঁরই জন্যেতো আমি প্রকৃত কারাবাসীর ন্যায় নহে,—গঙ্গাকিষণ হিন্দু, তাহার দ্বারা কোন মতে আমায় কিছু আহার দেওয়া, এওতো আমার জীবন রক্ষার চেষ্টা,—হাকিমজিই বা এতো যত্নে আমার জীবন রক্ষা করিলেন কেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন,—নবাব তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছে!—নবাবের কি ইচ্ছা?—আমোদ নিষ্ঠুর, আমার উপর তাহার ভয়ানক ক্রোধ,—তবে কি—সুবর্ণ-দুর্গ আক্রমণ করিয়া আমাকে দেখাইয়া পরে বধ্যভূমিতে উপহার দিবে?—কুসুমিকাকে বন্দিনী করিয়া কি আমাকে দেখাইবে?"—এই সকল চিন্তার অনবসানে গৃহদ্বার মুক্ত হইল, দ্বারে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন,—একটি সুন্দরী বহু মূল্য বেশ-ভূষিতা রমণী! তিনি আশ্চর্য্যান্বিত! রমণীটি ক্রমশঃ রণজয়ের নিকট আগমন করিল!—রমণীটি মৃদুস্বরে রণজয়কে প্রশ্ন করিল?—"চিনিতে পারেন?" রণজয় চিন্তা করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"না!" আমাকে আপনি নবাবের অন্তঃপুরের অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি আমার জীবন দাতা——" রণজয় রমণীর কথায় বাধা দিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি,"—"হাঁ,—বটে এ মহত্ত্বতার চিহ্ন!"—বলিয়া আগন্তুক রমণী এক খানি লৌহ কর্ত্তরি রণজয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন,—

"পদদ্বয়ের বন্ধন শীঘ্র ছেদন করুন, এক্ষণে অন্য কথার আন্দোলনে সময় ক্ষেপের আবশ্যকতা নাই!" রণঞ্জয় বিস্মিত ভাবে রমণীর মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আপনার এ অসম সাহস কেন?'—রমণী স্মিতমুখে বলিলেন,—"কৃতজ্ঞতা,—শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করুন!"—রণজয় মনে মনে ভাবিলেন,—যাহাই হউক,—বন্ধন ছেদনে ক্ষতি কি? তিনি ত্বরিত হস্তে পদদ্বয়ের লৌহ-শৃঙ্খল কর্ত্তন করিলেন। রমণী দেখিলেন—রণঞ্জয় বন্ধন মুক্ত,—পরিচ্ছদের ভিতর হইতে এক খানি শাণিত খড়্গ ও একটী নপুংসকের পরিচ্ছদ রণ-জয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই পরিচ্ছদটি পরিধান করিয়া শীঘ্রই আমার সঙ্গে আসুন!'—রণজয় জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কোথায় যাইতে হইবে?'—

"জানিতে পারিবেন,—এ নরকে আপনার ন্যায় দেব পুরুষের আবাসের স্থান নয়!"—রণঞ্জয় রমণীর কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ভাবিলেন,——বস্তুতঃই এ নরক হইতে যেখানে যাওয়া যাইবে সেই আমার সুখের স্থান! তিনি শীঘ্র পরিচ্ছদটি পরিধান করিলেন,—রমণী রণজয়কে সেই পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—"শীঘ্র আসুন, আমি বলিলে অস্ত্র বাহির করিবেন, এক্ষণে গোপনে রাখুন"।—রমণী গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, কারা-গৃহের দ্বারে দুই জন প্রহরি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। কোন কথা কহিল না,—কহিবার ক্ষমতাও নাই! গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রমণী গৃহের দ্বার পুর্ব্বমত রুদ্ধ করিলেন,—রমণী রণজয়কে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের পথে চলিলেন অন্তঃপুরের দ্বারে একজন নপুংসক প্রহরি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও?"—রমণী একখানি অভিজ্ঞান

পত্র দেখাইবা মাত্র সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল! আর দুই এক জন প্রহরিও ঐ রূপ নির্ব্বাক্ হইল। রমণী একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—“আমি সকল স্থির করিয়া আসিয়াছি,—আমেদ পার্শ্বের গৃহে নিদ্রিত,—সুরার মোহিনী মায়ায় অজ্ঞান,—অজ্ঞান নিদ্রিত. এই সময়ে নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করুন!—সময় আর বিনষ্ট না হয়, তরি প্রস্তুত!—“রণজয় রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত,—দ্বিগুণতর সংশয়ে মগ্ন! ক্ষণ বিলম্বে বলিলেন, আমি মহারাষ্ট্রীয়,—বীর নাম ধারণ করিতে ইচ্ছা করি,—বীর নাম লইয়া বধ্যভূমিতে হত হইলেও আহ্লাদে মরিব! একপ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না, আমাদের ধর্ম্মে একর্ম্ম অতিশয় নিন্দনীয়!”—রমণী কিছু বিরক্ত-ভাবে বলিলেন,—“শত্রু নাশে,—আপনার জীবন রক্ষার্থ এ সকল বিবেচনার সময় নহে,—পশুর ন্যায় স্বরক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত করা কি বীরধর্ম্ম?” রণজয় উত্তরে বলিলেন,——“নিদ্রিত শত্রু বধাপেক্ষা তাহা সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর! আপনি যতই কেন বলুন না,—আপনার এরূপ কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট বাধ্য হইলাম! আপনার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম!—ইহাও বলি,—আমাকে এরূপ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে আপনি বিপদে পড়িবেন।—”রমণী বিরক্তিভাবে হাসিয়া বলিলেন,—“সে বিপদ আমি পুর্ব্বেই জানি, তাহা না হয় তদ্বিষয়ের উপায়ও করিয়াছি! দেখিতেছেন না, আপনার কারাগৃহের প্রহরিরা অজ্ঞান!—সে বিবেচনা আমার আছে, আপনার ন্যায় সহজে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে আমি ইচ্ছুক নহি! কিন্তু আপনি যদি একপ কার্য্য না করিতে পারিবেন,—তবে শৃঙ্খল ছেদন করিলেন কেন?—আমার সঙ্গে আসিলেন

কেন?—"রণজয় অপ্রতিভভাবে বলিলেন,—"পূর্ব্বে জানিলে হইত না,—আর এক লাভ,—মৃত্যুকালে দুই এক জন শত্রু সংহার করিতে পারিব!—আর যদি বলেন, আমি পুনরায় কারাগৃহে যাইতে প্রস্তুত!"—রমণী ক্ষণকাল কোন উত্তর করিলেন না, —ক্ষণপরে বলিলেন,—"ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন,—আমি শীঘ্র আসিতেছি,—অস্ত্রখানি দিন! বৃথা অনেক সময় নষ্ট হইল।" রণজয় বিনা উত্তরে তাঁহার প্রদত্ত খড়্গ তাঁহাকে দিলেন! রমণী গৃহ হইতে শীঘ্র পদে বহির্গত হইলেন!—রণজয় ভাবিলেন,—দেখি, রমণী কি করে। তিনি দেখিলেন পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহে রমণী প্রবেশ করিলেন,—সেই গৃহে আমেদশাহ শয়ান, রমণী পালঙ্কে উঠিয়া আবার কি ভাবিয়া নামিলেন! তাঁহার জলদ রুচির কুন্তল-বেণী খুলিয়া মুখোপরি সংস্থাপন করিলেন,—শীঘ্র পদে পালঙ্কে উঠিয়া আমেদের বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া শীঘ্র হস্তে তাহার কণ্ঠদেশে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র বসাইয়া দিলেন, আমেদ বিকৃত দৃষ্টিতে রমণীকে দেখিলেন, ভয়ানক যাতনা ব্যঞ্জক শব্দে বলিলেন,—"সয়তানি, —এল।——তুই!"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।——অদ্ভুত কৃতজ্ঞ।

"————দেবী বিচিত্রা গতি।"

রণজয় স্তম্ভিত, যাঁহার তরবারি পরিচ্ছদ রণক্ষেত্রে নর-শোণিত-সিক্ত হইলে হৃদয় কখন বিচলিত হইত না, সেই রণজয় অদ্য শীহরিয়া উঠিলেন, শরীর কণ্টকিত হইল,—

"এ কি?—কৃতজ্ঞতা!" হৃদয় স্বতঃ বারংবার প্রশ্ন করিল,—উত্তর কে করে? এলাহিজান দ্রুতপদে আমেদ সাহের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রণজয়ের হস্তে একখানি তরবারি দিয়া ভয়-বিকৃত স্বরে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে আইস!" রণজয় কোন উত্তর করিলেন না, কেন?—তাহা তাঁহার হৃদয় বলিতে পারে; এলাহিজান রণজয়ের মুখে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অল্প ক্রোধ-জনিত উপহাস সূচক স্বরে বলিলেন,—"পথে কেহ প্রতিবন্ধক হইলে বীরের—হিন্দু-বীরের—কার্য্য করিতে পারিবে তো? রণজয় তাচ্ছল্য ভাবে বলিলেন,—"মহারাষ্ট্রীয়ের হস্তের অসি শত শত্রুর শোণিত-সিক্ত না হইলে কেহ পথরোধে কৃত কার্য্য হইতে পারে না!"—এলাহিজান কোন কথা না বলিয়া দ্বিতল হইতে একটি সোপান দিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন, এক জন প্রহরি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও?"—এলাহিজান রণজয়ের গাত্র স্পর্শ করিয়া সঙ্কেত করিয়াই তাঁহার পশ্চাতে গেলেন! রণজয় গম্ভীর শব্দে বলিলেন,—"জানিবার আবশ্যকতা নাই!" প্রহরি উত্তর করিল,—"রাত্রে নবাব সাহেবেরও এ পথে বিনা পরিচয়ে যাইবার অধিকার নাই!"—এলাহিজান বিরক্ত মৃদুস্বরে রণজয়ের কর্ণে বলিলেন,—"শীঘ্র বীরতা দেখাও, সময় নষ্ট করিও না! রণজয় গম্ভীর ভাবে—"তবে পথ রক্ষা কর,"—বলিয়াই অসি নিষ্কোষিত করতঃ প্রহরিকে লক্ষ্য করিলেন। প্রহরি নিম্নে, এতক্ষণ ভাবিতেছিল,—কেহ উপহাস করিতেছে, এখন স্থির করিল, শত্রু!—আর অপেক্ষা না করিয়া অসি উঠাইবামাত্র রণজয়ের অসির তীব্র আঘাতে "শত্রু"—শব্দ উচ্চারণ করিয়াই ভূতলশায়ী হইল! এলাহিজান রণজয়কে দ্রুতপদে যাইতে বলিলেন, উভয়েই দ্রুতপদে

প্রাসাদের উপবনে প্রবেশ করিলেন, এলাহিজান সম্মুখস্থ সুদৃশ্য লতামণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"উপস্থিত!" লতামণ্ডপ হইতে একজন সৈনিক বহির্গত হইয়া উভয়কে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"অভিজ্ঞান আছে?"—এলাহিজান একটি অঙ্গুরি তাঁহার হস্তে দিলেন, সে অঙ্গুরি লইয়া অনতিদূরে একটি দীপের আলোকে আপনার হস্তস্থ অঙ্গুরীয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন,—পরে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে আসুন।"—

এলাহিজান,——"কোন পথ দিয়া যাইবেন?"

সৈনিক,——"পশ্চিমের ক্ষুদ্র দ্বারে!"

এলাহিজান,——"তথায় তো প্রহরি আছে? যদি আমাদের দেখিয়া সন্দেহ করে?"—

সৈনিক না উত্তর করিতে করিতে রণজয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"হস্তে অসি আছে!"

সৈনিক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উত্তর করিল,—"আমার নিকট নিদর্শন পত্র আছে.—কিন্তু আপনাদের দেখিয়া কতক সন্দেহ করিতে পারে, অথচ সকল দ্বারেই তো প্রহরি,—অনর্থক আত্মীয় হত্যায়ও আমার প্রভুর স্পষ্ট অনুমতি নাই—" এলাহিজান সৈনিকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় সমুদ্রের নিকটস্থ গোপন দ্বার দিয়া যাওয়াই উচিত, তাহার চাবিও আমার নিকট আছে।"—সৈনিক সন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, "সেই—ভাল!—আমি সে পথ জানি না,—আপনি তবে অগ্রসর হউন?"—এলাহিজান অগ্র-গামিনী, রণজয় ও সৈনিক পশ্চাতে! গুপ্ত দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া এলাহিজান দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, সকলে বিনা বাধায় দ্রুতপদে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন. সৈনিক উভয়কে এক খানি সুসজ্জিত তরীতে লইয়া গেলেন. সকলে তাহাতে আরোহণ করিলে সৈনিক বলিলেন,—"কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?" রণজয় উত্তর করিলেন,—"সুবর্ণ দুর্গে!" সৈনিক অল্প চিন্তা করিয়া নাবিকদিগকে তরি সুবর্ণ দুর্গে লইয়া যাইতে অনুমতি

য়া অবতরণ করিলেন! দ্রুতবেগে তরি চলিল, বায়ু অনু-কূলতা দেখাইয়া তরিকে আরো দ্রুতগামী করিল!

রণজয় বিস্মিত, তরির এক পার্শ্বে উপবিষ্ট, কোন কথা নাই! এলাহিজানের চক্ষুঃ আরক্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি তীব্র! তিনিও নির্ব্বাক, কখন পাদচারণ করিতেছেন, কখন বা বসিতেছেন! অনেকক্ষণ পরে রণজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায় যাইতেছি?" রণজয় সেই বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"সুবর্ণ-দুর্গে!" এলাহিজান স্তম্ভিত, ক্ষণবিলম্বে অনুতাপজনিত স্বরে সবিচ্ছেদে বলিলেন,—"সু-ব-র্ণ-দু-র্গে, চ-ল,—কনকনে প্রভাতে আর এ মুখ নাই দেখাইলাম!" রণজয় এলাহিজানের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনিত ভাবে বলিলেন,—"আমেদ সাহ কি আপনার আত্মীয়?"—এলাহিজান সেই ভাবেই বলিলেন,—"আত্মীয়-না—শত্রু,—আত্মীয় হইলে কি এরূপ ব্যবহার ঘটে?" "তবে আপনার এরূপ মুখ ম্লান কেন?" রণজয় এই প্রশ্ন করিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, দেখিলেন,—এলাহিজানের চক্ষুঃ অশ্রু মোচন করিল! এলাহিজান ক্ষণ বিলম্বে ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন,—"মুখ ম্লান,—সে আত্মীয় ভাবিত, আমিও আত্মীয়তা দেখাইতাম, আমি পিশাচী, আমি সয়তানি,—আমেদ নির্ব্বোধ, সে প্রণয়ে শঠতা মিশায়, তাহার ফল সে ভোগ করিল, আমি কলঙ্কিনী হইলাম।"—রণজয় অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় উদ্ধারের আপনার এত যত্ন কেন?" এলাহিজান গম্ভীর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"কৃতজ্ঞতা!" রণজয় বিস্মিত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা!"—নৌকায় প্রতিধ্বনি বলিল,—"অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা!!"

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।